কবিরঞ্জন

রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী।

১। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী, ২। বিদ্যাসুন্দর, ৩। শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন,
৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৫। সীতাবিলাপ, ৬। আগমনী,
৭। বিজয়া, ৮। পদাবলী।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

(বসুমতী কার্য্যালয়)

কলিকাতা।

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে"

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন।

১৭২০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুমারহট্টগ্রামে রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। রামপ্রসাদের পিতা রামরাম সেন বহিত সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন না বটে, তবু তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যথোচিত চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; রামপ্রসাদও তাঁর যত্ন ও অধ্যবসায়বলে অল্প বয়সেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দীভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন; কিন্তু ভগবান্ অধিককাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিরুদ্বেগে বিদ্যাশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে দিলেন না। তাঁহার যৌবনারম্ভেই পিতৃবিয়োগরূপ দারুণ বজ্রাঘাত আসিয়া তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। তিনি পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থানের জন্য বাধ্য হইয়া চাকরীর চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই আনুমানিক ষোড়শ বর্ষ বয়সেই রামপ্রসাদের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরানুরক্তি পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার জীবন সাংসারিক সাধারণ সুখবিলাসের জন্য নহে, ইহা প্রথম হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইত; কিন্তু অসময়ে পিতৃবিয়োগ জন্য পরিবার-প্রতিপালনের সমস্ত ভার তাঁহার উপরে পতিত হওয়াতে, অতি নিরুৎসাহ-বিমুখপ্রায় হইয়াই যেন চাকরী করিতে বাধ্য হন। রামপ্রসাদ কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক মুহুরীর জন্য চেষ্টা করিতে করিতে জনৈক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির ভবনে মুহুরীর কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। এই ধনী ব্যক্তি যে, কাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই। তবে জনশ্রুতি এইরূপ যে, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের ভবনেই রামপ্রসাদ এই মুহুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহেই তিনি চাকরী গ্রহণ করেন।

রামপ্রসাদ এই চাকরী পাইয়া সাংসারিক অভাব হইতে কতক মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রথম সোপানেই তিনি এরূপ ভাবনাযুক্ত ও বিষয়স্পৃহাশূন্য ছিলেন যে, মুহুরীর খাতায় বসিয়া কখন কি করিয়া ফেলিতেন, সে দিকে জ্ঞান থাকিত না। এমন কি, কখন কখন ভাবাবেশে এরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে, জমাখরচের খাতাপত্রের হিসাব-স্থলের অবশিষ্টাংশে দুর্গানাম, কালীনাম ও শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতসমূহ লিখিয়া রাখিতেন।

রামপ্রসাদের জীবনের এই ঘটনা হইতে এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি অতীব ধীর, গুণগ্রাহী ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। তিনি প্রসাদের লেখাগুলি অভিনিবেশসহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই খাতার লিখিত "আমায় দেও মা তবিলদারী" সঙ্গীতটি পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সেই সমস্ত সঙ্গীত দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রসাদের জীবন সামান্য খাতালেখা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর কার্য্যের উপযোগী; তাদৃশ মূল্যবান জীবনকে বৃথা নষ্ট করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, এই ভাবিয়া সাংসারিক অভাবের বিষয় উল্লেখ করিলে, তিনি স্বীয় বদান্যতা ও উদারতাগুণে প্রসাদকে অর্থচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য যাবজ্জীবন মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন, "প্রসাদ! আপনার আর অধিক সংসার-চিন্তায় অনবরত ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি, আপনি যে প্রার্থনীয় পথে পদার্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত হওয়া আপনার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।"

এই বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া রামপ্রসাদ সংসারভার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন; তাঁহার উচ্চাভিলাষরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় মনশ্চকোর অধীনতারূপ লৌহশিকল হইতে মুক্ত হইল। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হরতরু পঞ্চমুণ্ডী আসন-বেদি উপবিষ্ট থাকিয়া তান্ত্রিকমতে শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কবিত্বকুসুমরাজি ভক্তিসূত্রে গ্রথিত হইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীতমালার সৃষ্টি করিল। তাঁহার নাম অতি অল্পকাল-মধ্যেই দেশব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ভক্তিরসপূর্ণ অপূর্ব্ব সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি নব নব সঙ্গীত-রচনায় সাধারণকে অধিকতর পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। কবিরঞ্জন কাব্য, কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি ব্যতীত তিনি শতাধিক শ্যামা-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের সেই অনুপম সঙ্গীতসমূহের অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্য হেতু—তাঁহার যশোরাশি ক্রমশঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। গুণগ্রাহী মহারাজ তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাতীরে বাসোপলক্ষে যখন তাঁহার অধিকারস্থ কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন রামপ্রসাদের সহিত নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া এতই পরিতুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে উচ্চ উপাধি প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সভাসদ্ করিতে প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু রামপ্রসাদ আর কোনরূপ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাদৃশী শক্তিভক্তি-প্রগাঢ়তা, এরূপ নিঃস্বার্থতা পরিপূর্ণতা এবং তাদৃশ ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত রচনার কোনরূপ পুরস্কার না দিয়া বিরত থাকিতে পারিলেন না। তিনি রামপ্রসাদকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি ও পুরস্কার কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করিলেন; রামপ্রসাদও কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের জন্য 'বিদ্যাসুন্দর' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মহারাজাকে উপহার দিলেন।

এই রচনা অপেক্ষা সঙ্গীত-সাধনাই রামপ্রসাদের জীবনের প্রিয়তম কার্য্য ছিল। তিনি স্নান, আহার ও কার্য্যনির্ব্বাহের অবসরমাত্র সঙ্গীত রচনা করিতেন। বিশেষতঃ শক্তিসাধনার সময় নিত্য প্রতি নূতন নূতন সঙ্গীত তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইত। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত প্রচুর এবং অনেকের রচনা

বিদ্যাসুন্দর।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত।

বিদ্যাসুন্দর।

গণেশবন্দনা।

পরম পুরুষ হর্ষে পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে
পর্ব্বতেন্দ্রপুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিঘ্ন কোটিবিনাশন বিনায়ক বিশ্বময়
বাহনবরণ অণুদূত।
তরুণ অরুণ অংশু অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু
আজানুলম্বিত-ভুজদণ্ড।
আভরণ নানা মত মণি হেম মরকত
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ডদণ্ড।
যদিচ অনুজ-জ্যেষ্ঠ আরোহণ আখু-পৃষ্ঠ
আসরে উদয় একবার।
তবে যদি রূপে নাম সব সিদ্ধি দেখা যায়
যায় তায় কত অধিকার।
জগতের দীনবন্ধু দীনে দেহি দয়াসিন্ধু
মতিদিন উপদেশ সার।
শিব কহে তুমি মূল হও দীন অনুকূল
আমি শিশু বঞ্চিত সংসার।
রামরাম সেন নাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে কহে জ্যোতির্ম্ময়-পদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া।

সরস্বতীবন্দনা।

বন্দে পুটাঞ্জলি অতি বন্দে মাতা সরস্বতী
মহাবিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী।
নানা বহু রাগ যত আলাপে মোহিত প্রাণ
হাতে ধর রুচির বাদিনী।
ন বিদ্যা সঙ্গীত-পর যে গাবে ত্রিপুরহর
দ্রব হৈলা দেব চক্রপাণি।
সেই জল এই গঙ্গা নিখিল কলুষভঙ্গা
কণামাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি দর্শনে কৈবল্য মুক্তি
স্নানফল কহিবে কি তবে।
ব্যাস-বাল্মীকাদি-চয় মহাকবি মহাশয়
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান্।
বহু কষ্টে চিত্তে যে সঙ্কলন করি যে
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান।
তব কৃপাদৃষ্টি যারে জগত জিনিতে পারে
ধরাতলে সেই জন বড়।
তুমি গো যাহারে বাম বিদ্যা তার কিবা কাম
মূঢ়মতি সে অতি জড়।
তুমি বিশ্ব অন্তর্যামী তব কিবা জানি আমি
বেদাগমে অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা শঙ্কর হরি ধাতা
কোনরূপে না পাইল সীমা।

লক্ষ্মীবন্দনা।

কমলে কমলা বলে কোমল শরীর।
কমলচরণে শোভে নূপুর মঞ্জীর।
তনু উচ্চ চমক-ছটায় মহাবেশ।
ত্রিবলি প্রতীক আছি কি কব বিশেষ।

জিনিয়া আরক্ত বৃক্ষাকন রক্তশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহর কিঞ্চিত কিঞ্চিত।
নিন্দিয়া গৃধিনীকান্তি শ্রবণভূষণ।
দবিদ্র প্রবিশ আভা সুদীর্ঘ কুণ্ডল।
উপযুক্তভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই।
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয়।
রূপ তুল্য তারে তার কত গুণাশয়।
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
সদ্য দানে বিত্ত গুণে সে লভে সাযুজ্য।
যে পুত্রিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্বধর্ম্ম লোপ।
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে।
কি আর কহিব বাক্য স্ত্রীপুত্র অবশ।
বিরস-বদনে বলে বচন কর্কশ।
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননি।
প্রসাদে প্রসন্না হও কলবিনন্দিনী।

কালীবন্দনা।

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।
জপিলে অকাল যায় যায় যোগ্য ধাম।
কাল কর পৃথক্ চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ জানি বটে সেই।
রসনারে সুখ তবে বড় করে লও।
ভক্তিপথ-পৃষ্ঠে চড়ি রসজ্ঞী হও।
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্বকথা সারাৎসার।
নাম নিত্য মুক্ত্যাদি নিখিলনাথ-তীরে।
বিপরীত তাজ লাজ পরিহরি দূরে।
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো।
কলেবর-কিরণ ত্রিভুবনপুঞ্জ আলো।
বিলম্বা লোহিতাবতী দীর্ঘ জটা যাবে।
কটিতে বসন করাপদ্মে বন্ধুক।
লিঙ্গ পীত লোহিত জড়িত জপজটা।
ভুজে ভুজে উর্দ্ধমুখে সিংহে ত্রিপুটা।
হস্ত বাহী শারদি ভূতকে বসিবে।
শিবাভূষে নতুন বসান সতাকর।
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল।
অকালে প্রলয় গণি বলিল সকল।
অখিলজননী তব চরিত্র এমন।
হেলে গো করুণাময়ি এ বার কেমন।
যত দাতা যবে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে।
তুমি যদে বিরাজেছি পাদপদ্মে তব।
কবিতার কথা মম বিশেষ কি কব।
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুমি দাস-দাস দাসীপুত্র হই।
অইসোধার অপরূপ-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণময়।
ত্রিলোচনে যে যে চিত্তে আছে সে সে হয়।
বর্ণিনা যোগ্যতা বটে তাহারকর্ত্তা বশ।
স্বকীয় মুণ্ডী-পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
আত্মাতে সদাশিব নির্বৃত্তি এ রবি।
মহাকবি পড় প্রতি পূজা করে মনে।
কি কব তুলনা ছি ছি এ কেন চরণে॥
দর্প করে মদন বিষয় দৃষ্টি জ্বর।
ত্রিকালান্তরে পরিপূর্ণ পরাকর॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন্ উদয় ত্রিভুবনে।
কোন্ দুক্ বিন্দুজ পঙ্ক নিরীক্ষণে॥
সতী-সতী সজনি বলরামপদ।
নিরাক বিধিত বিরঞ্চাদি স্বরূপ॥
মহাকালী কালী শশি মহৎ প্রাণ।
চিন্তহি কোন্ মনে পাই পরিত্রাণ।
সেবকুণ্ডী সর্বহীন মহাজ্ঞান।
মহৎ নিঃসন্দিহীন বিশাল বিধান॥
ত্রিভুবনজননী তব ত্রিভবিতা পদ।
উদয়ে কলমানিমু আর সম্পদ॥

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চীপুরে গমন।

বীরসিংহ মহামতি অন্তরে চিন্তিত অতি
ভূমিতার যোগ্য পতি কই।
যশে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে
বিশেষতঃ বিদ্যালাপে জয়ী।
সে জন তাহার প্রভু প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন কভু
নহে কোথা প্রণয় এমন।
যত যত ভূপসুত রূপেতে বটে অদ্ভুত
বিদ্যা নাই উপায় কেমন।
নিকটে মাধব ভাট কত মত করে ঠাট
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।
শুন শুন মহাশয় এ কথা অন্যথা নয়
কিছু কিছু কালক্ষেপ মাত্র।
ভাট বাক্যে আহ্লাদে সুধাসিন্ধু-মধ্যে ভাসে
নিয়োগ্য করিলা জাতি ঘোড়া।
ছিঁড়িয়া গলার হার নানা রত্ন দিলা আর
খাস পোষাকের খাসা জোড়া।
বিদায় করিয়া ভাটে পুনরপি রাজপাটে
রাজকার্য্যে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর সুপুরুষ গুণধর
মনে মনে ভাবিলা স্বরূপ।
মাধব ঘোড়ায় চাপে গোঁফে পাক দিয়া দাপে
সেঁটে মারে পিঠাতে চাবুক।
পবন-গমনে যায় পাছু পানে নাহি চায়
প্রসারেছে পরম কৌতুক।
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই উপযুক্ত দেখে নাই
শেষে কাঞ্চীদেশ উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সনে সুকবি সুন্দর রূপে
রূপ দেখি ভাট হরষিত।
কোন অঙ্গে নাহি ত্রুটি যে যে অঙ্গে দৃঢ় কোটি
কপালেতে তাহার লিখন।
মাধব ভাবিল দড় ভবানীর কৃপা বড়
মিলাল বিদ্যার এই বর।
চিত্তে চমৎকার লাগে কতবারে থাকা আগে
বারবার পড়ি করে স্তব।

আহা কী সে চক্ষু জোড়া ভ্রমরিয়া পারা কী অঙ্গ
ও দেখেন ভুল দিলা সব।
বেয়াদপ না করো বাবু তোমারে রূপে কিয়া কাবু
যেই যেই রূপে দেখা হয়।
চিন্ দিয়ে দেখকে এরূপে আপ কে সুরত দেখে
দুনিয়াতে পায়রা কিয়া মোহি।
দেখা যো মুলুক দেখা ঢুণ্ডিয়েছে রাজা যেতা
দেখা যোগ্য জোড়া নাহি কোহি।
বীরসিংহ নাম রাজা তাঁর যে হয় বড় জানা
সোনে সোহাগে তনুজা তেকের।
তনুজা বয়সে ষোড়শী এক তাকিব করে যে দেখেক
যার যেন নায়িকা দেখেব।
তখন এবা কি দেখে হয়িবে হি দেখাবেক
শাস্ত্রে ভরি তনুজা নাথ।
তোমরা যেঁ এদা জান যো কহো সো কয় মান
তোম সংযোগে আও হামারে সাথ।
বিরলে ডাকিয়া নিয়া সুন্দর সুধিয় দৈয়া
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল নাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিরখি কবরীবৎ যথা।
পিয়া বিদ্যা নাম-সুধা সুন্দরের গেল ক্ষুধা
মহাপাত্রে করিলা গমন।
যোগভব নিশি শেষ হরি কালী নিজ বেশ
শনিশেষে করেন স্বপন।
ত্যাজ কেন ভয়ে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও ত আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একাজ ভাবিবে এই
তরুণী তোমার তবে বটে।
প্রাণহেতে তত্ত্ব কার বাক্য শেষে মহারাজ
কোটালে কহিবে ভাকিবারে।
সে কিছু বামন নয় কেবল দর্পেতে ভয়
পরিচয় লইবার তরে।
সন্ধান করিবে পুন কারণ ইহার শুন
আছেক জন বীরসিংহ-দেশ।
একাকী যাইয়া তুমি মনে মনে-বাস আমি
কদাচ না ভাবিও যে ক্লেশ।

সুন্দরের বর্দ্ধমানযাত্রা।

স্বপ্নে শৈলসুতা-আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
তাঁর হেতু বেগে যাত্রা করে গুণরাশি॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইলা গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র করিল যাত্রা কিবা।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা॥
ধেনু বৎসপ্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা।
পূর্ণকুম্ভ-কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী-লাভ।
প্রসন্না সর্ব্বমঙ্গলা প্রকৃষ্ট প্রভাব॥
এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা।
মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্রদিবা।
কি ভয়? বটেই সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা॥
পথশ্রমে যদপি জন্মায় বড় ক্ষুধা।
প্রতিপথে পিয়ে বিদ্যাধরাস্য-সুধা॥
বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়।
দুষ্টজন তারা তারে ফিরে না তাকায়॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী।
মাঝারে সৃজিলা নদী বেগবতী অতি॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর।
তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রবল-কুম্ভীর॥
উত্তুঙ্গতরঙ্গে অঙ্গ কাঁপে ডরে।
ফাঁফর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে॥
হেনকালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা।
অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা॥
বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল।
তাম্রবর্ণ জটাভার দুই চক্ষু লাল॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে॥
যোগী হেরে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি।
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি॥
যোগী জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য সমাচার।
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার॥
পুনরপি কহে আমি পথজ্ঞাত নই।
কহ মা! ভবদারা কালী কৃপাময়ী॥
শঙ্কর-প্রেয়সী জায়া জননী যাহার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার॥
আরবার যোগী বলে শুন হে বালক।
শিবশাপ জন্য ইনি জগতপালক॥
আশুতোষ দেবদেব সুখমোক্ষদাতা।
সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা॥
ধ্যান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ।
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ॥
কেমনে কাঁপে অন্তরে কবি করে কহি।
বুঝিলাম আপনে বিশেষে বড় শক্তি॥
কেন বলিবেক চাহ এমনি যে ভক্তি।
কোন্ গুণ করেছেন শিব ছাড়া শক্তি॥
শৈলসুতা মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী।
মুখে না প্রকাশ কর এ কি ঠাকুরালী॥
তোমার বাতাসে সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট হয়।
এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয়॥
অনেক আদরে কবি ফিরে দেখে পাছে।
দুঃখিল মাঝারে নদী যোগী নাহি কাছে॥
ভাবিলা স্বপনে কবি দৈববাণী এই।
মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই॥
ভয় নাই অভয় হৃদয়ে দৃঢ় বাঁধা।
অর্পিবে ভগবতী পথ নাহি বাধা॥
আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম।
সেই নিশি সেইখানে করিলা বিশ্রাম॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন॥
কাঞ্চীপুর হইতে মহৎ বর্দ্ধমান।
ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ।
সপ্তম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ী।
আশ্রিত রামদাস দাসীপুত্র হই॥

দিব্য পরিচ্ছন্ন করে　　থাম বাঁধা ঘরে ঘরে
　　ফুলের বাগিচা ছাদ-তল।
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা　　এই মতে রাত্রদিবা
　　বাবুদের উত্তম প্রসঙ্গ।
পরস্পর মহোৎসুক　　কাব্য ছাড়া একটুক
　　কদাচিৎ দুঃখ নাহি জানা।
গোবরেশ্বর যারা　　সর্বত্রই ছাপে তারা
　　কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা।
পরম পবিত্র বাক্য　　পরস্পর পূর্বকাব্য
　　সুখাচারী মধুর অনেক।
কমলক কুলা রূপ　　আবিশ্যক নানারূপ
　　শীত নাহি সে দেশে কতেক।
চৌদিকে চৌপাড়িতে　　পাঠ চায় পুত্র ছাত্র
　　দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা বিদেশে বাড়ী　　বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
　　আগমন বিদ্যা-অভিলাষী।
যেখানে যাঁহা যাঁহা　　অতিথির সীমা নাই
　　ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ　　ভূত-ভবিষ্যৎ-প্রাজ্ঞ
　　দরশিতে দৈবজ্ঞ সমস্ত।
অধ্যাপক শত শত　　বাসনা সাধুতা-যোগ
　　ভক্ষণ কেবলমাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড-প্রতাপ-তপ　　জ্যোতিষ্মান কলেবর
　　যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু।
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য　　ঔষধ-প্রয়োগে সদ্য
　　ব্যাধিমুক্ত করাতে নিরোগ।
ভূপতির আজ্ঞা আছে　　যাহা যাচে বিদ্যা কাছে
　　চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ।
দেখিতে দেখিতে দূত　　দেখিলেন রাজপুর
　　অমরাবতীর প্রায় লাগে।
বাহিরে সহরখানা　　আগে দেওয়ানির থানা
　　বসতে অমনি ভয় জাগে॥
দারে দাড়া উচ্চ বাড়ী　　ইরাণি তুরকি আদি
　　যত পারসী বসেছে সবাই।
দুদিকে বাজার চাল　　দুপাশ দোকান মাল
　　শোভা পায় চিত্র কারুকাই।

বাবুদের ব'সে আছে　　সোনার হীরার কাছে
　　ধবরেতে বেঁধে দেয় পাক।
কিবা করে ঝিকিমিকি　　কত বুঝি যাও বুঝি
　　বিষম মগজ মজা ঠেকা।
ঘরে বসিয়া ভূতপতি　　একসাথে বসতাবাদি
　　বাঙ্গালীর দেখে যেন ঠেকা।
বণপতী গোপাল যারা　　বিষম কার্ডিও তারা
　　করিয়া অতীব পরাক্রম।
পাকাইতে একটুকু　　ভয়ে প্রাণ দুরুদুরু
　　কেবল মাথাং পূজা কর।
চুরাশি ঘোড়দৌড়　　চাপরাশী বেত্রীবৃত্তা
　　মাথার উপরে রেখে পাথ।
পারসী আরবী কত　　কভু নাহি দুরাত্ম
　　মনরে প্রবল যেন থাক।
ঘোড়া যোগাড়িয়া আদি　　আঁধিক একাত বাদি
　　হিরে হসীতের ফিরে আওয়াজ।
কোনখানে নাচে কাঁচা　　দিন এখানত সাঁঝা
　　পাঁচ ভক্ত করে নমাজ।
কোথি দেশের নাহি সবে　　ব্যা ঘোড়া আগের দুবে
　　কিবা ঠো বন্দুক দুরা যায়।
সাহেব কি পারা দেও　　একাই আয়ক দেও
　　পড়াইতে নাচে বকা যায়।
তার আগে চোরখানা　　নানা জাতি পক্ষী নানা
　　ময়না মদনা কাকাতুয়া।
টিয়া তোতা ফিরিঙ্গী　　কাকাতুয়া চন্দনা আদি
　　বীরামে সাগবম ডুরা।
পাহাড়িয়া বড় পাখী　　দেখিতে মুড়ার আঁখি
　　গাছের উপরে আছে বুলি।
নিবদ্ধী দিবরায়　　মত্ত বাতাকৃষ্ণ নাম
　　না পড়াতে পড়ে এই বুলি।
ফিলখানা তার আগে　　চিতে চমৎকার লাগে
　　নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর　　উঁচু উঁচু ঘুরধার
　　শীলবাড়ি বাতাই বিস্তর।
লোহার শিকলি পায়　　চক্ষু পাকাইয়া চায়
　　পিঁজিরায় শোভা কত দেখ।

কোণকলি সীমা কিবা হেরে হয় বায়ু-দিবা
বিরচিত ভূমিকম্প তথা ।
নাগকাদা বালগুলা গায় মাখা ছাই ধূলা
বিক্রমের কথ কত কথা ।
গাছে ডানা বাবে আঁটি বসেকেতে যাই কাটি
গোড়াশুদ্ধ উপাড়ে অমনি ।
পিছে হটে বাবে তাল দেখিতে সাক্ষাৎ কাল
অকালেতে অন্তকের জানি ।
বাহুযুদ্ধে যুঝে কেলা ছুঁয়ে পড়ে করে খেলা
সন্তান সভাই তাল জানে ।
পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পাইলাটে পায়
হাঁ করিয়া একা চোট হানে ।
কোটি কোটি তীরন্দাজ যে বা বিদ্যে একাকার
বাণবাণে কেহ নহে টুটা ।
বাঘে ও মহিষে লড়ে ধাবা বাড়া বক পড়ে
কোথকে যায় ছুটে ছুটা ।
নব নক্ত করে রবে সুকবি মুখর শুবে
কত ঠাঁই কত চমৎকার ।
কালিকার পূর্ণ ভূমি পুরী বিশ্বকর্মা গড়ি
গড়িতে তুলনা নাহি যায় ।
বড় বড় পুণ্যদেশ কি কহিব সবিশেষ
সাক্ষাতে অমরী হেন বাসি ।
কালী-পাদপদ্মতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
আনন্দিত করি জগবাসি ।

বাজারবর্ণন ।

তার আগে দেখে কবি বাজার বাজার ;
বিদেশী বেপারী বৈসে হাজারে হাজার ।
বণিক দোকানী কত শত শত ঠাঁই ।
মণি মুক্তা প্রবাল মাণিক সীমা নাই ।
বনাত মখমল পাটু ভুমনাই খাসা ।
মুটোদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা ।
মাসরুই মলামি চিকণ মসরুণ ।
আর আর কত কব আমীর পছন্দ ।
[illegible]
চৌকীদার প্রহরী নাড়ি ভুলিয়াছে তাল ।
সরকার পোদ্দার পাত্র অনেকের কাল ।
বড়বন্দরের কোঠা বিরাজিত তাহে ।
পূর্বদিক্ প্রকাশ যেমত উষাকালে ।
ভবানীর দয়া ভক্ত ভয় নাহি যায় ।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে পায় ।
দুই পাশে চৌকি থাকে হাবেলী গোলাম ।
সকলে লোকে দণ্ড করিছে সেলাম ।
আগে চলে সওয়ার সওয়ার চোপদার ।
হাতে নানা ঝালমাল জেওরি নিশান ।
হাজার পোদ্দার সঙ্গে পাঠান মুকল ।
থরকে চমকে ভয় দেখা যায় বল ।
নকিব ফুকারে সদা ছাওয়াল ধুম ।
নহবে নৌবত পড়ে ধায় ধামাধুম ।
সুন্দর হাজার মনে ধ ধ নিরবধি ।
পাছে পাছে বুকাপড়া বাহাদুরি হয় ।
প্রসাদে প্রসাদ হও কালী কৃপাময়ী ।
আমি ছুড়া রামদাস দাসীপুত্র হই ।

সরোবরবর্ণন ।

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর ।
স্ফটিকে নির্মিত ঘাট পরম সুন্দর ।
তীরেতে সুবর্ণ বৃক্ষ শাখাদুল ।
মধুলোভে মধুকরে মত্ত অলিকুল ।
নির্মল জল পঙ্কজ বিকশিত ।
ঈষৎ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্তপীত ।
হংস হংসীগণে সদা জলকেলি-ক্রীড়া ।
বিরহিজনার চিতে করে মহাপীড়া ।
শৈবাল ও গৌরব মাঝে ত্রিবিধ পবন ।
জল মনোহর আবির্ভাব অনুক্ষণ ।
কত কহাইল সেই কি কহিব কথা ।
একচাকে ভুঞ্জিয়ত হয় বধূ যথা ।
অতি চিত্র বিচিত্র অদৃশ্য কবে কবে ।
অনেক মণিনীলোৎপলা হয় দিবাসবে ।
অপেক্ষ নীত বিপরীত কল্পনায় তথ্য ।

মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীরগণ ভাই।
তথাপিও মনোহর কিজন্দ্র ভাই॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু।
গুঞ্জরে মল্লিকা বন পঙ্কজবধূ॥
পুষ্পবনে পুষ্প তুলিতে নব তুলি।
নিকটে কলিঞ্জুবে ডাকে কুহুকুহী॥
চকোর চকোরী খেলে চঞ্চুপুটে।
খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেম তিলেক না টুটে॥
সুখে বিভূষণা ভর স্বপঞ্চিত বলী।
ময়ূর শিখী তরুতে নিঃশব্দে রহে অতি॥
মৃগেন্দ্র মৃগেন্দ্রে বিহরয়ে এক ঠাঁই।
এমন আশ্চর্য কর্ম শাস্ত্রমতে নাই॥
কহুরবে চাতকচাতকী উর্দ্ধে ডাকে।
সুধা যায় মণির পতিকমল ভাবে॥
কপোত গগনে দিন দেখিতে রব।
ময়ূরী দেখি শিখী শিখি নাচয়ে তাণ্ডব॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে দেখের কৌতুক।
প্রমদা প্রমদে নাহি ছাড়ে একটুক॥
সারস সারসী নাচে দেখিতে মজুক॥
বিষম মকরকেতু তাহে বলবান্
উচাটন বিমোহিত করয় বকুল।
বিরহিণী কামিনীজনার দেখে দুখ॥
ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জরে গরজে জলদ।
বিধুবার নাহি যার কেবল পবন
প্রণাম করিয়ে কালী-চরণকমলে।
বসিল বিনোদবর বকুলের তলে॥

সুন্দরদর্শনে নাগরীদিগের উক্তি।

কি মনোহর রূপ দেখ সখি ঐ,
তুলনা কহ কি বল না সই।
নিকটে যাবেক চল না যাই॥

কি দেখিনু রূপ কিবা নিরুপম
বিবেচনা কর কি হবে ধনে।
কাদম্বরী কচন এ দেখি সকল
সর্বস্ব সকল সকলে যাবে॥

কি রূপ-লাবণ্য, এ পুরুষ ধন্য
বিধি কার তরে গঠিল বটে।
কহে এক সখী সেই ভাগ্যবতী
সুন্দর এ পতি যাহার লো বটে॥
কল্পবাহুরে বান্ধিবে ইহারে
মন্মথফাঁদে কুসুম দিয়া।
রূপ নহে ভালো নিরখিতে আলো
দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥
কহে বামা আর গলে পরি হার
এ হার কি হার ফেলি লো ছেঁড়ে।
আশা পূরে তবে প্রেম দিন হবে
কোন জন কবে ঘটাবে এরে॥
কহে কোন আই আমি যদি পাই
পলাইয়া যাই এ দেশ ছেড়ে।
নারীকুল-কাজে বাদি নানা ছলে
প্রাণ বড় কাঁদে যে না লো ছেড়ে॥
কেহ কেহ আছি ওকে ক'রে রাখি
পেয়ে বিদ্যা রাজী না দিব ছেড়ে।
রাজকী-বচন নাহি পতি দূর
পুত্র মোর পুত্র কে দিবে ছেড়ে॥
কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী
ভুলাইতে পারি এ গুণ আছে।
বিধবা যেজনা বিষম ব্যাকুলা
চক্ষে দিয়া ধূলা লবে লো পাছে॥
কেহ বলে চল ঈষদ্ধস্যে কি ফল
জনমে বিফল হৈয়াছি মোরা।
কামানলে চর করিয়াছে সকল
বড় অপচয় হবে লো ত্বরা॥
তুমি মনোহর কুলবধূ রত
আড়নিলা পথ না পারি যেতে।
পরস্পর বলে চরণ না চলে
আইলাম কলে আপনা যেতে॥
কত কুলবালা চকোরীর পারা
নিরখিছে তারা যে সুন্দরী।
কে তবে কমলে তাহারে কহিলে
অঙ্কুর কমলে রহিল বসি॥
শ্রীরসময়ে ভণে পীড়া দিয়া বলে
নিজ নিকেতনে সকলে চলো॥

নাভি-সরোবর পীন পয়োধর
বদন বিমল শশী।
দশন মুকুতা মুকুতাযুক্তা
অমিয়া-স্রুত তুণ্ড তায়।
সুনীল নয়ন খঞ্জন চঞ্চল
বেগেতে ডুবিত নাগ।
কি ভুরুভঙ্গিমা জিনি সুভঙ্গিমা
যোগিজন-মন হরে।
নিন্দি তপনীয় কান্তি কমনীয়
চপলা চমকে ডরে।
চারু কুচোপরি গর্ব্ব পরিহরি
করি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু অতিশয় গুরু
নিতম্ব তুলনা কই।
মুরারী নবোঢ়া কত দেখে প্রৌঢ়া
স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর রূপ মনোহর
বিশ্রাম বকুল-তলে।
আগত অনঙ্গ থর কাঁপে অঙ্গ
কক্ষচ্যুত হেমঘট।
রূপ-পানে চেয়ে ধৈর্য্যবাধা খেয়ে
ফিরে ঘরে ছটফট।
কেহ কহে রাম কেহ কহে কাম
হেন আর এক সখী।
রাম কাম নয় এই মহাশয়
অমরাবতীর পতি।
কেহ কহে নই না গো আমি কই
পুরুষের কালা কানু।
হবে নাহি বাধা বিদ্যাবতী রাধা
এবে ধরেছে গোরা তনু।

মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়।

মালাকারদারা হীরা পুষ্প দিয়া ঘুরে ফিরা
দেখে পথে শুনে লোকমুখে।
অতঃপরে রূপরাশি নিরখে নিকটে আসি
অথবা মকরকেতু বিদ্যাবতী-লাভ হেতু
আগমন কাজ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর হাঁটাইল শঙ্কর
ভবানীপুর যাবী সর্ব্বদেশ।
কিবা রূপ কি লাবণ্য জনক তোমার ধন্য
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র।
যে তব প্রণয়িনী ভাগ্যবতী ভবে বলি
সে ধনী সমান নাহি কুত্র।
হাসি কহে গুণধাম সুন্দর আমার নাম
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন।
কিছু বিদ্যা শিখেছি বিদ্যা অন্বেষণে যাই
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন।
অধিক কহিব কি বিদ্যা বিদ্যা বাঞ্ছি
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
দেখি বিদ্যা বিদ্যা লাগি হইয়াছি দেশত্যাগী
যদি বিদ্যা পুরায় কামনা।
বুঝিয়া বাক্যের ছল হীরাবতী খল খল
হাসে ভাবে বটে যে বুঝেছি।
বিদ্যার ভকতি আছে বিদ্যালাভ হবে পাছে
আমি পরিচয় যে দিতেছি।
হীরাবতী নাম ধরি বাসে বসি একেশ্বরী
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উভয় উপায় মূল রাজকন্যা সহ ফুল
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই।
পরম রূপসী যদ্য শুভা আমা গুণধামা
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার স্বয়ম্বর ব্যক্ত হৈল সর্ব্বদেশ
বিষম প্রতিজ্ঞা পণ।
বাকি কোথা আছে কেটা বড় বড় রাজার বেটা
এসে হারাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় সুখ শেষে হয় খর্ব্ব চূর
কিন্তু ভুগিতে নাহি সুখ।
সে ধনী পাইবে যেই বড় ভাগ্যবন্ত সেই
তুলনা তাহার কার সনে।
সমুদ্রমন্থনে বিধি উপজিল যত নিধি
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।
যার তব গুণযুত তব নাহে ভাল
বাড়িছে বড়ই ভয় বাসি।

মালিনী কহিছে শুন নহে বাপু ওই পুর
ঐ সে মোর দেশের ঠাকুর ।
মালী-মহিলার সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
সেনাভবে পথ করে আগে ॥
কালীপাদপদ্মলাভে শ্রীকবিরঞ্জনে বলে
বালা যো মিলিবা বেশ ভালো ॥

বিদ্যার রূপবর্ণন ।

সুন্দর কহেন মাসী মোর দিব্য লাগে ।
বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে ॥
আগো মেনে এ কি ঠাট ঠাট করে হীরা ।
বাপাই বাছনি বাছা কেন দেহ কিরা ॥
সে রূপের সীমা করে এত শক্তি কার ।
সে পারে কহিতে কিছু শতমুখ যার ॥
পৃথিবীতে বড় আর দেখা কোথা বই ।
না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই ॥
চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি ।
কলিযুগে পরাভব পাইল ফণিনী ॥
ভুলিল কুরঙ্গ-শিশু মুখেন্দুসুধায় ।
দুই পাশ ভয় যায় মেঘ দেখা যায় ॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে ।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ণযোগ করে ॥
অলিপু-অঙ্কিত ভাষা নানা বিলক্ষণ ।
বিম্বাধর গর্ব্বে মুক্তা নহে তুল ॥
পুষ্পধনু-ধনু যথা কি ভুরুভঙ্গিমা ।
বাহুমূল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥
যৌবনজলধিজলে মগ্ন মত্ত গজ ।
উঠে দুই কুম্ভস্থল সে নহে উরজ ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পায় ।
উঠে ক্রমে রাজিল রাধনকুলহার ॥
কিবা লোমরাজিচ্ছলে বিধি বিচক্ষণ ।
যৌবন-কৈশোরে বন্ধ করিল বন্ধন ॥
কেহ বলে মধ্য নাহি কি বস্তু ।
কেহ বলে কেবলই থাকিতে অবস্তু ॥
[illegible]
গজ বল গমনে যদ্যপি বাঁকা চায় ।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায় ॥
কোন্ বা বড়াই তার পঙ্কজকুলে ।
কত কোটি মন্মথ সে নয়নকোণে ॥
পোড়াইলা কাম নাম বটে মহেশ্বর ।
তাঁহার অনঙ্গ বাণ হতে মুক্তিপথ ॥
গুণবান্ বটে বাপু গুণ কত ধরে ।
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে ॥
হৃদয়ে সংহার গুণরাশি করে হাসি ।
গুণ না থাকিলে হাসি এত দূরে আসি ॥
কালীপাদপদ্মে যদ্যপি মন রহে ।
অবলা বিচারে জিনে বড় কর্ম্ম নহে ॥
ফিরে বলে ঈশ্বরে গুণ পুরুষের ন ।
তথাপি তোমার কাছে বুঝিলাম মন ॥
অমৃতময় উপনীত মালিনী-নিলয় ।
ভোজন করে কবি মুক্তাদল ॥
বিনোদশয্যায় সুখে করিল শয়ন ।
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালীপদতলে ।
নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে ॥

মালঞ্চবৃত্তান্ত ।

অরুণে উদয় রবি নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি ।
শিরসি-কমলে দশ শতদলে
চিন্তয়ে শ্রীনাথছবি ॥
তদন্তরে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণহেতু মনস্কাম ।
প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধুতি পরি
সমাপন ভজনায় ॥
নিকটে মালঞ্চ তার দেখি মনে বড় সুখ
সেখানে পবনে কুসুম-সৌরভে
বিকশিত হয় পুষ্প ॥
কাঞ্চন মঞ্জরী বক অপরাজিতা চম্পক ।
মালতী মল্লিকা যূথী শেফালিকা
কেতকী বর্ণে কনক ॥
দুটি পঙ্কজের ফুল নাগকেশর বকুল ।

গতি গজ জিনি মন্দ সুন্দর পরমানন্দ ।
কোকিল-কূজিত ভ্রমর-গুঞ্জিত
কুলে দিয়ে মকরন্দ ।
ভ্রমিতে কাননধাম সম্মুখে পুরুষরাজ ।
পুটাঞ্জলি পাণি মুখে মৃদু বাণী
করে তব এই কাজ ।
সাধারণ পুরুষ নহ স্বরূপে আমারে কহ ।
পূর্ণ-ব্রহ্ম হরি নররূপ ধরি
কি হেতু তুমি ভ্রমহ ।
কত পুণ্যপুঞ্জ মম এত কেবা মম সম ।
শুন মহাশয় হও দয়াময়
অতিথি শ্রীনরোত্তম ।
গুণরাশি কহে হাসি এ কথা না ভালবাসি ।
কেন শুন কই সাপরাধী হই
তুমি গো বর্দ্ধিত মাসী ।
হীরাবতী মনে জানে সুধার সাগরে ভাসে ।
শ্রীপ্রসাদ বলে অতি কুতূহলে
চলিল মালিনীবাসে ।

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন ।

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনীনিলয় ।
পরম কৌতুকে রামা তুলে পুষ্পচয় ।
তোলে বক চম্পক কস্তুরী শেফালিকা ।
জাতি যূথি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা ।
পরমল কুন্দপুষ্প সূর্য্যমুখি ফুল ।
কৃষ্ণ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল ।
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া ।
অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধা কেয়া ।
সেঁউতি গোলাপ নাগকেশর অগস্ত ।
কিংশুক বান্ধুলী ঝিণ্টী তোলে মুচুকুন্দ ।
তুলিল কুসুম যত-যত কব নাম ।
পাঁচ সাত সাজি পূরি চলে নিজ ধাম ।
বার দিয়া বসিল বিনোদবর-পাশে ।
বাসনা বসিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে ।
ভাবে কবি এ মাসী বয়সে দেখি গোড়া ।
কাঁচাকুঁড়া চড়িলে টেঁকয় থাকে কার ।
বিশেষতঃ নীচজাতি নীচ ব্যবহার ।
তবে অতি হীরাবতী প্রতি করে হাসি ।
মোটাকত টাকা দিয়া হাটে যাও মাসি ।
প্রবঞ্চিত হিয়া পুনঃ ইচ্ছা আছে ।
এত বলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে ।
আমি আজি গাঁথি মালা যোগাব বদনে ।
দেখ দেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে ।
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বাঁধে টাকা ।
হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ছুটে পাকা ।
শ্রী কবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার ।
বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার ।

সুন্দরের মাল্যগ্রন্থন ।

কিবা শুভ কি অদ্ভুত গাঁথে পুষ্পহার ।
কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার ।
তব, বক সুচম্পক কুন্দ শেফালিকা ।
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিকা ।
গাঁথে বীর করবীর অশোক কিংশুক ।
বাড়ি লয় পুষ্পচয় পরম কৌতুক ।
পদ্ম মধ্যে গাঁথে বকে কুলপদ্ম ভাগে ।
মাঝে মাঝে গন্ধরাজে আলো করে আগে ।
সমভাগ গাঁথে নাগ-কেশর বান্ধুলী ।
সর্ব্বশেষ গাঁথে বেশ কুসুম কেতকী ।
তুলা নাই কোন ঠাঁই এ কি অনন্তর ।
দুটি ধার কৈলে পার গন্ধ অতি মনোহর ।
করে বাম মনস্কাম পূর্ণ কর কালী ।
নৃপবালা পাবে মালা এ-গাঁথুনী ভালি ।

কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন

যতনে লইয়া কবি কুন্দ সংবলিত ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ ।
গুণসিন্ধু-মহারাজা গুণের মহিমা ।

কহে সব দেখ প্রকাশিল নানারূপে।
ভবাশিত ভবাত নমস্তা নহে ভূপে॥
স্ত্রী পাইবা হ্রাস পুত্র হবে কবে তব।
ভাস্কর ভাস্কর কবে প্রভোর সমর॥
রত্নাকর নাম বটে বহরে সমুদ্র।
নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র॥
অবিকল্প ধার তাতে আপের সে নীর।
কল্পতরু কিঙ্করপতি সিংহাসনশরীর॥
কর্ণে শুনি বর্ণ মহারাজা লোকে কহে।
চক্ষে দেখি বুঝিলাম রূপযোগ্য নহে॥
বিদ্যাবিত্ত বার্ত্তা কি কহিব বাপ কহ।
কন্যারূপে সদা মন ভিনি সর্ব্বসহ॥
সেই মহাধন লয়ে কাঞ্চীপুর যায়।
শরীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম॥
শ্রবণমাত্র পঞ্চপ্রাণ গেল সে কোথায়।
প্রবল ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে শুনিল মম সুখ।
চক্ষু কহে দর্শন করিয়া বিধুমুখ॥
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা।
রসনা বড়ই বিধু-বদনের সুধা॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে কমলসুবাস।
আঘ্রাণমাত্র বাসনার দুঃখপরিত্রাণ॥
ত্বকের সকলে সাক্ষী করে করে যায়।
কহ দেখি কব আলিঙ্গনে ইচ্ছা হয়॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাতে হও হই অগ্রগামী॥
কেহ বলে তা সেই কামিনী শুন।
বড়িশ বিকটে তব মীন রাতিতে পুন॥
নপুংসক মন তুমু হবে করে ক্রীড়া।
পঞ্চবিধি বাসনাবাণ ভাব চিত্তে ক্রীড়া॥
কি রূপে বসিলা হায় চক্রপাণী ঘরা।
অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা॥
মালিনী জিজ্ঞাসে তাসে সাজাইয়া ডালা।
প্রণাম করিছে বালা বাপ কোথা আছ॥

মালিনীর হাটপরিচয়।

প্রথমেতে বণিকের হাতে দিনু টাকা।
টাকাফিরা হাতে দিতে মুখ করে বাঁকা॥
ছটা ছিল পয়সাল দুটা ছিল মেকী।
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই লিপি॥
বাটাবাটে পাইলাম আড়কাটি নয়।
কিনিতে বণিকদ্রব্য যোগে কেন হয়॥
হয়ে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লেখা দিয়েছি তোমাকে॥
অতিসূক্ষ্ম দ্রব্য বড় কব আর কি।
দু টাকার লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র হবে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে যদি উপযুক্ত দেখ॥
উপহারদ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
চাঁড়কলা লইলাম কেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হবে পাহে সিকা হয় সাত।
দুধ হার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাই খাই লেখা দিব পেয়ে।
ঠিক সবে এক হবে নাহি এসে॥
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না হয় যদি দশবার ছুঁই॥
টাকাসিকা কোন্ হয় কত কাল খায়।
বিষাদবাহিনী হ'য়ে মহকেতে যায়॥
পূর্ব্বজন্মপাপে এত পরিতাপ পাই।
দুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই॥
বিধি অপবিধি ঠিকাইল তোমা কেন।
তোমার হবে মোর না বলিলু কেন॥
এই যে তোমার মাসী বোবে মরে ছুঁড়ী।
কে পারে ভুলাতে তার বাজে মাথা খুঁড়ী॥
পুরুষের কাণ কাটে হবে খাঁকি হীরা।
হাঁকি দিয়া চাকি ভুলে দাম করে ফিরা॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরী করিয়া মাসী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে ধনি পাইয়াছ বড় দুখ।
স্নানে যাও বাপা খাও শুকাইছে মুখ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি।
না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে সব সাথি।

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন।

মনে বড় ভয় না জানি কি হয়
গগনে উঠেছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা আছে কোপযুতা
করিবে করিল হেলা।
যা করেন শিবা আর চারা কিবা
না দেখি এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই ত্বরা করি সেই
চলিল বিদ্যার ঠাঁই।
দাঁড়াইল আগে সখী কহে রাগে
ছেলে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান করি সমাধান
কি ভাগ্যে যে দেখা দিলা।
ভুলিলা সে কাল এবে ঠাকুরাল
সহরে উপজে গা।
কাপে কোলে পেঁটে পথে যাও হেঁটে
ঠাওরে না পড়ে পা।
কোপে বৃথা কই নিজে জান নই
এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার জানি প্রতীকার
যেমন তোমার কায।
ভূমে মাথা রাখি ছলছল আঁখি
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।
কই নবগ্রহ বচননিগ্রহ
বিগ্রহ আমার সহে।
ছিল উপরোধ ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ
এত কি উচিত হয়।
বটি নিজ দাসী ছিঁড়ে এই বাসি
ক্ষমহ বাছা কি কব।
এতেক বলিয়া চলিল কাঁদিয়া
হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদ বলে
রাখি মা নিজ কিঙ্করে।

দেখিয়া পুষ্পের হার পুলক হয়ে দেখা তার
ধ্যানজায় দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা পাছি পড়ে বিচক্ষণা
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে।
মনেতে জানিল এই পুষ্পরচন সেই
রমণ পাইব কিরূপে।
চিত্তের বেদনা প্রায় বুক ফেটে উঠি যায়
সখী প্রতি কহে চুপে চুপে।
হেতে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই
কিবা জানি পায় যদি জ্বর।
যদি কথা কহে তার এতে নাহি কিছু ভার
জানি যে সকল সমাচার।
কাছে যেয়ে বলা ঠাঁই বুঝি বা দেখন নাই
বিদ্যাধর বদনী গুণে।
বিরচিত্ত দেখি মালা প্রেমসে হইলা জ্বালা
বিধু মিলাইলা ঘরানে।
সখী কহ ধৈর্য হও আজিকার দিন সহ
প্রভাতে পাইবে দেখা হীরা।
একই কেন উত্তর মিলিবে সকল ধর
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া ফিরা।
বিদ্যা কহে বল বটে এখনি প্রমাদ ঘটে
আজি যে বাঁচিলে দৈবে কাজে।
কেহ কহীপত্র প্রাণ কাটি কহ পরিত্রা
সব দেখে হয় দাও পানি।
বুঝি তাহা পুন জানা কহে মাথা হও পার
বাধা নহ মাথা কিবা আছে।
কালীঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা
নিবেদন করি তাঁর কাছে।
এত দর্শাইয়া নানা জনে জনে কহে যান
কহিল্যতে সাস্থাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করুণানিধি উথলে
রাখিবে বন্ধন কোথা থাকে।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়।

কুহরে কোকিলকুল   ফুটে রবে নানা ফুল
গাঁথি দিবে মনোহর মালা।
নৃপকন্যা-মন্দিরে   কড়ুপতি চলে তথা
বলে শত নৃপতির বালা।
রাখি হাত পরিহার   কহে করে ধরি তার
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কথা শুনি কর কোপ   বুড়ী মত বুদ্ধিলোপ
মনস্তাপ সকল গেল দূর।
আক্ষেপেতে এই বারা   কোপে বই জ্ঞানহারা
লোকে সে তার মতি থাকে।
অশুকে জ্ঞান দিয়া   অশোকিত মালা গাঁথা
জান না গো তুমি কি আমাকে।
মাংস খাবার কিবা   ওগো হীরা চাও কিবা
দুধ দিয়া হবে দুই গোধে।
যে কহি সে কথা মান   পুরুষরতন আন
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে।
হীরা কহে কহি ভুল   জাল পাইলাম ফল
বাকি বল আর কিবা আছে।
কি লোকে কিবা লোকে   হাসে লোকে কহে লোকে
বিদ্যা বিনোদিনী জাকে আছে।
তুমি মাতা রাজকন্যা   বটে বটে এক কন্যা
মনে কহিয়াছ কিবা কাজ।
বয়সই গুন কই   যুবা নই বুড়া নই
একা নই আই মা কি লাজ।
এত কাল আছি বিয়া   কেন বিদ্যা অপ্রতিভা
কহ কি শুনিলা কার ঠাঁই।
কথা কব ঠাকুরাণী   অপরো তোমার জানি
নির্লজ্জ আমার দুখ নাই।
পুনঃ কথা কহে ধীর   ছাড় হীরা পরিহাস
তোমার চিকন আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে   বিদ্যা নহে কেহ কহে
বিদ্যার হয়েছে ছটফটি।

মালিনী ও বিদ্যার কথোপকথন।

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী।
কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী।
কাঞ্চীনাথে দেখ হাম গুণাধর কান্ত।
সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মরুচকান্ত।
বয়সে কিশোর বাগ্মী বিদ্যায় বিপুল।
পঞ্চশর পদ্মযোনি প্রায় সমতুল।
তুমি যার মন সেও করে দিবানিশি।
তুমার বাসনা কর বাঁচে কি রূপসী।
অপরূপ কথা এই যে শুনেছ কবে।
কুটিল মালক শুক যার অনুভবে।
বিদ্যা-বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ।
মানকলে আমাকে দেখাও যুবরাজ।
এ দুঃখসাগরে তারা তুমি এক তরী।
কেহ কাছে কহি তুমি ছুটি পাবে বড়ি।
ইহা বলি দিঙ্কিয়া দিলেন পলাকার।
হীরা কহে ঘটকের শাস্তে পুরস্কার।
কথা বাবা বসে তারা প্রকাশেন তাবে।
আমি কি অধম এত দৈবুন আমারে।
কল্পে কহে বিকাইয়াছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

সুন্দর-নিকটে বিদ্যার বার্তাকথন।

হার বিদ্যা নৃপসুতা   হীরাবতী হাস্যমুখা
ছইফাঁদি মীনগতি চলে।
কথা কহি ভুখঙ্গি   আসি হাসি কহে বসি
শুন কথা যত বতাবলে।
হীরা কহে শুন শুন   যে কহেছি নিবেদন
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই।
করে করে বহু বহু   কোনরূপে দিলে বন্ধু
বন্ধুবরে বহু করে সেই।
সে ধনী রতন বটে   বঙ্গদেশ সুন্দর বটে
তার ইচ্ছা তুমি হও কাছে।
চিন্তে বিবেচনা কর   তাহা কি ইহার পর
শিব-শিবা সহ নিরাজে।

কে অপেকে জান কহে হরে মোর প্রাণ
পরিত্রাণ কর মোরে সই।
র বিচ্ছিত নয় না জানি কি পরে হয়
ফিরাও ফিরাও হীরা কই।
াবে কহিল মন চিত্তে বড় নিরানন্দ
প্রভাতে গেলাম তার কাছে।
র কহিল যত এক মুখে কব কত
তাহা কি সকল মনে আছে।
ন লইয়া ছুটা বন্ধে বন্ধে হাত দুটা
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও।
জলে সরোবরে সপুরুষ অপরে
যাও যাও যাবেক দেখাও।
াবতী যত ভাবে সুকবি সুন্দর হাসে
হাতে পায় আকাশের ইন্দু।
নীপালপদতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু।

বিদ্যা-সুন্দরের পরস্পর দর্শন।

সপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে।
মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে।
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে।
বিরহ বিভোর চলে বকুলের তলে।
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন।
দৃষ্টি-শর পরস্পর জর্জর মন।
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা।
শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা।
উথলে বিরহ-সিন্ধু তাহে শান্তিসেতু।
মনোধীন পতিত ধীবর মীনকেতু।
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে।
বিদ্যার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।
সখী কহে কাম-অহি দংশিল হৃদয়ে।
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাদ সময়ে॥
নিকটে বসবদনা চেষ্টা কর সই।
কোথা সেই লোকা ওঝা ধন্বন্তরি সেই॥
সখী কহে সুধাবৃষ্টি সাবধান হও॥
[illegible]

ভূপতিকে জানাও জানাও বন্ধুচয়।
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয়॥
মন-মত্ত-করী হন দুষ্টাচারী বড়।
কামাঙ্কুশ-ক্ষেপে কর কুম্ভে দড় দড়॥
মনমাই করে সই প্রতিজ্ঞা টাবক।
অতঃপরে কেন তনু নহেক বাহক॥
কামাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অনলে।
মনমত্ত বারণ বারণ হবে কিসে।
কাজকর্ম এ কাজ একান্ত মোর বটে।
আর ইচ্ছা নাই সই বাধা কেন বটে॥
সুন্দর অরুণ রূপ ভূপসুত কই।
বড় বড় বিলাইলা কালী কৃপাময়ী॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমান মহাজন এই।
এ ভবে যে করে দুঃখ মহা দুঃখ সেই॥
সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনায়েছে দিন।
মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ॥

সুন্দরদর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি।

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি।
অদ্ভুত কি কব কহ শুনে আলি।
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখকমলজ।
কি রূপ কিরূপ করি দৈবল কমলজ।
তনু তনু চিন্তায় কেমনে জালা সই।
জীবন জীবনমধ্যে ত্যজি যেনে সই।
মন মনস্থির মোর যুবেছি একান্ত।
কালী কালী বিনা মনে না বিনা একান্ত।
বারণ বারণবন কদাচ না মানে।
কণা কণাশিরা ছোটে কি করিবে মানে।
সর্ব সর্বকাল পূজি পীড়া এই বাবা।
নিজা নিজাবধি বিনা জুনহনে বাবা।
তারা তারাপতি যদি বিলাইলা করে।
কেন কেন দিয়া বিধি বঞ্চনা না করে।
হর হরবধু দুঃখ তনয় প্রমাদে।
বিজ্ঞা বিজ্ঞা করিবরে কনক প্রমাদে।

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ।

কি রূপসী অঙ্গে রবি ছুটে যবি পড়ে।
প্রাণ দহে কত সহে নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্য ক্ষীণ কুচ পীন গগণীন শশী।
আড়ম্বর চাঁদোয়ার বিম্বাধর হাসি॥
নাসাফুল তিলফুল চিত্রাফুল টিপ।
বাঁকাপাশী সুধাপুষ্টি জোন্দুর্দিবি॥
রত্নাবলী শিশু অলি কুণ্ডলিকাবে।
কুচ অঙ্গ কামধনু চেমতনু সাজে॥
নীলশাটি শুকপুরী তনুপরি তম।
মধুকর মনোহর মনোরম কর॥
রূপগুণ মোহমুগ্ধ এ অদ্ভুত দেখি।
কহে রায় অনুপম ভগবান এ কি॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

বিদ্যা রূপবতী সতী কৃতাঞ্জলি শুভমতি
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি নিত্যা পরাৎপরা জন্মহরা মৃত্যুহরা
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব॥
তুমি জল তুমি স্থল সর্ব্বাধার কলাকল
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু তুমি রবি তুমি ইন্দু
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-চরাচরী॥
তুমি শান্তি পুষ্টি শুদ্ধা তুমি লক্ষ্মী তুমি মেধা
মহামায়া কৃপারূপিণী।
স্বরূপা সর্ব্বভূতে বিহরসি দৈত্যঘাতে
কুরঙ্গিণী চণ্ডিকেশ্বরী॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ রূপিণী নিরঞ্জন
ভুবনেশা বাণী-বাদিনী।
অপর্ণা অভয়া উমা ভবানী বৈষ্ণবী ভীমা
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কেহ নাহি তোমা বই
শঙ্করী কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দর তনু জিনিয়া কুসুমধনু
সেই পতি দেহ মা আমাকে॥
একান্ত ভাবিয়া বিদ্যা তুমি মহাবিদ্যা আদ্যা

পুলকিতা পদ্মিনী হাসি কহে মধুবাণী
কর সখি উচিত যে কাজ।
ভাগ্যের নাহিক লেখা নিশিযোগে হবে দেখা
জেনিবে সুন্দর যুবরাজ॥
বিদ্যার মনের কথা বুঝি সখীচয় তথা
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপদপঙ্কজে শ্রীকবিরঞ্জন ভণে
দূর কর মিত্র দুখ-ক্লেশ॥

বিদ্যার বাসরসজ্জা।

সুন্দরীর সহচরী তাল জানে চর্য্যা।
রত্নমন্দিরে করে মনোহর শয্যা॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুই পাশে।
রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে॥
বড় এক বিরল শিয়রে সখী রাখে।
এই বটে দেখ এসে কেশে কেশে ঢাকে॥
ঝোল ভাজি টাকাইল চিকণ মশারি।
ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি॥
ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।
মতিচুর নিখুতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ আর এলাইচদানা।
কূল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া।
অভ্যন্তরে যুবজনা সুখে করে ক্রীড়া॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চুন কর্পূরের সঙ্গ।
এলাইচ জায়ফল খয়ের লবঙ্গ॥
তামাকু ধূমপান হুকা কলকী।
সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী॥
মল্লিকা-মালতী-মালা স্তবকে সাজে।
চুয়া-চন্দন-অগুরু মহে মধুমাঝে॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ী।
আমি ভূত্য রামপ্রসাদ দাসীপুত্র হই॥

কবির ভগবতীস্তব।

এবা কবিবর সুন্দর সুন্দর
ত্রিভুবন কারণ।

কহ উপদেশ কিরূপে প্রবেশ
হব বিদ্যাবতী-বাসে ।
সুরঙ্গ প্রহরী শিবা-বিভাবরী
জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে ॥
নমো ভগবতি কিবা জানি স্তুতি
প্রধানা প্রকৃতি কালী ।
শ্মশানবাসিনী দনুজনাশিনী
মুণ্ডমালী মা করালী ॥
ত্রৈলোক্যবন্দিনী ভুবননন্দিনী
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা ।
সকল-সিদ্ধিদা গিরিশ-প্রমদা
তুমি হরি হর ধাতা ।
স্তব করে কবি পরিতুষ্টা দেবী
পুনরপি আজ্ঞা হয় ।
ভয় নাহি বৎস ইহা কোন্ তুচ্ছ
সুখে কর পরিচয় ॥
অপরূপ কথা অকস্মাৎ তথা
হইল সুড়ঙ্গপথ ।
প্রসাদের বাণী ভক্তের ভবানী
পূরাইল মনোরথ ॥

কবির সুড়ঙ্গপথে গমনোদ্যোগ ।

বিজ্ঞবর যথাবর বিবরবিশিষ্ট ।
হ্রীরূপিণী হ্রীবাদিনী হৃদয়েতে হই ।
নিকুঞ্জে নাগর নানা বেশ করে রঙ্গে ।
চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে ।
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল ।
মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-বিশাল ।
যোজন মুকুরে মুখ নিরখিয়া ।
উথলে অমিয়া-সিন্ধু উল্লাসিত হিয়া ।
যামিনী-যামার্দ্ধে যাত্রা তারা হেতু কবি ।
আলো করে আকাশে আপন অঙ্গছবি ।
ভাগ্য ভাল ভাবিছে ভাবিতে ভয় ভাগে ।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে ।
বড় দায়া বলে তারা প্রকাশেন তারে ।
আমি কি অবধ এত দৈন্য আমারে ।
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব ।
কহিবার কথা নহে বিশেষে কি কব ।

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন

বড় সে যামিনী মধু কুহরে কোকিল বধূ
পূর্ণবিধু উদিত গগনে ।
মত্ত মধুকরকুল ফুলে পিয়ে মকরন্দ
মুখরিত কুসুমকাননে ।
গগনেতে মেঘ দেখি নাচে কলাপ শিখী
মন্দ মন্দ মলয়-সমীর ।
সুচারু কুসুম বাণ খরশরে হরে প্রাণ
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির ।
বসন্তই কহে সই কই সে নাগর কই
তাহা বই মনে নাহি তায় ।
নাহি সুখ একটুক মহাদুঃখে ফাটে বুক
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায় ।
এই যুক্তি করে যদি নায়ক পূর্ণিমা-শশী
হেনকালে উপস্থিত কবি ।
রূপ তুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি ।
সব সখী-সংবলিতা চন্দ্রমুখী চমকিতা
নিরখই চঞ্চল নয়নে ।
কিঙ্করী যোগায় বারি পদযুগ ধৌত করি
বসিলা রতন-সিংহাসনে ।
নরবর মহাকুল পূর্ব্বাপর গুণমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি বই ।
দানশীল মহাবল দিই যার অনন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ।
সেই বংশসম্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিল কত কত মহাশয় ।
অনুচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ।
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া ।
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার ।

কামদেব-দ্যুতি-তুল্য কুমার সুন্দর ।

আবরিয়া গোময়া অমুদে জল করে ।
ধূলায় ধূসর হয়ে ধড়ফড় করে ॥
চমকিয়া চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল ।
লজ্জিতা শশিমুখী সভয়ে বসিল ॥
অনেক যতনে চাহে মৌনভাবে থাকে ।
হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে ॥
চাতুরা সখী প্রতি কহে কমলিনী ।
অলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি ॥
তার বুঝি অপরাধ মন্দ মন্দ হাসে ।
বাঁধিয়া সদৃশ শ্লোক অন্তরেতে ভাসে ॥

শ্লোকঃ ।

গোময়ামধ্যে কুণপোদরে হে,
সহস্রলোচনবর্দ্ধিতধারাম্ ।
নাদেন গোশৃঙ্গশিখরেষু মত্তঃ,
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে গোময়া-মধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি ।
সহস্রলোচন-বিন্দু-নাদ শুনি ।
গোশৃঙ্গ-শিখরে মত্ত ময়ূর উৎসব ।
গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব ।
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায় ।
পুনরপি হাসি কহে সুবিদ্ধ রায় ।

শ্লোকঃ ।

বক্ষোনিজকমলজসম্ভবানাং,
কন্যা নিনাদঃ শিবিপয়োধরেষু ।
তযোঃ শিবিবপ্রতিবিম্বধারী,
কথং কান্তে পবনাশনাশঃ ॥

অস্যার্থঃ ।

বক্ষোনিজকমলজ তাহাতে উৎপত্তি ।
তার নাদে উভয় শিবিধরে স্থিতি ।
তিমিরারিবিম্ব-প্রতিবিম্বধারী যেই ।
পবনাশনের ভক্ষ বধ তাকে সেই ॥
চমৎকার কথা শুনি বটে অপরূপ ।
পুনরপি হে সখি কহত শুনি নাথ ॥
কৃতাঞ্জলি সহচরী কহে সবিনয়

অস্যার্থঃ ।

বহু হেতু অপূর্ণ মানব জন্মিত ।
কপালে যে জাতি লেখে অদ্ভুত ।
করজোড় ভক্তিভাবে কিছু বলি যায় ।
চিন্তা কর দ্বিতীয় পক্ষের শোধ নাই ।
এক রত্ন তিন বিন্দু এক তিন দাড়ি ।
কহ কহ ত্বরান্বিত এবা কোন্ ভাব ।
আড় অক্ষে যেটা সেটা ভাবনা সবাই ।
আড় অক্ষে পাঠে বুঝা অপরূপ পাই ।
চারি অক্ষে সুবিখ্যাত বর্ণচারি পায় ।
আরম্ভেতে চারি বর্ণ পঞ্চ সুপ্রচার ।
কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বুঝা ভার ।
বুঝে কিছু যে কালী-অক্ষর জুড়ে যায় ।
হেসে বলে চন্দ্রিমাক্ষী জানিলাম আমি ।
অপূর্ব্ব তোমার বুদ্ধি সত্য বাণী ।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী ।
আমি তুমি রামদাস দাসীপুত্র হই ।

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ ।

মাস মধু তাকে মধুকরবধূচয় ।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয় ।
সুশীতল সমীর বসন্ত মন্দ বহে ।
সব হানে থরথর তনু কত সহে ।
পরাভব মানি সুখী পীতসিংহ-বালা ।
ধরাধরা কাঞ্চকণ্ঠে সমর্পিল মালা ।
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার ।
ধরকর্তা ও কাকর্তা চিত্ত দৌবারিকার ।
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন ।
বিবাহলগ্নহেতু বুঝি পড়াল বচন ।
উলু দিছে ঘন ঘন পিকবীণাধ্বনী ।
মধুমদকোরী সুখে নাচিছে নাচনী ।
বরযাত্র মলয়পবন বিদুর ।
মধুকরনিকর লইল বাজকর ।
কাঞ্চাকুড়ে আলপনা বিচারিল কবি ।

এ কথা না ভুলি আর মরমে রহিল।
এখন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাব।
ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস॥
লঙ্ঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ।
সুধাংশুবদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু!
গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া।
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে ভাহা আমি যদি মরি আজি।
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে।
অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ।
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম-আলিঙ্গন করে।
বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।
মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥
রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়।
প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কালী হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য-কথোপকথন।

শুনিয়া নিশির কথা মনে মনে হাস্তযুতা
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি যেন মুকুতার পাঁতি
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতাপাশে রামা হাসে লাজ বাসে
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি বক্ষ ... রি মালিনীর হাতে ধরি

হীরা বলে রও রও কেন গো উতলা হও
আজি এত কেন ঠাকুরালী।
হেদে বাছা ছাড় লাজ সারাসোরা হলো কাজ
দেহ পুরস্কার ঘটকালী॥
কুশল সংবাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর সে দিন কেমন মোর
সে ডাকিবে কোথা আইবুড়ী॥
কাছে আসি হাসি আলি শিরে তৈল দিল ঢালি
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ॥
বিদ্যা বলে নহ বুড়ী মাশাস্ রসের গুঁড়ী
মর্ মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস্ পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস্
পায় পড়ি ক্ষমা কর মোরে।
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই ভুলিয়াছি মনে নাই
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল মিছা করি গন্নগাল
সকলি শুনিব কালি আসি॥
বিদ্যা দিল চালু কড়ি কলাই কুমুড়া-বড়ী
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর শাশুড়ে বঁসে কহে হেথা শুন এসে
যে কথা হইলা তার সঙ্গে।
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয়-চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

বিদ্যার মানভঞ্জন।

কবি কহে বটে মাসি পরামর্শ পাকা।
হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালী টাকা॥
দেখাইল যে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা।
দণ্ড দুই বসি কহে নানা রসকথা॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী।
যে পদপঙ্কজ ভবসাগরতরণী॥
রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন।
নিদ্রালসে কিছু কাল করিল শয়ন॥
নিশিযোগে নিতম্বিনাবাসে গেল রঙ্গে।

দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর।
ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর॥
কখন পরমহংস,যতি ব্রহ্মচারী।
কখন বা বৈষ্ণব তিলক-কণ্ঠিধারী॥
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে।
পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে॥
একদিন কৈল কবি ঔদাস্ত উদয়।
না গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয়॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা।
জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে।
কান্তমুখ হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিলা কিরা।
না কহে বচন বামা নাহি চায় ফিরা॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন।
মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে।
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে॥
মৌনব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব।
তাড়ঙ্ক দোলায়ে বালা চিন্তা করে শিব॥
অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে।
মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ।
আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ॥
গলিত সাঞ্জনধারা তাহে ম্লান মুখ।
চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক॥
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।
লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে॥
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যাকথাগুলা।
হের হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুলা॥
ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাজ।
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ॥
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন।
আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাবে।
ফুরাইল মানফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
আবেশে অধিক আরো আঁটি ধরে গলা।
আলিগণ বলে মা গো এত জান ছলা॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

———

বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তিচিন্তা।

কত কাল গৌণে বিদ্যা নবকুসুমিতা।
সুলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা॥
পুনর্বিভা করে গুণসিন্ধুর তনয়।
রজোযোগে রূপবতী গর্ভবতী হয়॥
দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ॥
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে।
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই।
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই॥
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কাণ॥
কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত।
চেষ্টা কর কোনরূপে গর্ভ হয় পাত॥
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাত্তিশয়।
রাজপুরে এ কি কাল তনয়া উদয়॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী।
রাত্তে দিনে প'ড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ি॥
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চাঙ্গপায়া।
ছুঁড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হ'ল তন্দ্রসারা॥
কহিলাম কতমত ভূপতিকে বল।
তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল॥
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে।
কেহ কহে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে॥
স্ত্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক।
স্ত্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক॥
লয়েছি,সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী।
কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই।
রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি।
উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি॥
অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে।
পৃথিবীটা প'ড়ে আছে ঠাঁই না মিলিবে॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার।
সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার॥
ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে।
কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে॥

রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায়॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সখীগণ কর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ভবার্ত্তা প্রদান।

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সত্য।
ভাল তো গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী॥
চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান।
বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ॥
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ॥
উষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে।
আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে॥
বিরসবদনে কেন বসিলা নিকটে।
প্রাণ করে উড়্ উড়্ হেরে বুক ফাটে॥
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ভানি চক্ষু নাচে।
বড় ভয় বৃদ্ধকালে শোক পাই পাছে॥
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণি।
কি রোগে জন্মিল আর কারণ না জানি॥
এবে দেখি বিরূপ সে রূপ গেল দূর।
উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
মাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ॥
রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাধ ভেট।
সে বড় বোয়াল মেয়ে বাধায়েছে পেট॥

রাণীর বিদ্যাপ্রতি ভর্ৎসন।

শুনি চমৎকার রাণী উঠে।
পাছে শোনে চুপ চুপ বুক করে দুপ দুপ
কাঁপে কায় কলধাম ছুটে॥
ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা পাছে রহে সখীগুলা
উপনীত নন্দিনী-নিকটে।
যে কহিল রামাচয় এ কথা অন্যথা নয়
গর্ভের লক্ষণ বত বটে॥
পূর্ব্বরূপ ছারখার উদরের বড় ভার
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।
শিথিল কটির বাস ঘন বহে মৃদুশ্বাস
আস্ত-আভা প্রভাতের শশী॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি
প্রণমিল লাজে নত মুখ।
কান্দে কথা কহে শুদ্ধ দেখিলাম মুখপদ্ম
কব কি জন্মিল যত সুখ॥
অনাথিনী থাকি একা ছমাস বৎসরে দেখা
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।
জননী জীয়ন্ত যার এতেক খোয়ার তার
গর্ভে কেন দিয়েছিলে ঠাঁই॥
হেদে এক কথা শোন যদি খাওয়াতিস লোন
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে।
বালাই যাইত তবে এত কথা কেন হবে
অনুযোগ কে করিত তোরে॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি মানব-রাক্ষসী তুমি
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া বিধাতা নষ্টের গোড়া
পূর্ব্বজন্মে ছিল কত পাপ॥
রাণী বলে পাপীয়সী প্রাণ ছাড় নীরে পশি
কিংবা বিদ্যা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়্গ কর ভর এইক্ষণে মর মর
কলঙ্কিনী কোন্ সুখে জিস॥
নির্ম্মল রাজার কুল তুই কলঙ্কের মূল
জন্মিলি আমা গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যজ্য করে যদ্যপি ভাতার ধ'রে
বেরুতিস সেও ছিল ভালো॥
সদা পুটাঞ্জলি পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণীসহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী।

বিদ্যা মর লো কলঙ্কিনী ঝি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি॥
বাপের দুলালী ছিলি তাহে তিলাঞ্জলি দিলি
কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছি ছি।
কার ঘরে নাই মেয়ে চক্ষু খেয়ে দেখ চেয়ে
পাপকর্ণে তোরে উদরে ধরেছি॥

প্রসাদ কহিছে বড় হেন মেয়ে আইবড়
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি । ধুয়া ।

আলো হেদে লো পাপিনি ঝি ।
বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলে কি ॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী ।
বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥
আলো কারে কর প্রতারণা ।
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব ।
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥
আলো উদর ডাগর তোর ।
বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥
আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয় ।
বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥
আলো কুচাগ্রভাগেতে কালী ।
বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়েছি আলি ॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে ।
বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জলে ॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ।
বিদ্যা বলে নিদাঘকালের ধর্ম্ম ॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর ।
বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর ॥
আলো ঘন ঘন উঠে হাই ।
বিদ্যা বলে বলাধান মাত্র নাই ॥
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটী ।
বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরে না আঁটি ॥
তারা মায় ঝিয়ে যত ভাবে ।
আড়ে আসি বসি আত্তি হাসে ॥
রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে ।
কভু গর্ভ ছাপা নাহি রহে ॥

রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাক্‌ছল ।

এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই ।
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই ॥
প্রাণসম বাসি পিতা পড়াইল তোকে ।
গালে দিলি কালি চূণ হাসিবেক লোকে ॥
সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি ।
উল্টা চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস্ গালি ॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও ।
চায়া নাই মা গো তুমি শুরু লোক হও ॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাস ।
আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ ।
খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড় ।
ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড় ॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান ।
যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান ॥
অনাথিনীপ্রায় প'ড়ে থাকি এই ঠাঁই ।
পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই ॥
সবে মাত্র স্নেহভাবে দেখেছেন বাপ ।
গর্ভ গর্ভ ব'লে কেন দেহ মনস্তাপ ॥
দুঃখের উপরে দুঃখ এ বড় উৎপাত ।
কোথা বাজিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত ॥
রাণী বলে মর্ মেনে এ কি আর পাপ ।
তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ ॥
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছা ।
পেটে ছেলে লড়েচড়ে তবু বলে মিছা ॥
ক্রোধে কম্পমান তনু ঘূর্ণিত লোচন ।
সখীগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন ॥
জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে ।
আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে ॥
তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো ।
মাথায় করাত দিব কি কেয়েছ আলো ॥
করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ ।
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন ।
রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন ॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল ।
মনুষ্যসঞ্চার নাহি এ কি ঠাকুরাল ॥
উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া ।
রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া ॥
ভগীরথজন্মকথা শুনিয়াছি কাণে ।
সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না জানে ॥
তবে কে করিল গর্ভ এ ত বড় রঙ্গ ।
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি ।
লোকে বলে কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকি ॥
আকাশে ফেলিতে থেপ এসে গায়ে পড়ে ।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে ॥

অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা।
যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

কোটালকে ধরিতে অনুমতি।

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসংবর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণানিষ্ঠা গত॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা॥
ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ॥
বিমল কমল মুখ ম্লান কেন কবে।
অন্ত কান্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে॥
শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি।
শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাকা।
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ভাকা॥
সমূলে কবল যেন মাতাল মাতঙ্গ।
সুষুপ্তিসময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন।
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥
আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দহে।
কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে॥
আরবার দরবারমধ্যে গিয়া ভূপ।
কাঁপে ওষ্ঠ উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥
ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও।
এহি ওক্ত যেরে পাশ বাঘাই মাঙ্গাও॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে।
কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে॥
দড়বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া।
রজপুত যমদূত গোঁপে দেয় যোড়া॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাব।
কাঁহা কোতোয়ালগিরি নেকাল সেতাব॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে।
সওয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে॥
যুক্তি পড়ি লোঙ্গা শির হইল হাজির।
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
আকটে পাপোস মারে হাড় করে গুঁড়া॥
কোটালমহিলা কান্দে করে হায় হায়।
এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায়॥
নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির।
নজর দৌলত এই বাঘাই হাজির॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোতোয়ালের বিনয়।

মৌনরূপে ভূপ আছে কোতোয়াল খাড়া কাছে
কোপে কহে ঘন বাহু নাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল কহে ওরে কোতোয়াল
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।
যেমন যুগের ধর্ম্ম তেমন উচিত কর্ম্ম
মিছামিছি আমি করি রোষ॥
কারে কব কাব্য কহ যে যাহারে [illegible] দেহ
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরি পশিয়া আমার পুরী
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তীর॥
মনেতে আগুন জ্বলে পুনঃ পুনঃ কটু বলে
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষম বিষয়ে মত্ত না লও দিস্তার তত্ত্ব
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে॥
সুরাপানে রাগরঙ্গে থাক বারবধূসঙ্গে
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি।
বিশ্বাসঘাতকী বেটা হেন কাজ করে কেটা
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি॥
কোতোয়াল বিদ্যমান থর থর কাঁপে প্রাণ
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সংবরণ কর সকলি করিতে পার
মহারাজ আপনি ভূস্বামী॥
বিষ খেতে দেন মাতা ধন-লোভে বেচে পিতা
আতিবাদ যদি দেয় দারা।
অবিচারে রাজদণ্ড গৃহে দহে বহ্নি চণ্ড

কিন্তু শুন মহাশয় বিচার করিতে হয়
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড় ।
যদ্যপি না ঘাটী থাকে প্রাণ লও মিছা পাকে
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড় ॥
আর শুন গুণধাম লইলা বিদ্যার নাম
তারে রক্ষা করি আমি সদা ।
অন্তরে বিষম ভয় রাত্রে নাহি নিদ্রা হয়
সাক্ষী মাত্র কেবল সারদা ।
সতত সতর্ক থাকি দণ্ডে দশবার ডাকি
সখী কহে প্রবোধ বচন ।
হুসিয়ারে আছি ভাই আমরা কি নিদ্রা যাই
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন ॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি নজরেতে হয় বন্দী
ইহাতে মনুষ্য কোন্ ছার ।
তবে যদি যায় চোরে বিধাতা বিমুখ মোরে
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার ।
রাজা বলে সে যা হোক সাত দিন প্রাণ রোক
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে ।
ধরিয়া আনিলে চোর সম্মান করিব তোর
জায়গীর দিব বহু করে ।
যা হুকুম এই বাত শিরে উঠাইয়া হাত
ঘরে যায় সম্প্রতি সুসার ।
পিছে দিল মহসিল সরিবারে এক তিল
নারে হুঁসিয়ার হুঁসিয়ার ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে ।
ভবসিন্ধু-পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উর গো মানসে ।

কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ কথা ।

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে ।
ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে ।
সৃষ্টিলোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও ।
এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও ।
বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য লয় চোরে ।
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে ।
শুতমাত্র বিলম্ব না করে একটুক ।
নানা উপহারদ্রব্য সংহতি লইল ।
অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল ॥
ভূমে লুঠি প্রণমিল করি যোড়-পাণি ।
পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী ॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয় ।
সকরুণে কোটাল-মহিলা তবু কয় ॥

কোটালিনীর রাণীর সহ কথা ।

এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার ।
কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার ।
কি দ্রব্য হইল চুরি রাজকন্যাবাসে ।
জীয়ন্ত জীবনে মরা কোটাল হুতাশে ॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায় ।
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায় ।
অধোমুখে কহে রাণী কি 'মোরে সুধাও ।
মিলিবে সকল তত্ত্ব সেইখানে যাও ॥
সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি ।
অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি ॥
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথদারা ।
বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা ॥
অবিচারে মহাপ্রাণিহত্যা বড় পাপ ।
কি কারণে ঠাকুরাণী দেহ মনস্তাপ ।
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত ।
ভাল ত না শুনি মা গো বল তুমি যত ।
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন ।
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন ।
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর ।
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার ।
কহিবার কথা এ কি মৃত্যু ইচ্ছা হয় ।
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয় ।
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে ।
বাম্য-করাঙ্গুলী তুলি দিল নাসাপুটে ।
আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে ।
কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে হাসে ॥
ভূপতিকে হেয় জ্ঞান কৈল নিশিনাথ ।
রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোটালের ভূপতির প্রতি নিন্দা।

ভূপতি কেবল অজ্ঞা যে জন লুঠিল মজা
এড়াইল সেই আমি চোর।
কহিতে সরম করে কক্কার ছিনালি ধরে
গরদান লৈতে চাহে মোর॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার সূক্ষ্ম বিবেচনা তার
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব-পূণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড।
নতুবা কি কোনরূপে এ তার অধম ভূপে
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী
কেমনে এমন কথা কয়॥
প্রেমের সম্বন্ধে যারে যা বলিয়া ডাকে তারে
সেই ভাব কারণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা হায় হায় এ কি জ্বালা
রাজা বেটা বড় ত অভব্য।
বিতুষ্টা জননী কালী খেদমত কোতোয়ালী
গালাগালি লতায় ছুতায়।
নাহি গণে আগা পিছা যায় যায় খড়গাছা
প্রথমেতে আমাকে গুঁতায়।
মারিয়া করিল ক্ষীণ দেখি পাঁচ সাত দিন
চোরের নাগাল যদি পাই।
মনেতে সকল আছে দিয়া নৃপতির কাছে
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই॥
হইল সুন্দর শিক্ষা মেগে খায় মুষ্টি-ভিক্ষা
এমন সম্পদে কাজ নাই।
প্রসাদ বলিছে রও এ দায় খালাস হও
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই॥

কোটালিনী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি।

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী।
করপুটে কহে মা গো এ কি ঠাকুরালী॥
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি।
[illegible] সর্ব্ব সর্ব্ববিনাশিনি॥
সদাশিব সদাশিব-সমূহ বিনাশে।
কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে॥
শৈলরাজপুত্রি মা গো বিশ্ববিভূদারা।
কৃপণতা অনুচিত নাম তব তারা॥
তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে।
তোমারে করুণাময়ী কেন লোকে কহে॥
তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি।
ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব-উক্তি॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর।
সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর॥
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
হাস্যযুক্তা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ-হাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে।
হুঁকে উঠে ভূপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের চোর অন্বেষণে যাত্রা।

সাজে কোতোয়াল লে খঞ্জন ঢাল দো [illegible] খিরা লাল
সোবাণ পতঙ্গ চড়ে গজতুঙ্গ সুমাওত অঙ্গ
সেতাব করি।
যোষারত সাত তুঝে দেওয়ে হাত কহে মিঠি বাত
পিছে হোক আও কোহি মত যাও মেরি সের খাও
হো পাঁও পরি॥
দেখো এহি যাও ওঁহি চোর পাঁও মেনে গারি পাং
কহে মুঝে ভূপ সো বাত সরূপ আবি রহ চু
জি এক ঘরি।
চলেন্তিকেন্ত ঠাট হাঁকে কাট কাট ভয়ে পুর বা
খেলাওর যোহি লই ধূলি তৌহি পড়ে সো কাঁ
হাম চোর ধরি॥
হো ফৌজ হাজার জাপাএটে বাজার লোক হোয়ে লা
কুকারে দোহাই কাহে লুট ভাই হজুরমে বা
ক্যাকিয়া হোঁ চুরি।
কহি কহে আঁটি ইসে আও হাঁটি মুড়ায়ে
হারাম কি হাড় আভি ফাড় মারো উ
দোহাই তেরি॥
কহে কবি রাম হোঁ পামর হাম তারা তোরে ন

চোর ধারণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য

চোর হেতু ঘরে ঘরে　　বিষম বেদাতি করে
বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে　　ইটে খাড়া করে তাকে
কোটালিয়া দিনষ্টের গোড়া ॥
স্তব্ধ হয় সব লোক　　দিবারাত্রি ভাবে শোক
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল　　আগে আগে পলাইল
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই ॥
গাদাও সহর তায়　　কত লোক আইসে যায়
সদা দেখা পথিকের সাতে।
ফাটকেতে রাখে বন্দী　　কে বুঝে তাহার ফন্দী
সাবল জাওইয়া দেয় হাতে ॥
মেগে খায় যারা যারা　　তা সবার অন্ন মারা
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড়্যা পড়্যা থাকে মাঠে　　কত বা নদীর ঘাটে
তন্তুসারা মাছি পড়ে মুখে ॥
নিশিতে প্রহর বাজে　　তার পর কেহ কাজে
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে যেন প্রকৃত চোর　　দুঃখের না থাকে ওর
সারা রাত্রি হাড়্যা ঠুক্যা রাখে ॥
যে বেটার ছেঁচা বোঁচা　　বড় বড় লম্বা কোঁচা
হয় কোটালের হরকরা।
বুকে টোকা দিয়া কয়　　ব'সে থাক মহাশয়
একে দিনে যাবে চোর ধরা ॥
হর্ষযুক্ত কোতোয়াল　　মাথায় জড়ায় শাল
পিট ঠুক্যা কহে ভাই রহ।
চোর ল্যানে সকো যব　　আর ভি ইলাম তব
দেওঙ্গা ফেকের এক্কা কহ ॥
হজুরে নালিশ রোজ　　রাজা ভাবে বুঝি খোজ
কোনরূপে পেয়েছে বাধাই।
নতুবা কি এত জোর　　হামেসা হাঙ্গামা সোর
তথা কারু কথা লাগে নাই।
এথা চোর-চূড়ামণি　　দণ্ড-কমণ্ডলু-পাণি
কখন বা ব্রহ্মচারি-বেশ।
অবধৌত কোন দিন　　আসন শার্দ্দূলাজিন
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ।
কোতোয়াল করপুটে　　স্তব করে সন্নিকটে
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীশুদ্ধ হই নষ্ট　　আশীর্ব্বাদ কর কষ্ট
হাসি কহে গুণনিধি　　অচিরে তোমাকে বিধি
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর　　ধরা পড়িবেক চোর
ভয় না হের ধর ফুল।
পুলকিত নিশীশ্বর　　ফুল নিল পাতি কর
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি　　রচিল প্রসাদ কবি
কোটাল চলিল স্থানান্তরে ॥

চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ।

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তঙ্ক করে নানা।
ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা।
বিড়া উঠাইল পাঁচশত হরকরা।
বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা।
কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কত বা দানীর ছলে দান সাধে মাঠে।
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ।
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস ॥
গৌড়-রাজ্যে গৌঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রমরে কত হাটে ঘাটে মাঠে।
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে।
মুক্ত-গুঞ্জ-ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব।
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে থান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট।
এক এক জনার ধুমড়ী দুটী দুটী।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি ॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে।
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবৎ।
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।

বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমনে করিল কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত।
অনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
কেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ্য লাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু॥
যার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাস্তার সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকীর।
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলি গলে কত তুর তুর মালা॥
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম।
কয়েফেতে চুরচুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী।
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥
হেকমতে কতগুলা হইল কাঙ্গালী।
মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলী গলী॥
লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা।
দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হাঁ॥
মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধ'রে॥
নিদ্রা নাহি যায় লোক কোটালের ভয়ে।
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন্ কি করে॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি।
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥
পূর্ব্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ।
মহাভয়যুক্ত লোক সদা রসভঙ্গ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত।

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চদিন।
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া।
রসজ্ঞ বিজ্ঞ বড় বুদ্ধিমান্ বুড়া॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে।
সঙ্গোপনে যাও বিদ্যু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই।
অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী।
শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি॥
চলিল বাঘাই একা মধ্যাহ্নসময়।
উপনীত সেই বিদ্যুব্রাহ্মণী-নিলয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলি রহে।
বৈস বাপু বিদ্যু মৃদু হেসে হেসে কহে॥
কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই।
বোও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল।
সুবচনী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন॥
এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর।
আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো।
বিপাকে পড়িয়া তোর ঘরে বহীন-পো॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার।
এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার॥
তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর।
পূজিব চরণ দুটী যদি পাই চোর॥
বিদ্যু বলে হাসি হাসি এ ত বড় দায়।
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায়॥
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে।
আকাশের চাঁদ যেন পাই নিজ হাতে॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর।
বিদ্যু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর॥
প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল।
ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিদ্যু হাসি।
শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ ক'রে রও।
কিবা লাজ কার কাজ তার নাম লও॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্রগতি।
যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি॥
একান্ত চিহ্নিত বটি শঙ্কা নাহি মাত্র।
তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র॥
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী।
সখীগণ প্রতি কহে বড় আগু ইনি॥

ইহার গুণের কথা কহা নাহি যায়।
পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায়॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি।
এক গালে চুণ দিল আর গালে কালী॥
ঠেসে ধর্‌য়া ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া।
ঘন ঘন মুখ ঘষে মাটীতে ফেলিয়া॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল।
ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির ক'রে দিল॥
হাঁইফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল।
মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর হিতোপদেশ।

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি।
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি॥
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই।
কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই॥
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি।
অতি বুদ্ধে * দড়ি তার ভোগ করি॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট।
দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট॥
যে জাতীয় দুঃখ দিস নৃপতির ঝি।
মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি॥
সেটে ধরে আঁটে কিল মর্ম্মে পাই পীড়া
কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া॥
গালে গুঁতা গণে গণে গোটা বিশ গায়।
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায়॥
অস্থানে গন্তাগুলা শাস্তি দিল বড়ি।
স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই নড়ি॥
বিদ্যুবাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ।
ক্ষমা কর মাসি ব'লে ধরে দুটী হাত॥
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটী।
বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটি॥
কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ি কালী।
আজ্ঞা তব বৃথা হয় এ কি ঠাকুরালী॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে॥
ছয় দিন গেল কালি কালি সপ্ত দিবা।
মরণ নিকট মা গো বাড়া কব কিবা॥
চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাঘাই।
করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়।
বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়॥
ভার্য্যাবাক্যে ভগবান্ ভুলিলা আপনি।
কনককুরঙ্গ-পাছে গেলা রঘুমণি॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া।
ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা।
পাশায় করিলা পণ আপনার দারা॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে।
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা-ঘরে॥
সিন্দূরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা-গৃহ।
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ॥
কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই।
ভাল কথা বলেছিস্ ভাই রে মাঘাই॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে।
রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ শ্যামা কৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ ছিটিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

চোরধরণার্থ বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন।

তখনি পঞ্চাশ মণ আনিল সিন্দূর।
পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পুর॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা।
সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেল গুণধামা॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে কন্দী।
সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ।
সিন্দূরে মাখিয়া রাখে রজনী রাজন॥

মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির।
বন্ধুবর্গ সঙ্গে রঙ্গে যুক্তি করে স্থির॥
বাপী তটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে।
অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে॥
কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী।
প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র গঠন।
সকলি সিন্দূরমাখা উচাটন মন॥
কিবা তুক ক'রে গেল কাল কোতোয়াল।
প্রাণনাথে লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হুতাশে শুকায়।
কি আছে কপালে মোর বলা নাহি যায়॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধমান।
হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম॥
ভার্য্যাকে ভাবিত দেখি ভয় পেয়ে মনে।
যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে॥
কহ গো কমলমুখি কি নিমিত্ত হেন।
পেয়েছ মরম-পীড়া প্রায় বুঝি যেন॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি হেথা॥
কি তুক করিয়া গেল কোটাল চতুর।
সকল গৃহেতে হেদে দেখ না সিন্দূর॥
অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে বাম্য আঁখি।
পড়িবে প্রমাদ প্রভু এই তার সাক্ষী॥
হেসে কহে কবি হরি এ জন্যে ভাবনা।
কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ।
তথাচ কদাচ তার নাহি হবে হাত॥
রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী।
ঊষাকালে উঠে গেল কবি শিরোমণি॥
বসনে সিন্দূরমাখা দেখি কবিবর।
হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা-বাড়ী।
সংগোপনে কাচে যেন দুনা দিব কড়ি॥
এত বলি স্বীয় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর।
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া।
গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া॥
অন্য ঠাঁই যা পাও দ্বিগুণ দিব আমি।
প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান্ তুমি॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়।
হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায়॥

ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের সুড়ঙ্গপথে পলায়ন।

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর।
আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির॥
কোটালের অনুচর আছিল নিকটে।
সিন্দূরের চিহ্নে বুঝে চোরের এ বটে॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধ'রে দেয় পাকনাড়া।
তখনি কাপড় দিয়া বান্ধে পিটমোড়া॥
ঢেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে।
সিন্দূরের চিহ্ন বস্ত্র ফেলে দিল কাছে॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুবী।
কাঁহা চোর সেতাব বাতাওগে বে ধুবী॥
ক কহে সাহেব জি রহো এক সাত।
হকীকত বুঝা জাগা কহনে দেও বাত॥
করপুটে সম্মুখে রজক কহে বাণী।
কার বস্ত্র ভালমন্দ আমি ত না জানি॥
কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা।
বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরে॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাঁই।
লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়।
অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয়॥
বাত এস্‌কা এহি হায় চল্ ওস্‌কা পাশ।
বে তক্‌সির বচারা কো দেওজী খালাস॥
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিব চীরা।
যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা॥
কালান্তক যম যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে।
মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে॥
লেজা তরবার হাতে রাঙ্গা দুটী আঁখি।
কাঁহা হীয়া হীরা ডাকে করে হাঁকাহাঁকি॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে।
ঝাঁটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে॥
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার।
কাঁপে মাটী ডাকে হাঁকে বাজার বাজার॥

ঘোরঘটা ঘেরে ঘরবাড়ী মালিনীর।
ডেকে হেঁকে হীরা বুড়ী হইল বাহির॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে।
অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমন উথলে॥
কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা।
সাত রোজ ফাকা লবেজান হুয়া মেরা॥
কাঁহা সে লেয়াও চোর কোঁ জাতি অহি।
কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াৎ দিয়া সোহি॥
খেলাপ কহগী বাত শের মোড়াওঙ্গা।
গাদ্ধামে চড়াওকে হিমাইল তোড়ঙ্গা॥
কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীরা।
ভয় নাহি চোটপাট কথা কহে হীরা॥
এই সি যাঁড় নহি হোঁ দাবায় জাওগে।
বেহেসাব কহগে তব সাজাই পাওগে॥
মুসামালো খুব নাহি কর বের বের।
রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুয়া সের॥
কোতোয়াল কহে থাম্বী তওভি করতি জোর।
ঝুট নাহি কহো মেই তেরে ঘরমে চোর॥
হাত নেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক।
বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ॥
আমি ঘরে চোর পুষি কহ গে রাজারে।
ওরে বেটা ঠেঁটা এটা কহে কেটা মোরে॥
লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার।
দেখ্ তো হারামজাদী এ কাপড়া কার॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য।
এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য॥
নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালী।
আরো করো আঁটুনি কুটনী মাগী শালী॥
পয়জার চট চট কিল গুম গুম।
আঁকপাঁক ঘুরাইলু আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুলে বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কাঁদিয়া কহে ভাই রে বাঘাই।
নারী হত্যা করিও না জল দে রে খাই॥
কাতর দেখিয়া তারে ধরিয়া তুলিল।
হাসিয়া কোটাল তার বন্ধন খুলিল॥
রাখিল নজরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে।
কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালে॥
ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচ-নচ করে।
নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী-মন্ত্র।
কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র॥
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল।
ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

চোরধরণার্থ কোটালের সুড়ঙ্গ-খনন।

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ।
অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে।
কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই।
আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে।
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে॥
দেউড়ি জিনিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে।
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে॥
আকুরে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল।
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল॥
যে পার সে যাও ভাই খাও জায়গীর।
বিদ্যার মন্দির নহে চোরের মন্দির॥
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি।
মজুরের নিযাবানা পাঁচ শত ঢালী॥
খোষ তখ্ত কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা।
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা।
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা॥
সহরে গুজব উঠে একে একশত।
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় ব'সে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে ছুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু চেঁকি-কুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল ধরে।
চোরের সহিত নাকি ছিল ছুটা মেরে॥

পরম রূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরী।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাথে॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল।
বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী গেল তল॥
সীমা যুড়া পর্য্যন্ত কাটিল খাই যদি।
দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা।
শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা॥
কত কাল বন্দক খুদিল দিবা রেতে।
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম।
মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্তের কর্ম্ম॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে।
দেবকন্তা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই।
এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই॥
চকিতে দেখেছ চোর বলেছে সমস্ত।
সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য রাহুগ্রস্ত॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই।
ইহাতে কে কহিবে সামান্ত ব্যক্তি সেই॥
কেহ কহে সে যে হোক এ বড় লহর।
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর॥
কেহ কহে এত দিনে গেল মেনে ভয়।
কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয়॥
তথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে।
বিমল কমল মুখ মলিন হতাশে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা স্থির হও।
ভয় কি ভবানী রাণী বদনেতে কও॥

বিদ্যাবাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ।

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা।
সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে।
রমণী নিমিত্তে কিছু না কবে আমাকে॥
ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত কৃপাল।
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ত্তে মোর কাল॥
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীর।
বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির॥
এক নিবেদন করি অবধান কর।
দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর॥
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ।
ভুলাইল কামরিপু ঠাকুর মহেশ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর।
নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নামে ভূপ।
বিপদ-সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক ভক্ত করে নানা।
পরিণামদর্শী যেবা কি তার যন্ত্রণা॥
সধর্ম্মিণী-বাক্য শুনি সায় দিলা রায়।
সুন্দরীসমূহ সুখে সুন্দরে সাজায়॥
আঁচড়ে চিরুণি চারু চাঁচর চিকুর।
ললাটে সিন্দূর-শোভা তম করে দূর॥
সহজে সুন্দর মুখ বিনির্ম্মল ইন্দু।
চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু॥
দশন মুকুতাবলি ওষ্ঠ বিম্বফল।
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল॥
চঞ্চল নয়নকোণে কত কামশর।
বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে।
হেরি রূপ রূপবতী নতমুখী লাজে॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান।
সুন্দর-সুন্দর রূপে গেল সেই ভান॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী।
কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি॥
নিশিযোগে যত্তপি পুরুষ করে বিধি।
বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই।
ইচ্ছা হয় কিছু কাল এই দেশে রই॥
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেন কালে।
সসৈন্ত ঘেরিল পুরী চৌদিক্ নেহালে॥
সকলি রমণী-ঘটা পুরুষ না দেখে।
বুদ্ধিহারা ভাকা পারা ধূলা উড়ে মুখে॥
সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে।
নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

খন্দক-লঙ্ঘন পরীক্ষা।

তক্ক করে নিশানাথ   দীর্ঘে কাটে দশ হাত
পরিসর হাত তিন সাড়ে।
করে ধরে খড়্গ ঢাল   হাঁটু পাতি কোতোয়াল
থানটি করিয়া বৈসে পাড়ে॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুন   সহচরীগণ শুন
তোমরা সকলে হও বীরা।
মাতিয়া যৌবন-মদে   রমণী দক্ষিণ পদে
লঙ্ঘিবে যে তার বড় কিরা॥
অথবা পুরুষ যেই   লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই
কদাচিৎ বামপদে কেহ।
সারোদ্ধার কহি আমি   হইবে রৌরবগামী
সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ।
কহিলাম আগে ভাগে   শত ব্রহ্মহত্যা লাগে
ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে   ভোগাভোগ হয় পাছে
নারকীর জনম বিফল।
কোটালের কটু কথা   কবি করে হেঁট মাথা
বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্বে জগদম্বাদেশ   কদাচ না রবে ক্লেশ
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল॥
যা করেন কৃপাময়ী   বামাপদে পার হই
কত কাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বাম পায়   কোটাল সবংশে যায়
ইহা কি উচিত কর্ম্ম মোর।
শশিমুখী শকুন্তলা   সত্যবতী শশিকলা
সর্ব্বাণী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা   রাজেশ্বরী রম্ভা উমা
অপর্ণা অম্বিকা উষা শ্যামা।
জয়ন্তী যশোদা জয়া   মহেশ্বরী মহামায়া
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া।
একে একে সহচরী   বামপদে গেল তরি
ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া॥
রম তুল্য নিশানাথ   কখন দাড়িতে হাত
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।
সবাকার কাঁপে বুক   প্রাণ করে ধুক ধুক
কখন গভীর ছাড়ে ডাক॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি   শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু   অভয় চরণ সেতু
উমা শ্যামা উরহ মানসে॥

সুন্দরের বামপদে খন্দক-লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথা।

একে একে পার হয় যত সহচরী।
গদগদ কহে বিদ্যা কান্তকরে ধরি॥
শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার।
বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার॥
ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন।
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ॥
নহে শাস্ত্র-সম্মত সমস্যা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনাশূন্য পিতা॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী।
তুমি তো পণ্ডিত প্রভু এ কি ঠাকুরালী॥
পূর্ব্বাপর জ্ঞাত বটে রাজনীতি-ধর্ম্ম।
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্টকর্ম্ম॥
ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী।
বধিলা নিরপরাধে বানরেশ বালী॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কার্য্য।
অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ।
হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ॥
কাল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে।
কেহমাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে॥
কহে কৃপাময় কিন্তু কর সত্য পণ।
এখানে দেখিবা যারে করিবা বর্জ্জন॥
কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার।
লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায়॥
ভক্তিযুক্ত প্রণমিলা মুনীন্দ্র-চরণে।
মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম-সম্ভাষণে॥
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিতশরীর।
কোনরূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ।
শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ।
বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ॥
ত্যাজ্য হয় যদ্যপিচ আমি যাই তথা।
সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা॥
মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ-কাছে।
কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্বে আছে॥

এইরূপে ত্যাগ কয় ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মহা শোকাকুল-চিত্ত কমললোচন॥
সত্যবদ্ধ হেতু প্রভু বর্জ্জিলা লক্ষ্মণ।
সরযূর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন॥
সৌমিত্রির শোকে প্রভু সংবরিলা লীলা।
রামায়ণে মহামুনি বাল্মীক রচিলা॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া।
প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে দুষ্ট ক্রিয়া॥
সেই রাজা যুধিষ্ঠির তার শুন কর্ম্ম।
বকরূপে যেকালে ছলিলা তাঁরে ধর্ম্ম॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন।
তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন॥
তুষ্ট হইলাম তুমি বর মাগো যাই।
যারে ইচ্ছা তাহে চাহ জীবে এক ভাই॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল।
তবে তোনৈরাশ তাঁর মাতামহকুল॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্বগুণযুত।
বাঁচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ।
চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ॥
যমদগ্নি-সুত জামদগ্ন্য মহাবীর।
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির॥
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত।
মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ।
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ॥
সত্যহীন ধর্ম্মহীন বৃথা জন্ম তার।
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় বাক্য সারোদ্ধার॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই॥

চোর-ধরণ।

অশ্বত্থামা হত প্রিয়ে কহিলে বচন।
সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন॥
অবিচারে রঘুনাথ বালি কৈলা বধ।
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে।
অন্ত কে কোথায় থাকে রামচন্দ্রে বলে

মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল।
কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল॥
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে।
কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস।
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ॥
ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি।
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী॥
কোন চিন্তা নাহি মত্ত কুঞ্জর-গামিনী।
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ।
শক্ত কার কালিকার দাসে করে বধ॥
করাল-বদনী বলি বাড়াইল পা।
হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা॥
দক্ষিণ চরণে তরি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্রপ্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥
সুরঙ্গ-ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পূরে॥
কেহ বা বঁড়শি হানে কেহ তরোয়ার।
ঘিরিল কোটাল-ঠাট নাহিক নিস্তার॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই।
ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই॥
কেহ বলে লাঠিতে মাথার ভাজি খুলি।
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি শূলী॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি।
কাঁকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
জীয়ে জীয়ে জরজর করি হে ইহারে।
পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত।
বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে।
বুক চিরা মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে॥
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু।
তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপ বামদেব বাম।
হারাইল তোমা হেন রূপগুণধাম॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বান্ধে॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মনসাধে ধরা দিল ভর্ৎসিতে রাজারে॥

মদনমোহন রূপে সবে মোহ যায়।
অনিমেষে বাখাই সুন্দর পানে চায়॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর।
বিদ্যা বলে পরাণ-পুত্তলি বটে মোর॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের বন্ধনে বিদ্যার খেদোক্তি।

দয়িত দুর্গতি দেখি   দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে   ধীহারা ধুচন্ বাড়ে
ধড়ে প্রাণ নাহি ধর্ম্ম ছুটে।
মণিহারা ফণী পারা   জীয়ন্তে মরা ঃ মরা
মোহযুক্তা মুনি-মনোহরা।
নয়নে নির্গত নীর   নিশায় নিম্নগাতীর
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা॥
স্বপ্নে সতী স্বামি-সঙ্গে   সরস চাতুরী রঙ্গে
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা   বিনোদ বকুলমালা
বিভু-গলে দিতে জ্ঞান হয়।
বিদ্যা কহে হে মা কই   কি করিলা কৃপাময়ই
কোথা যাব কি হবে উপায়।
এই যে ছিলাম সুখে   এ কি দশা একটুকে
আত্মহত্যা দিব গো তোমায়।
বিষম বিরহানলে   বপু বিপরীত জ্বলে
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।
রোপিলাম প্রেমতরু   না ফলিল ফল চারু
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি।
প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে   পশ্চাৎ পাবকে ফেলে
পলাইলা পাপে দিল মন।
তোমার তুলনা তুমি   তরুণ তরুণী আমি
ত্যাগ কর স্বদজ্ঞ জন।
জনক যমের তুল   জননী যাতনামূল
জামাতা জীবনে করে বধ।
ভাবিয়া ভরসা সার   ভুবনে না দেখি আর
ভয় ভাঙ্গা ভবানীর পদ।
কাঁপরে কেপর রূপা   ফলত কর্য়্যাগো কৃপা
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে   এমত উচিত নহে
দূর কর দাসের উৎপাত॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়।

ভূতলে আছাড়ে গা   কপালে কঙ্কণ ঘা
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার   অশোক-কিংশুক-হার
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত।
যথোচিত স্বামি দণ্ড   কোতোয়াল ভানু চণ্ড
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে।
রাকা-সুধাকরমুখী   ফুল্ল ইন্দীবর আঁখি
এবে কর্ম্মে ব্যক্ত সেই বটে।
বিদ্যা বলে প্রভু ভাল   না বুঝিয়া কালাকাল
দেখ যুগধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি   অভাগীর মজে সৃষ্টি
তার তো সাক্ষাতে এই ফল।
হেদে হে কোটাল ভাই   ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্মপথে দৃষ্টি কর   বারেক বচন ধর
হের এই যোড় করি হাত।
প্রাণ মোর নহে চোর   এ তো জোর মিছা সোর
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ   দেহ দান বাপ মান
পুণ্যবান্ তুমি শুনিয়াছি।
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত   রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দ্দান্ত
আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে   তনু দহে কত সহে
সৃষ্টি রহে বল হে বিধান।
কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম   পোড়ে মর্ম্ম গাত্রচর্ম্ম
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ   পায় ক্লেশ কৃপালেশ
কর ভাই অকাল মরণে।
চক্ষু লাল কোতোয়াল   কহে ভাল ঠাকুরাল
এই কাল জঞ্জালের মূল।
জান আমা ওগো রামা   গুণধামা কর ক্ষমা
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল।
তুমি সতী গুণবতী   ভগবতী প্রতি মতি
সামান্য মানুষ নহে এহ।
যদুবর হলধর   পুরন্দর সুধাকর
পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ।
এত ব'লে বাক্য-ছলে   যায় চ'লে রামা টলে
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গানাম   অর্দ্ধ যাম জপ কাম
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে।

চোর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ।

শুনি লোকমুখে রাণী মনোদুঃখে
গেল বিদ্যাবতী-বাসে।
নন্দিনীর পতি নিরখিয়া সতী
নয়নসলিলে ভাসে॥
অভিন্ন মদন পূর্ণেন্দু বদন
কনকচম্পক-কান্তি।
এ নহে তস্কর শশী কি ভাস্কর
পামর লোকের ভ্রান্তি।
রূপ কব কিবা চারু কম্বু গ্রীবা
শুক-চঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দকলি শোভে দন্তাবলী
সুধাধিক মৃদুভাষা॥
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
করিকর-দর্প-হর।
ফুল্ল কোকনদ মঞ্জু যুগপদ
নাভি ভূধর-বিবর।
বিদ্যাবতী মুখে মুখ দিয়া দুঃখে
ফুকারিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ হেন মনস্তাপ
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি॥
কি বিদগ্ধ বিধি রসময় নিধি
নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে লভ্য এ রতনে
হারালি ছি ছি অভাগী।
আরাধিলি বিদ্যা ত্রিভুবনারাধ্যা
মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্বকর্ম্মভোগ স্বামীর বিয়োগ
যত তাঁর ঠাকুরালী।
কিবা কব তোরে না কহিলি মোরে
গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন না হয় খণ্ডন
এখন কে পায় জ্বালা।
ভূপতি দুর্ব্বার নাহিক নিস্তার
নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়ে থাক রাঁড়ী পোড়াইতে নাড়ী
এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে॥
শ্রীপ্রসাদ কহে কথা মিথ্যা নহে
কালীর কিঙ্কর যেই।
তার দুঃখ কিবা সদা সঙ্গে শিবা
ভুবনবিজয়ী সেই।

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান।

স্নান করি শুচি হয় নৃপতি-নন্দিনী।
মুদিত লোচনে ভাবে রূপ কাদম্বিনী॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপা কর কৃপাময়ি।
দাস তব দয়িত দুঃখিনী দাসী হই॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা।
এখন এ দশা এ কি অদৃষ্টের লেখা॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণা দীনা আমি।
নিতান্ত দেখিনু দুর্গামন্ত্র জপে যেই।
হেদে গো করুণাময়ি তার দশা এই॥
কি কব মহিমা-সীমা পদতলে ভব।
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি কটাক্ষে তব।
তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা তাপকর্ত্রি।
যশোদা-জঠোরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রি।
পার্ব্বতি পরমেশ্বরি পশুপতিদারা।
প্রভাকর-পুত্র পীড়া-হরা পরাৎপরা॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট।
দনুজদলনি দেবি কেন দেও কষ্ট।
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর।
সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর॥
প্রহরেক পরে পুনঃ পতি পাবে সতী।
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি।
এ কথা কহিলা যদি শঙ্কর-ঘরণী।
জলধিতরঙ্গে যেন মিলিল তরণী।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

চোর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ।

ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি রয় ঘরে।
স্তনপান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অধীর।
রন্ধনশালায় রামা রন্ধনে যে ছিল।
মাথায় উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল॥
পিছুপানে নাহি চায় ধায় সবে বেগে।
কেহ কহে দাঁড়া লো মাথায় কিবা লাগে।
এক জন প্রতি আর জন বলে কই।
সে কহে অঙ্গুলি ঠাড়ি ওই দেখ ওই।

হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে।
কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি।
হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে।
আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥
রাজা লবে প্রাণ সই কোন মূর্খ কহে।
সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র।
না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র॥
আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥
পতিপুত্র হীনা দীনা শুন গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী॥
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই।
তার পর কিছুমাত্র শোক জানি নাই॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাসী রেখেছিল চোর॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে॥
তব মৃত্যুকথা তব শুনিলে মা বাপ।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ।
বয়স্ততা তব যার যার সঙ্গে আছে।
ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন॥
দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল।
হেনকালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোক্তি।

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥
প্রমথেশপ্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধু-মধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চিচয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ।
পুরোহিত-বেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর-নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
উড়ুপতি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর।
বামভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
গায়িগণ বসে গান করে হরে চিত্ত॥
দুদিকে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোপদার নকীব হুজুরে খাড়া আছে।
বাখাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ বন্দি আদবে সেলাম।
নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সতত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গলোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরমপুরুষ চিত্তে জানিলে স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
বররূপে কোন্ দেব ভ্রমে বসুমতী॥
রেবতী-রমণ কিংবা হবে বৃষকেতু।
কিংবা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাখাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন-গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা-পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম॥
কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়।
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয়॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং,
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং,
বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব চিন্তয়ামি॥

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদাম তনু।
প্রফুল্লকমলমুখী ভুরু কামধনু॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন-বিহ্বল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল।
কহে মশানেতে চোরে কাট রে কোটাল॥
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাখাই।
গোটা দুই চারি কথা আরো কহা চাই॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি,
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি ॥

অদ্যাপি সে শশিমুখী সুলভ-যৌবনা।
পীনপয়োধরা বাল-কুরঙ্গনয়না ॥
তদঙ্গ-পরশে অঙ্গ সদা সুশীতল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥

কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুন।
কবি কহে গোটা দুই কথা আরো শুন ॥

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ-
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাম্।
কেশাবধূতকরপল্লবকঙ্কণানাং,
তাং নোদপৈতি নিশ্চয়ঃ স্মরতং মদীয়ম্ ॥

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধবিশেষ।
অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ ॥
কম্পিত চিকুর কর-কঙ্কণসুধ্বনি।
মন মম মোহিত স্মরতি নিতম্বিনী ॥

রাজা বলে নিয়া যাও মশানে বাধাই।
কবি কহে গোটা দুই বচন শুনাই ॥

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে,
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে,
কর্ত্তুং ন পার্য্যতে ইতি ব্যথতে মনো মে ॥

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর।
কেশে ধ'রে নিল যেন শমনকিঙ্কর ॥
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী।
কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী ॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি।
নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার মুরতি ॥
শুপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে।
বিপরীত কাজে বিদ্যা চড়ে তার বুকে ॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি।
নয়ন নিকটে দেখ জিবেজিব কি ॥

থর থর কাঁপে ভূপ কোধভাবে চায়।
রাজা বলে কাট চোরে খরখড়্গা-ঘায় ॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী।
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি ॥
পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া।
জীয়ায় যুবতী বিম্বাধরামৃত দিয়া ॥
ঘূর্ণিত-লোচন বীরসিংহ কহে রাগে।
এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে ॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু।
সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু ॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান।
শশীমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী।
পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি ॥
বাক্যপীড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে।
এ বেটাকে ফেল নিয়া করি-পদতলে ॥
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু।
সতত দুলায় হাতী কমলিনী তনু ॥
তার তলে প'ড়ে রাজা প্রাণ যায় মোর।
চোর চোর ব'লে তুমি মিছা কর সোর ॥
আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্যা।
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধন্যা ॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা।
বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা ॥
রাজা বলে মিথ্যা বাক্যছলে কাজ নাই।
মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই ॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে।
জামাতা কহিলা সত্যবাদী নৃপবরে ॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং,
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

অদ্যাপিও হলাহল না মুঞ্চতি হর।
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর ॥
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে।
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে ॥
রাজচক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার।
লোকভয় ধর্ম্মভয় না দেখি তোমার ॥
মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান।
পরম মুক্তি সে দিবেক পিণ্ডদান ॥

জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল।
তথাপিও সাম্য নহ এ কি ঠাকুরাল॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার-বচনে।
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র বীর।
দুরক্ষর বাক্য কহ নির্ভর শরীর॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম।
কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়।
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন-সংশয়॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড়॥
নাড়ি-ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বন-পশু বুঝেছি বলিয়া দেন ভুড়ি।
রাঙ্গা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি॥
ছয়মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাষায় পরশ পায় ছুনা বাড়ে দর॥
অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান।
সভায় পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান॥
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত।
কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন পরিচয়।
তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয়॥
জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম।
পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম॥
কোনরূপে নিতান্ত না পরিচয় মিলে।
কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে॥
হেদে নিশানাথ সুতানাথ এই বটে।
এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে॥
বধ করা যুক্ত নহে দিব কন্যাদান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ-মশান॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি।
কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি॥
পুনঃ পনঃ কহি যত কাটিবারে চোর।
বেয়াদি করিস্ বেটা ও কি বাপ তোর॥
ভূপতি-ভারতী শুনি কুপিল কোটাল।
দুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড়্গ ঢাল॥

চল বলি কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা।
কবি কহে কৃপাময়ি কালী কোথা গেলা॥
ক্ষণমাত্রে উত্তরিল দক্ষিণ মশানে।
কেহ চড় মারে কেহ চুল ধ'রে টানে॥
বঁড়শী হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ।
ফাঁফর হইল থর থর কাঁপে দেহ॥
মার মার কাট্ কাট্ করে মহাধুম।
ফাঁকি ফুঁকি নাই নাই কাটিতে হুকুম॥
কিছু কাল ছিল কবি ভয়েতে নীরব।
কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসী-পুত্র হই॥

সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি।

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি।
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতীকার।
কপর্দ্দি-কামিনি কিবা করুণা তোমার॥
খ ভবে ভ্রমহ মাগো খের হর ভয়।
খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয়॥
খরখড়্গা করে ধরি খল খল হাসি।
খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি॥
গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি।
গগনবাসিনি বিদ্যা গিরিশ-গৃহিণি॥
গয়া গঙ্গা গোমতী গৌতমী গোদাবরী।
গুণত্রয়-গুণময়ি গোকুল-শঙ্করি॥
ঘনাঘনরূপা দেবি ঘননিনাদিনি।
ঘেরিল কোটাল ঘটা ঘোর শব্দ শুনি॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ।
ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ তব এহ॥
চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চতুর্দ্দলচক্রে চক্রভরবিভেদিনি॥
চঞ্চলচরণভরে চমকিত ফণী।
চাঁচর চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী॥
ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা।
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মা গো কিবা॥
ছল ছল চক্ষু ছাতি কাটে গো বন্ধনে।
ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে॥
জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জবাবপক্ষ দুর্লভ বচন॥

জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি ।
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগত-ঈশ্বরি ॥
ঝিকিমিকি খড়্গা করে ঝেকে উঠে ঢালী ।
ঝাঁটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি ॥
ঝাঁড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়ে হস্তে ।
ঝিমাইতে মন গো ঝঞ্জনা পড়ে মাথে ॥
টঙ্কার ধনুক শব্দ টৌটাই মা বলে ।
টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে ॥
টিকি ধ'রে টনে টনটন করে শির ।
টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর ॥
ঠকগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ ।
ঠাকুরাণী ঠকুরালী ছাড় কর ত্রাণ ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায় ।
ঠেঁটা দায় ঠেকিলাম ঠাই দেহ পায় ॥
ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা দুটী হাত ।
ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে ।
ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মশানে ॥
ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালী ।
ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি ॥
ঢাল খাঁড়া ঘূরিয়া ঢলিয়া পড়ে গায় ।
ঢলঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায় ॥
তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি ।
ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি ॥
তব তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত ।
তথাপি তাঁহার তরে মায়া দেখ কত ॥
থর থর কাঁপি স্থির কর মহামায়া ।
স্থান দেহ স্থলপদ্মপদে শম্ভুজায়া ॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে ।
স্থান দিলে মোরে কৃপাময়ী নাম রহে ॥
দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি ।
দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি ॥
দাসে দুঃখ দেখ মা কিরূপ দয়াময়ি ।
দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই ॥
ধূর্জ্জটিধামিনি ধরাধরেশকুমারি ।
ধীমান ধিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি ॥
ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই ।
ধিক্ ধিক্ ধরে ধরে বলিয়া জামাই ॥
নমো নিত্য নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি ।
নবীননীরদনীলনিন্দিতবরণি ॥
নলিননিন্দিতে নেত্রকোণে চাও শিবে ।
নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে ॥

পতিতপাবনি পরা পূর্ব্বকর্ম্মনাশিনি ।
প্রমথেশ-প্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি ॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভাবে ।
পার নাই মহিমার পামর কি পাবে ॥
ফাঁপরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি ।
ফের দিয়া বাজে ফেলে বধে গো জননি ॥
ফট ক'রে ফটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে ।
ফুৎকারে কোটাল মারে বক নিজ দাসে ॥
বিশ্ববিভুদারা গো বারেক দয়া কর ।
বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর ॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি ।
বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি ॥
ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা ।
ভেশ ভয়ঙ্করা রাজ্ঞি ভূধরদুহিতা ॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি ।
ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি ॥
মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি ।
মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি ॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে ।
মহিষমর্দ্দিনি মা গো স্থান দেহি পদে ॥
যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি ।
যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসমূলঘাতিনি ॥
যুগল চরণপদ্মে যদি দেহ স্থান ।
যশ থাকে যদি মা কর গো পরি[illegible] ॥
রণরসে রত রমা রুক্মিণি রোহিণি ।
রাক্ষসসংহারকর্ত্রি রাঘবরমণি ॥
রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে ।
রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে ॥
লহ লহ লোলজিহ্ব ললিত বদন ।
লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ ॥
লক্ষিতে না পারি মা গো চরিত্র তোমার ।
লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ যতেক আমার ॥
বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল ।
বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল ॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায় ।
বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায় ॥
শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কাণে ।
শত্রুগণে শিরে ধরি বধে গো শ্মশানে ॥
শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ ।
শীঘ্র শান্ত কর জায়া নিকট মরণ ॥
সংসারসাগরে সার সবে মাত্র তুমি ।
শরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি ॥

সবে সুখসম্পদবারিধি সদাজলি।
সমর্পিলা শঙ্কহস্তে শিবশীর্ষজিনি॥
শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরাণী।
সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি॥
হত্যা হই হত্যাশে হিংসায় তুমি মূল।
হরপ্রিয়ে বৈমবতি হও অনুকূল॥
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে।
হুহুঙ্কারে হিয়া কাটে পড়েছি বিপাকে॥
ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুব্ধ মন সদা।
ক্ষপাদিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা সারদা।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

জরির পোষাক পরা বেশ চিত্র মাথে।
কনকে জড়িত হীরা খরতর হাতে॥
তিকণ শাণিত শিরে চকমক করে।
বহুমূল্য জহরাতজড়িতো ধরে॥
ডোরে বাঁধিয়া তলোয়ার কোমরে খঞ্জর।
টানকুলে টাঙ্গারাডি পরম সুন্দর॥
বুকেতে জামদানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে।
বাধাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত দেহ স্থির নহে।
কোটালের প্রতি কোপে কটূ কথা কহে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয়দান।

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি।
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও।
নৃপতি-পূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও।
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছা রে সুন্দর।
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর।
পর্ব্বতে চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ।
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ।
ভাব রে ভকত নর কালী-কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু।
চতুষ্পর চতুষ্পদ না লভে একান্ত।
আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত॥
ব্যক্তিক্রমে বিষ্কর বিপদ পদে পদে।
কিন্তু সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে।
শিষ্ট কষ্টু রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে।
দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সামান্ত সাধ্য নহে॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল।
ক্রিয়াক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল।
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুবক্তিগম্যা।
বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা।
সল্লোকপথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥
কিরূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়।
মাধব মাঝেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥

কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি।

ভট্টভাষা। থর থর দেহ কোপযুত ঘন ঘন।
নিঃশ্বই যামিনীনাথবয়ান॥
যকত্ত রদ ছদ বদহি রাজন দারুণ
দরপ ছোড়ল তুহ জ্ঞান॥
লাজন সুন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ
চোরত বোয়ত ভাট।
ধৃত করপর থর খঞ্জন ঝাকই
হাঁকই বে পহেলা মুঝে কাট॥
ছুন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন
ক্যা কহ বাকো ভবানী ছহায়।
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী।
চিরদিন পূজন পড়নি দেয়ায়॥
খ্যমনবর তুহ বি মূরখ বুঝা
হাম্ বাৎসে হাত মেরা আও।
যাজাকি পাছ খালছে করো যাকর
সুজরকো গজরাজ ঠাহরাও॥
দো আঁখিয়া যোমাইয়া বের বের কোটালিয়া
দেওতোর মুঝে গালি।
মট দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেতাব কাহা
চোর কোতোয়াল তোহারি॥
ভট্ট কহে কোতোয়ালকে এরছাবে
গালি মত দিজিয়ে।
বক্তি এক বিচ মে গাধি জান খো যায়ে গা
বুঝ হুমুজকে বাত কিজিয়ে॥

জৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি
বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ যে চোর কহে হো সুচ
কুলরমণী মনমোহন ফান্দ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য।

কহো কোতয়াল যে হুকুম কেয়ে দিয়া।
ভয়ানী ছেবক কো এস্তারে হাল কিয়া॥
মহারাজকে বেটা বিস্তা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খসম পায়া মেরে বাত্ লেও॥
ছবকা খয়ের হোগা বেয় বেয় কহোঁ মেই।
মেরা বাত্ না শুনেগা সাজা পাওগে তুঁই॥
ছোড় দিজে কানলাল কো চল্ সাত
আপ্‌কে বরাবর যাকে কহো এহি বাত্॥
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত লাগা পাজি।
ফের এয়ছা কহেগা করোঙ্গা জুতি বাজী॥
চোরকো ছরদার তুঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি॥
কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো।
কোহি কহে চোরকো সামিন লেকে গাড়ো॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়েকে সহর ঘুমাও॥
কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছা হিয়া আয়া।
বুঝা গেয়া বাত্‌মে ছাজাই তেয়ছা পায়া॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুখে।
কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে॥
পশু দেখি পশু কথা যত্তপিহ করে।
বৈত্তগ্রন্থে সত্ত ফল বৈত্তক হা করে॥
নব্যলোক ভব্য হয় সভ্যসঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতির সভাসুদ্ধ মশানে গমন।

কোটালিয়া কটু বলে রাজার নিকটে চলে
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর।
শুন শুন মহারাজ বিপরীত তব কাজ
যথোচিত উঠে যেয়ে কর॥
গুণসিন্ধু ধরাধিপ খ্যাত নামে জম্বুদ্বীপ
কলিযুগে যেন রঘুবীর।
নির্ম্মল যাহার যশ প্রকাশিত দিগ্ দশ
তাঁর পুত্র সুন্দর সুধীর॥
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু
জামাতা মিলিল তুঁই হেন।
তুমি বিচক্ষণ ভূপ চরিত্র এমনি রূপ
পেয়ে নিধি ঘৃণা কর কেন॥
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা ধরণীমণ্ডলে ধন্যা
শাপভ্রষ্টা জন্ম তব ঘরে।
সুন্দর সামান্য নয় না জানিও নৃপবর
সত্য কহি তোমার গোচরে॥
জানকী-জীবন রাম কিংবা শ্যাম কিংবা কাম
কিংবা পুরন্দর কিংবা শশী।
সন্দেহ নাহিক মাত্র ভুবনে এমন পাত্র
দৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি॥
ভট্টমুখে সুধাভাষ নৃপমুখে মৃদুহাস
উঠে দিল প্রেম-আলিঙ্গন।
খুলিয়া অঙ্গের যোড়া বাছিয়া তুরকি ঘোড়া
তার দিল বহু রত্ন ধন॥
সভাসুদ্ধ নিয়া সঙ্গে ভূপতি পরম রঙ্গে
উপস্থিত দক্ষিণ-মশানে।
কালীর কিঙ্কর যেই ভুবনবিজয়ী সেই
মহিমা তাহার কেবা জানে॥
রাজ্যসুদ্ধ ভেকধর সর্ব্ব সাধক নর
মুখে কহে রাধা-কৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বাঞ্ছা কালপ্রিয়া আজ্ঞামত করে ক্রিয়া
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী॥
বৈদ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র নিত্যানন্দ বীরভদ্র
কর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ শুন কহি বীরবর্গ
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জন বাণী
বিমুক্ত কাহার মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি।

শীঘ্রগতি নৃপবর   বুঝে জামাতার কর
মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে   নিকটে অঞ্জলিপুটে
সবিনয় কহে সুবচন॥
যেমন গোকুলপুরী   কৌতুকে নবনী চুরি
কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী   বজ্জু বান্ধে যুগপাণি
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥
অথবা অজ্ঞাতবাসে   বিরাটভূপতিপাশে
বৎসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তাঁরে   অক্ষপাটী ফেলে মারে
ফুটে ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয়   হৃদয়ে বিষম ভয়
সকরুণে কহে গদগদ।
চিত্তে না জন্মিল রোষ   ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ॥
যেমত বিরাটরাজ   না জানিয়া কৈল কাজ
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধু-সুত   ধীর সর্ব্বগুণযুত
মার্জ্জনা করহ দোষ যত॥
মাণিক নীচের ঠাঁই   যেন মূর্খে বুঝে নাই
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা।
কিংবা শিশু বুদ্ধিহীন   বান্ধা থাকে রাত্রিদিন
শিলাপুত্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা॥
শুন শুন কল্পতরু   পর্য্যায় পরম গুরু
বটি বাপা তোমার শ্বশুর।
অধিকন্তু কব কিবা   মনে কিছু না করিবা
তুমি মোর বাপের ঠাকুর॥
শ্বশুর-বিনয় শুনি   মহাকবি-শিরোমণি
কহে কেন হেন ঠাকুরালী।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ   পরে বৃথা অনুযোগ
সকলি করেন ভদ্রকালী॥
যেন রথচক্রাকৃতি   নরভাগ্য নরপতি
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে ধীর যেবা   তারে নিন্দা করে কেবা
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায়॥
ধন হেতু মহাকুল   পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত   শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সম্ভব   পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর   জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম   মহা কবিগুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রমাদে   কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়।

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর।
সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে।
কমলিনি কথা মিথ্যা এ নহে॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ।
নিকটে নৃপতি যুড়িয়া হাত॥
সজল যুগল লোচন লোল।
গদগদ কহে মধুর বোল॥
সখীমুখে শুনি সুন্দর বাণী।
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী॥
ধূলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে কায়।
চুম্বতি বদন চিবুক ধরি॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও।
অভাগী মায়ের মাথাটী খাও॥
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে।
জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে।
এ মহীমণ্ডলে বটি গো ধন্যা।
উদরে ধরেছি হেন কন্যা॥
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি।
ওগো মা গো আমি তোমার দাসী॥
কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর।
গুরু কেবা মোর তোমার পর॥
মন দিয়া শুন করুণাময়ী
গোটা দুই কথা তোমারে কই॥
পুনরপি ধরা জন্ম লভিলে।
তোমা হেন যেন জননী মিলে॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি।
সকলি কেবল করেন কালী॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়।
তরাও তারিণী শমনভয়॥

বিদ্যার উল্লাস।

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে।
ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদিত নয়নে॥
পূজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে।
মেষ-মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে॥
বদনে রসনারব যত সীমন্তিনী।
শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি॥
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খমালা।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা॥
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ।
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ॥
দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন।
সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ॥
করালবদনা কালী কলুষহারিণী।
সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী॥
তুমি কৃপাময়ী মা গো কৃপানাথ ভর্ত্তা।
জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর।
সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিষ্ঠুর॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি।
অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আসি॥
বদরি-কোমল পূর্ণ সুধা-রসভরা।
সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবেশিত সুধা॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
গবাগণ শুণ্ডে গো-ভঙ্গিমা করে হাসে॥
অরসিকনিকটে রহস্য-নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ॥
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে।
মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মানপ্রাপ্তি।

বীরসিংহ অবনিপ, পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি,
তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্ম্ম।
বিচারে পরাস্ত বালা, সুন্দরে দিলেক মালা,
একণে কিরূপ হবে কর্ম্ম॥
এক কালে বীরচয়, কহে শুন মহাশয়,
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ।
গন্ধর্ব্ববিবাহ পর, পুনরপি নৃপবর,
বিবাহ না করে কোথা কেহ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে, রুক্মিণী হরিলা বলে,
ভাব দেখি কোথা সংস্কার।
পার্থ বীর ব্রহ্মচারী ভজিলা সুভদ্রা নারী
সত্যভামা কৃষ্ণ পাত্র আর॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত তার [illegible] এই মত
স্বামিটীকায় নাহি কর্ম্ম না[illegible]
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ প[illegible] সর্ব্বক্রোধ
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পা[illegible]
কল্পভেদে মতভেদ মুক্তি[illegible] বটে বেদ
পুনরপি বিবাহে কি ক্ষ[illegible]
বিধিলিপি থাকে যেই [illegible]ন হয় সেই
নরনাথ না হবে বিষ[illegible]
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে ন[illegible] সুখভোগরঙ্গে
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা।
বিরহে শরীর দহে কদাচিৎ শাম্য নহে
কান্দে বামা মহাদুঃখযুতা॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল অনিরুদ্ধে মিলাইল
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ বাণরাজা করে রুদ্ধ
প্রভু তার কৈলা দর্প চূর॥
আছে পূর্ব্বাপর নীত কিবা তব অবিদিত
কি ভাবনা কর মহীপাল।
দিজে দেহ রত্নদান জামাতার রাখ নাম
ঘুচিবেক কীর্ত্তি চিরকাল॥
ভূপতির শুভমন যত্ন করে বিতরণ
আদেশ করিল দ্বিজবর্গ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি বাহু তুলি কহে ডাকি
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে বসাইল যুবরাজে
মন্দ মন্দ চামরসমীর।
সিপাহি শাস্তিরি যারা কুরনিস করে তারা
আদবেতে লোটাইয়া শির॥

বাধাই কোটাল কাজে   বুকে হাত বাড়া আজে
নকীবেতে করিছে ঘোষণা ।
নিরখি কোটালমুখ   মনে করে লজ্জা দুখ
ঈষৎ হাসিল গুণধাম ॥
ঘুচিল সকল দুখ   মনে মনে পুনঃ সুখ
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার ।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম   মাণিক্যজড়িত হেম
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার ।
সদা পুটাঞ্জলিপাণি   শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে ।
ভবসিন্ধুপার হেতু   অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উদয় মানসে ॥

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্নদান ।

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ ।
ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এক কাজ ॥
শাপভ্রষ্ট জন্ম ধরা আমার সুন্দর ।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর ॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার ।
তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার ॥
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ ।
চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা ।
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাখা ধূলা ॥
নিশি অর্দ্ধযামশেষে স্বপ্নে কহে শিবা ।
ওরে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা ॥
এই হেতু করে লোক সন্তানকামনা ।
পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা ॥
বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত ।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥
তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই ।
সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই ॥
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য ।
পিতা মাতা ছাড়িলা ছাড়িলা নিজ রাজ্য ॥
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্ম্ম ।
ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম ॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক ।
জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক ॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায় ।
কহে মা গো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায় ॥

পতি বলে রোদন রোদন করে সতী ।
কোন মতে শান্ত নহে ভূপতিসন্ততি ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি ।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি ॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায়-প্রার্থনা ।

কান্তকরে ধরে   কহে মৃদু স্বরে
বিদ্যাবতী বিনোদিনী ।
আমি-তুয়া দাসী   কহ গুণরাশি
বিশেষ কারণ শুনি ।
চিত্তে কেন দুখ   ম্লান বিধুমুখ
নয়ন সহস্র ধারা ।
তুমি যুবরাজ   নাহি বাস লাজ
কান্দিছ অবলা পারা ।
কবিবর কহে   শোকে তনু দহে
মনেতে পড়েছে মাতা ।
প্রভাতে যামিনী   প্রত্যূষে কামিনী
যাব যে করে বিধাতা ॥
অনুচিত কার্য্য   পরিহরি রাজ্য
চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি ।
গমনবিষয়   প্রেয়সীকে কয়
যাবে কি না যাবে তুমি ॥
বিষম ভারতী   শুনি কহে সতী
নাথ কি কব তোমাকে ।
পতি পূজে যেবা   করে পতি সেবা
সে না কি বিচ্ছেদে থাকে ॥
প্রভু কিন্তু কই   বৎসরেক বই
নিতান্ত যাব সে দেশে ।
কান্তারূপা নাথ   বৎসরেক থাক
পাইয়াছ বহু ক্লেশ ।
নিকটে ললনা   সুখভোগ নানা
পরম কৌতুক কর ।
যে মাসে যে গুণ   প্রভু শুন শুন
বিদগধ কবিবর ॥
ভীমদীমঞ্জিনী   ভুবনন্দিনী
ভুবনবন্দিনী জায়া ।
কিঙ্কর প্রসাদে   স্থান দেহ পদে
দোষপুঞ্জ কর ক্ষমা ॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক বারমাস বর্ণন।

প্রথমে প্রবেশ মেষ কান্ত যায় দূরদেশ
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর শরে তনু জরজর
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই।
মলিন বদন-শশী ভাবয়ে ভুবনে বসি
নীরে পশি নহে ভক্ষি বিষ।
নেত্রানলে ভস্ম যেই মরে জীয়ে পুনঃ সেই
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ॥
বৃষে বিষতুল্য কর বপু দহে নিরন্তর
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
সুনবীন তরুচ্ছায় সুখে শিখী নিদ্রা যায়
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি।
শুন শুন গুণরাশি আমি তুয়া প্রিয়া দাসী
আমার তোমার বড় কেবা।
মলয়জপঙ্করঙ্গে চর্চ্চিত করিব অঙ্গে
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা।
মিথুনে মিথুনে যেই ধন্য পুণ্যবান্ত সেই
অন্য কেবা সে জন সমান।
বিরহিণী কুলদারা যারা তারা সেবে তারা
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ।
ঘন ঘন ঘন রব অবশ শরীর সব
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে বনতটে মন ছুটে
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে
যাতায়াতে সকলে রহিত।
ঘর ছাড়া পতি যার অভাগা কপাল তার
ধীরে ধীরে বিধি বিড়ম্বিত।
ধরাধর ঘোর গর্জ্জে যে বুঝি মদন তর্জ্জে
আটনি দামনী বাজ় নাড়া।
দেবরাজ কহে মর্ম্ম দেখ কি অনীত কর্ম্ম
মড়ার উপরে হানে খাঁড়া॥
সিংহে মহী একাকার জল ভিন্ন স্থল আর
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ কাল কোকিলের দুখ
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র॥
দিবা যায় গৃহনাটে রজনীতে বুক ফাটে
আবেশে বালিস চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে
ঘৃতের সুস্বাদু কোথা ঘোলে।
কন্যার কেবল যুক্তি ভক্তিভাবে পূজে শক্তি
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন সেই সে দিবসে ছিন
মরমে মরিয়া থাকে খেদে।
মৃণ্ময়ী দশভুজা করিব তাঁহার পূজা
দাসীর বচন রাখ প্রভু।
যে আজ্ঞা করিবে যবে ক্ষণেকে বিস্তর পাবে
এ কথা অন্যথা নহে কভু॥
তুলা তুলা আর নাই তুলা কর এই ঠাঁই
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়।
তুমি সুরতরুকল্প আমি রামা অতি অল্প
মনে বুঝি দেখ হয় নয়॥
প্রথমতঃ হিমাগম বিরহীজনার যম
নলিনীর দর্প করে চুর।
যে যুবতী নহে দুই শুয়ে করে হাইফুই
কান্দে সতী পতি অতি দূর
শুন প্রভু হৃদয়েশ নিবেদন সবিশেষ
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ।
মাস নিজে ভগবান্ হাটে ঘাটে মাঠে ধান
সর্ব্বদ্রব্য দুর্ল্লভ নূতন॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক নাহি দুঃখ রোগ শোক
পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে।
অগ্রে দিয়া কাকবলি সবান্ধবে কুতূহলী
নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে।
একান্ত বিষম ধনু শীতে কম্পমান তনু
তরুণী তপন তুলা সার।
কিসের ভাবনা আছে সতত থাকিব কাছে
সেবা হেতু চরণ তোমার॥
নিত্য উষ্ণ জলে স্নান উচিত বটে হে প্রাণ
উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন।
দশ দণ্ড মধ্যে হবে দেশে কেন যাবে তবে
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন।
হের প্রাণনাথ কবি মকরে প্রখর রবি
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহা পুণ্য করে যেবা সেই ধন্য
পারে লোক জিনিতে শমনে।
সবিশেষ কব কিবা জপহোমে রাত্রি-দিবা
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত।
চেতনবিশিষ্ট মনু জপেতে নিষ্পাপ তনু
সংসার-সাগরে হবা মুক্ত।
আর এক শুন বোল কুম্ভেতে গোবিন্দ-দোল
দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে।

বিজ্ঞ বট কি না জান দেখ হে থাকি কেমন
কিছুকাল গোঁণে যাবে যাসে।
পরম সুখদ মাস শিশিরে যাতনা হ্রাস
মন্দ মন্দ মলয়পবন।
যুবক যুবতীসঙ্গে রঙ্গে নিশি রসরঙ্গে
উভয়ত বিদেশে মরণ।
মীনে মীনকেতু পাপ দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ
সহচর সখা সেই মধু।
তার দৈবে নাই লাজ কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ
মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ॥
কহে করি প্রণিপাত শুন শুন প্রাণনাথ
বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী।
রাজা মূর্খ মূর্খ পাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাহি মাত্র
বধ করে বিরহিণী নারী।
এ কাল বিলম্ব কর পশ্চাতে যাইবা ঘর
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে গমন বারণ নহে
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত।

বিদ্যার শ্বশুরালয়গমনার্থ প্রার্থনা।

কবিবর কহে বাণী কহ যত ভাল জানি
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষী সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী
যাতনা যেমন সেই জানে।
কবি কহে প্রবোধিয়া শুন শুন প্রাণপ্রিয়া
মহাগুরু জনক জননী।
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এহ যা হতে দুর্লভ দেহ
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি।
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা করে পিতামাতা সেবা
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর।
সজ্ঞানে ত্যজিলে তনু ধন্য মানে নিজ জনু
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শরীর॥
মম সম দুষ্ট পুত্র ধরণীমণ্ডলে কুত্র
লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই।
বৃদ্ধ পিতামাতা ঘরে শোকে দেহ ত্যাগ করে
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোঁসাই॥
যদি ভাব যাব দূর থাক নিজে পিতৃপুর
কিছুকাল কর সুখভোগ।
হও তুমি পুত্রবতী নিয়া যাব পরে সতী
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ॥

স্বদেশ-ক্লেশকথা মরমে পরম ব্যথা
অভিমানে উঠিল অমনি।
গোঁখুপে গলিত নীর গজেন্দ্রগমন ধীর
গতি যথা বৈসেছে জননী॥
দুহিতা দুঃখিতা দেখি রাণী বলে বাছা এ কি
নলিননয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলে দ্বন্দ্ব কে কহিল কিবা মন্দ
কাটে বুক প্রাণ নহে স্থির॥
মায়ের মাথাটী খাও মা গো মুখ তুলে চাও
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব নিশ্চয় জামাতা তব
দেশে যান মাগি গো মেলানি॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু অভয়চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন।

এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা।
মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিতা পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি।
মাতৃহত্যাভয় বাছা নাহি একটুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে।
বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জিয়ে॥
দশমাস গর্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই।
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এত কাল নিত্য চিত্তসুখে।
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর।
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এত দূর।
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা।
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা।
বিদ্যা বলে মা গো তুমি যে কহ প্রমাণ।
ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা।
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র-দুহিতা॥
বিষম যাঁহার মায়া সংসারব্যাপিনী।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি।
মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥

শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়।
সুখদুঃখহীন তনু জ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ম্মে প্রস্থান।
ফের ফের ব'লে মুনি পাছে পাছে যান॥
কত দূরে নারীচয় করে জলক্রীড়া।
নগ্ন তারা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কালগৌণে তথা উপস্থিত ব্যাসমুনি।
সলজ্জিতা কূলে উঠে যত সীমন্তিনী॥
কাঁপে গুরু উরু চারু বসন পরিল।
কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র-নিকটে দাঁড়াইল॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন্ কর্ম্ম।
বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম্ম॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া।
লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা।
বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্বসজ্জা॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোঁসাই।
মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয়॥
সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ।
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজপুরে।
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা।
কি দোষ তোমার মা গো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তিমার্গের কথা কহিলাম মাতা।
প্রবৃত্তিমার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ।
কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননী গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা।
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা।
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল-শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেক বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়।
শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড়॥
সজলনয়নে কহে যত সহচরী।
ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও।
জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুলে চাও॥
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষবদন।
যে না যাবে কত কব তাহার যাতন॥
রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ।
দুহিতার জামাতা তব ছেড়ে যান দেশ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি।

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশগমন।

বীরসিংহ নৃপপ্রধান শুনিলা জামাতা যান
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী খেদ করে রহি রহি
বিধাতার এই ছিল মনে॥
হৃদয়ে পরম ব্যথা কহে কথা যায় কোথা
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা
শোকশেল হৃদয়ে পশিল॥
ক্ষণকাল মৌনে থেকে সুন্দর জামাতা ডেকে
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল ভাল তব ঠাকুরাল
বিহিত করহ নিজ গুণে॥
দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য্য
আনাই তোমার মাতাপিতা।
বেহাই বেহাই সুখে যাইব উত্তরমুখে
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা॥
শ্বশুরের সন্নিকটে কবিবর কহে বটে
যেরূপ কহিলা মহারাজ।
কিন্তু একবার যাই দেখি বন্ধু বাপ ভাই
না যাওন ভাল নহে কাজ॥
সত্য সত্য শুন শুন আগমন শীঘ্র পুন
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সম্প্রতি বিদায় মাগি আমা দোঁহাকার লাগি
বৃথা শোক করহ হৃদয়॥
অপরাহ্নে তরুচ্ছায় অতি দূরতর যায়
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্তরে ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই তুল॥

দানে রাজা কর্ণতুল্য দিল দ্রব্য বহুমূল্য
ছত্র গজ রথ দাস দাসী ।
হাজার সোয়ার সাথ চাময়াই নিশানাথ
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥
কন্যা কোলে করি রাণী কহিলা গদগদ বাণী
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা ।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ বুঝি পরমায়ু শেষ
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা ॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি তোমা বুঝাবার শক্তি
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই ।
কিন্তু ব্যবহার আছে তেঁই গো তোমার কাছে
গোটা দুই কথা বাছা কই ॥
পুরে গুরুলোক যত তাহা সবাকার মত
তবে বরে মানায়ে সেবায় ।
দয়া পরিজন প্রতি যার থাকে গুণবতি
সেই সে গৃহিণীপদ পায় ॥
জননীপদ ধরি করে গদগদ
কহে বিদ্যা সজলনয়নে ।
এই তুমি জন্মদাতা নিকটে বটেন মাতা
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে ॥
সুন্দর সুন্দর নাম দেবীপুত্র গুণধাম
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে ।
দশদণ্ড মাত্র দিবা দম্পতি স্মরিয়া শিবা
রথে উঠে চলে দেশমুখে ॥
গ্রামবাসী যত লোক সকলের মহাশোক
সবীচয় চিত্রিত পুতুলী ।
শোকে বুক নাহি বান্ধে রাজা রাণী দোঁহে কান্দে
কলেবর ধূসরিতধূলি ॥
দশ দিবসের পথ দশ দণ্ডে যায় রথ
ত্বরা করে গুণের গরিমা ।
বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ ত্যজ দেখি জন্ম শোধ
জনকের অধিকারসীমা ॥
এড়াইল দেশ নানা দূরে স্বাধিকার থানা
মনে মনে পরম কৌতুক ।
ত্বরাতে নাহিক কাজ সারথিরে যুবরাজ
কহে রথ রাখ একটুক ॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই ।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশসমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয় ।
অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া ।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন ।

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত ।
শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত ॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাষ ।
মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্যাস ।
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে ।
অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে ॥
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতী ।
পুত্রবধূ দেখ গিয়ে উঠ শীঘ্রগতি ॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলে কথা ।
সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা ।
আর কি এমন দিন আমার হইবে ।
চাঁদমুখে মা কথাটী সুন্দর কহিবে ॥
পুরবাসী সহ রাজরাণী রথে উঠে ।
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পিছে পিছে ছুটে ।
সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ।
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী ॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবোসি ঘোড়া ঘোড়া ।
লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া ॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শব্দ রিপু চমকিত ।
উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত ।
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী ।
ফুকারে নকিব জয় করালবদনী ।
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র ।
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র ॥
পথ করে পরিষ্কার চলে কুতূহলী ।
দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলী ।
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ণঘট ।
শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগৃহসন্নিকট ।
পিতামাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে ॥

সন্তোষসাগরমধ্যে ভাসে রাজরাণী।
পুত্রে কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি॥
সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে।
সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ।
সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসী ত্র হই॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ নারীগণের আগমন।

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল।
পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ।
রতনভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ॥
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে।
পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ।
জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী।
বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি॥
কুতূহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী।
সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী॥
করে ধরে টেনে নিয়া বসায় নিকটে।
হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে॥
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট।
মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট॥
মুখফোঁড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল।
আইবড় বাপঘরে ছিল এত কাল॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা।
এ মেয়ে সামান্য নহে পরম পণ্ডিতা॥
পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব।
তারে দিবে বালা মালা সেই হবে বর॥
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয়।
সকলে সদনে গেলা সদয়হৃদয়॥
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া।
মমাত্মজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল॥
কন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
[illegible]

জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক।

নৃপ শুভক্ষণে রত্নসিংহাসনে
পুত্রে করে অভিষেক।
ধরে ছত্রদণ্ড সুখী রাজ্যখণ্ড
সম্মত প্রজা যতেক॥
বামেতে মহিষী পরম রূপসী
গৌড়াধিকারিদুহিতা।
মনে বাসি হেন রামচন্দ্র যেন
সঙ্গে শশিমুখী সীতা॥
কবিরাজ রাজা পুত্রসম প্রজা
পালয়ে পূর্ণাভিলাষ।
ভূপ জরাগ্রস্ত দারা সহ ত্রস্ত
কৈলা বারাণসীবাস॥
বিদ্যাবতী সতী প্রসবে সন্ততি
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর রূপ মনোহর
যেমত শারদশশী॥
নিজ দেহছবি নিরখিয়া কবি
তনয়তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে
যেন দীপে দীপ জ্বলে॥
করে বিতরণ রতন বসন
কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলী শিরে দিল তুলি
লক্ষদ্বিজপদরেণু॥
জাতদিনাবধি কুলাচারবিধি
করে কবি গুণধাম।
ষষ্ঠ মাসে মুখে অন্ন দিল সুখে
পদ্মনাভ রাখে নাম॥
পঞ্চম বৎসরে কর্ণবেধ করে
বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র লেখে তালপত্র
[illegible]

বালক ত্বরায় ব্যাকরণ সায়
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি সাঙ্গ হ'ল যদি
অলঙ্কারে দিল মন ॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী পাঠ করে দণ্ডী
তদন্তু কাব্য প্রকাশে।
ন্যায়শাস্ত্রে ঘুণ কত কব গুণ
কবিচিত্তে মহোল্লাসে ॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাঙ্খ্য পাতঞ্জল
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাঁই
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥
যেমন জনক তেমন বালক
উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদে বলে
ভবে ত্রাণ কর দেবি ॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি-সংস্থাপন।

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ।
জনকজননীচিত্তে জন্মে মহা হর্ষ ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা।
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা ॥
কত কাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা।
পুরীমধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা-স্থাপনা ॥
গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ।
চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা।
শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা ॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গামুণ্ডধরা।
বামে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ॥
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি।
কনকচম্পক দিল চরণে অঞ্জলি ॥
উপহার-দ্রব্যভার সীমা কব কত।
স্তূপ স্তূপ পর্ব্বত-প্রমাণে শত শত ॥
তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত।
শবসাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য ॥
প্রযত্নে সঙ্গতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব ॥
ভৌমবারযুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ বাড়ে পড়াপড়ি গানে হব ব্যস্ত ॥
জ্ঞাত নহি ব'লে কেহ না করিবা হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা ॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
তন্ত্রীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু ক'রে যাই ॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

শবসাধন।

পূর্ব্ব-উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি।
সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি ॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র ॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব্বদিক্‌ক্রমে পূজে কবিশিরোমণি ॥
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে ॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত।
পূর্ব্ব-উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন মন্ত্রে করে হৃদয় রক্ষণ ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ সর্ষপ ছড়ায় ॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন ॥
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টিবিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে ॥
কিন্তু যে সে যায় মরে না লবে সে শব।
বলেছেন গোবিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব ॥
সম্মুখ-সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা বীর ॥
সর্ব্বদা না লবে তাই শব পর্য্যষিত।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে যে জন পণ্ডিত ॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল।

পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশোক্তি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতুহলে॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত-আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ।
পূজাস্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ॥
ততঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বূলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ।
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে তাহে পদ্ম চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক-সমন্বিত মধ্যে পুষ্টি মন্ত্র।
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিতনিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধ'রে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ পূর্ব্বমত রাখে স্থানে স্থান॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামিসম্বোধনে।
বিঘ্ন-বিনাশন করে মহা সাবধানে॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত নত॥
মূলমন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন।
শবকেশ ধ'রে করে জুটিকাবন্ধন॥
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
ষড়ঙ্গন্যাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশদিক্ লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে
তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবজুটিকায়।
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ।
ততঃ শব তুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বশো মে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ।
শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥
শবকরযুগ্মপার্শ্বে প্রযত্নে প্রসার্য্য।
তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায়।
পুনঃ প্রাণায়ামে করে যুক্তিযুক্ত কায়॥
শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি॥
করে অসি রূপসী মহিষী প্রেমময়ী।
কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ী থাকি বিমানেতে।
দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি-শিরোমণি।
অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট।
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥
ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর।
ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মা গো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মন মম হংসপাদপদ্মে বিচরতু।
অঙ্গীকার কৈল মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র হবা এক বর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণে করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দফলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই।
শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যবান্ সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্বকথা কহি।

বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর।
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল।
এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘা মানে কবি।
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ।
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন।
সেই তিন দিবসেতে রহে কত জ্বালা।
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা।
নৃত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক।
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ।
অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ॥
এই সব সাধনে শিবত্ব পায় নর।
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর।
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসাদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের স্বর্গারোহণ।

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর।
বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির।
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত।
নিজ রাজ্যে নিজ পুত্রে করে অভিষিক্ত॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত।
শিশু কিন্তু সর্ব্বকার্য্যে বড়ই পণ্ডিত॥
আমারি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি।
এইরূপে পালন করহ সুখে মহী।
পরস্ত্রী জননী তুল্য থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে।
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভঙ্গ।
সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য।
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে।
সাবধানে রবে ধরামর-সন্নিকটে।
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন।
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম।
গুরু-আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে।
গুরুত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে।
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যার যথা তথা।
সেই মন্ত্রে কদাচ না করে গুরুকথা।
পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ।
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব।
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে।
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে।
পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এত কাল।
এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা এ কি ঠাকুরাল।
এককালে পিতামাতা-বিয়োগ যাহার।
পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি হবে তাহার।
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ।
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার।
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার।
মান্ধাতা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ।
ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ।
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ।
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এ ত বড় রস।
কালীপদ সার কর জপ কালী নাম।
পরলোকে গমন না হবে যমধাম॥
কতমত কহে পুরাণের কথা নানা।
বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা॥
পদ্মনাভ বিদ্যায় হইল যে যে কথা।
কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা।
সেই দিন রহে রাজা-রাণী উপবাসী।
প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি।
দেবীপুরমধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষতলে।
যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে।
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান।
যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ।
ধরে অপরূপ পূর্ব্বরূপ কলেবর।
আছিল যেমন হারাবতী মালাধর॥
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে।
রত্নসিংহাসনমাঝে পার্ব্বতীশঙ্কর।
মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর।
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস।

ভাগিনের যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমারে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা।
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া।
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মা গো দেহ পদধূলি॥

অষ্টমঙ্গলা।

নমো বিশ্ববিভাবিনী দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী
জনমিলা পর্ব্বতেশ্বর।
কার্ত্তিকেয় জন্ম হেতু ভস্মরাশি মীনকেতু
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে।
দুরন্ত মহিষাসুর তার দর্প কৈলা চূর
লীলায় হইলা দশভূজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম সেতুবন্ধে প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা।
শুম্ভ-নিশুম্ভের গর্ব্ব সম্মুখ-সমরে খর্ব্ব
শক্তি লভে সুরথ সমাধি।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা জন্মজরা-মৃত্যুহরা
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি॥

বিধি হরি ত্রিলোচনে মহাকালী দরশনে
গতমাত্র প্রথমত মায়া।
শেষ জন্ম কৃপালেশ ... যাবতীয় ক্লে
দিলা পাদসরসিজছায়া॥
নৃপতি বিক্রমাদিত্য তোমা পূজে নিত্য নিত
লভিল রমণী ভানুমতী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা মূঢ়মতি জানি কি
কৃপাময়ি অগতির গতি।
মালাধর হারাবতী শাপে জন্ম বসুমত
ব্রতকথা জগতে প্রচার।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ পুনরপি পরিত্রা
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধ
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণান
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত ক
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধা
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পা
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন,

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, সীতাবিলাপ, আগমনী ও বিজয়া।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত।

শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন

ভবজলধি-নিমগ্ন-রুগ্ন-জনগণ-বিমোচন-
করণ-কারণ ভুবন-পালিকা
কালিকার গোষ্ঠাদি
লীলা বর্ণন।

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণম্।
অন্ধপুট খোলে ধ্বান্ত সব হরণম্॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নম্।
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণম্।
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণম্।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণম্।
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণম্।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণম্॥

মায়ের বাল্যলীলা।

গৌরচন্দ্রী।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথা রে॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে ব'সে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ-জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে।

প্রভাত-সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত।
বারে বারে ডাকে রাণী,
জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিভায়॥
উঠ উঠ প্রাণগৌরী, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি,
উঠ গো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি।
সূতমাগধবন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রাং জহীহি জহীহি জহীহি।
গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণদৃষ্টিং ময়ি—দেহি দেহি দেহি।
চল গো মন্দাকিনীজলে, শিবপূজা বিল্বদলে,
মাই শুন ওলো মাইকি ভাব।
তখন গৌরীর কনকমুখে মৃদু মৃদু হাস॥
মা ডাকিছে রে।
কোকিল-কলরুত শীতল মারুত,
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী,
কম্পিতবিগ্রহা মলিনমুখী॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন-দীন, দীনদয়াময়ি দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি।
ভীম ভবার্ণবমমুম্ তারয়, কৃপাবলোকনে
মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি॥

মায়ের বাল্যলীলা দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণীর বিমোহিত হওন।

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই,
দোঁহে ভাসে আনন্দসাগরে ॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নিহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু, সুললিত-লোচন সজল,
হরল মুখে বাণী ॥
যৈছন অবন, সবহু রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি ॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি,
করতল কিশলয় কমলপাণি।
রাজিত তহি কনকমণিভূষণ,
দি-করধাম চরণতলখানি ॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদ বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচকর তাহিঁ পাণি ॥

মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা।

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু, পুষ্পচয়ন হেতু,
উপনীত কুসুমকাননে গো —
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী,
গমন কুঞ্জরগমনে।
করুণাময়ী সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী,
স্নান মন্দাকিনী-জলে।
হেরিব তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভালো।
অঙ্গে কৌষেয়-বসন সাজে,
দেখ আমার বুকে যেন শেল বাজে,
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবী-বিল্বদলে ॥

করুণাময়ীর ঘন ঘন গালবাদ্য।

গালবাদ্য শব্দ, সজললোচন,
প্রণমি যেমন বিধি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রদীপ শঙ্কর, বেদবিদাম্বর,
কৃপাময় গুণনিধি।
করুণাকর দেবদেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণাকটাক্ষ কর দেবদেব শঙ্কর
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষলেশ।

মায়ের ব্রত-অনশনে মেনকার স্নেহ-প্রকাশ।

ব্রত অনশন, স্বস্তিক আসন,
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকর করে, শ্রমবারি ঝরে,
মলিন সে চাঁদবয়ান ॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কান্দে মেনকা রাণী,
কি কর কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে, কুমারী এ দেশে,
এমন কঠোর করে কেটা।
গৌরীর আমার ননীর পুতলী তনু
উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কিরণে উনয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা কেন কর গো মা এমন অনীত।
স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,
হিমালয় আলয় সবার।
কিংবা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ,
যতনে যতন করে কার।
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা,
কার মা হয়েছ ভৈরবী বালা,
তুমি যারে চিন্ত রাত্রিদিবা,
সেই নির্গুণের গুণ কিবা,
তার চিন্তায় পাপপুণ্য, সে কেবল মহা শূন্য,
যারে পূজে বিল্বদলে,
শুনেছি গো মা সে তোমার পদতলে।
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার,
এ কঠোর তপে কিবা ফল।
মরমে পরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর গৃহে চল।

তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধুজলে সে ডুবিল,
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার জ্বলে যেমন, তা প্রাণ জানে ॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, ভিজে রাণী আঁখির জলে,
এ কি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥ ৬

মেনকা গৌরীকে গৃহে আনিতে কহিতেছেন।

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ
কেমন কেমন কেমন করে ॥
দুটী আঁখি পুত্তলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ।
প্রেমানন্দ-সিন্ধু, তার পূর্ণ ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আলান ॥
এ মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা,
ত্রিভুবন সারা পরা গো ধন্ধা।
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা ॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো, তবে বাছা,
এই কথা রাখ মার।
গিরিরাজ-কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়ি,
ব্রহ্মচারিণীর আচার ॥
কবি রামপ্রসাদ দাস গো, ভাবে জননী,
মা কত কাচ গো কাচ।
তুমি পিতা মহেশমাতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা,
মহেশঘরে আছ ॥

ভগবতীর গৃহে গমন।

কোন জন বুঝে মায়া বিশ্বমোহিনীর।
জগদম্বা মন্দির চলিলেন কর ধরি জননীর ॥
নিরখি জননী মুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণী-ধরেন্দ্র-রাণী প্রেমানন্দে ভাসে ॥
তুরিয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা ॥
অজনে বৈঠিল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে ॥

নিরখি-নিরখি বদন-ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু ॥
ছল ছল ছল নয়ন
লোলচন্দ্রবদনে চুম্বন।
মধুর মধুর বিনয়-বাণী।
গদ গদ গদ কহত রাণী ॥
কোটি জনম পুণ্যজন্যা।
কোলে কমললোচনা ॥

দর দর দর ঝরত লোর চর চর চর তনু বিভোর
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর থোর থোর খেলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি হসিত বদন বেরি বোর,
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা ॥
ঝুনুর ঝুনুর ঝুনুর নাদ কিঙ্কিণী রব উভর বাদ,
পদতল স্থলকমলনিন্দি, নখ হিমকর-গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরুবিকচহিমকরাকর
বিবুধ তটিনী বিমলনীর, ছলে তনুরঞ্জন ॥
কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়ন-সুখ, কম্বনিকরভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয়শঙ্কা, মদনমথন-অঙ্গনা ॥

রাণী বলে ওগো জয়া, ভাল কথা মনে গো হইল।
জয়া বলে পুণ্যবতি,
কি কথা তোমার মনে গো হইল ॥
রাণী বলে, আমি কব কারে ভেবেছিলাম,
আরবার আমি ভুলে গেলাম,
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল ॥
রাণী বলে নিজ অঙ্গ-প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায়।
পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায় ॥
এ কথা বুঝাব আমি কারে।
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো।
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি,
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি,
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে।
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো।
কাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে,
প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে,
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়।
দর্পণের যে গুণ গো, তা জনে কেমনে রয় ॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প-আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা ॥

হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতি শুন।
ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ।
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ গো সেই গুণে মিশাল।
তুমি উমা ছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ।
ওগো রাণি অমন আর কি দেখা যায় তার প্রসঙ্গ।

ভজন।

(১)

হয় নয় অন্তরে গো রায়ে।
আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে।
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ-সুধাকর।
আমা সবাকার হৃদ্ নির্ম্মল সরোবর।
এক চন্দ্র আভা শত সরোবর লখি।
তোমা ক'রে নয় সকল অঙ্গময়,
বিরাজে যে যখন নিরখি॥
এক মুখে কত কব উমার রূপ গুণ।
উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে সংহারে পুন।
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।
রাণী বলে ওগো জয়া,
কু-স্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধরেছে মুখচাঁদে।
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখখান বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা তার কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥

(২)

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে,
সেই শশী রাহুর শিরে।
কোথা গেল গিরিবর,
শিবস্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ননাশ তাহে জানি।
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে, এ কথা শুনিয়ে হাসে,
অন্ত স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
যদি দুর্গা বুঝে থাক, আমার বচন রাখ;
[illegible] করাও মায়ের দুর্গানাম॥

(৩)

শিবস্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
সেই শিব জপেন দুর্গানাম।
শ্রীদুর্গানাম গুণ-গানে।
শিব না মরিল বিষপানে॥
যার নামের ফলে চরণবলে।
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে॥
দুর্গানাম সংসারসাগরে তরী।
কাণ্ডারী তার ত্রিপুরারি॥
যে দুর্গানামে বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে॥
আমি সার কথা তোমারে কই।
ও তো তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী।

হিমগিরি সুন্দরী, স্নান করাইয়া গৌরী,
পুন বসাইল সিংহাসনে।
তখন গদগদ ভাবস্বরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
সাজাইল যেমন উঠে মনে।
সুচারু ‹কুল-মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হরিচন্দনের বিন্দু ছিল।
উপরে সিন্দূরবিন্দু, রবিকরে যেন ইন্দু,
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল।
দোষরি মুকুতা-হার, কোন সহচরী আর,
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারা যেন,
উদয় করেছে মেঘের কোলে।
তারার কপালে তারা, তারাপতি যেন তারা,
তারার তারা সাজে ভালো।
বদন সুধাংশু হেন, তাহে তারা মুক্তা যেন,
কেশরূপ ঘন করে আলো।
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দন্তশ্রেণী দেখা যায়
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী।
জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল, ইথে দান করা তার
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শে
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায়।

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা।
[illegible] এ কথা ভালো না।

ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়।
তার মুখে কি তুলনা সয়।
শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি।
নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মিল কলানিধি।
শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইল চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে।
এ কথা শুনিয়া সখী বলিছে অনেক।
সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক।
ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হৈল দেবে করয়ে আহার।
এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম।
বাসনা হইল সুধাসঞ্চয় কারণে।
চাঁদ পাত্র গড়িয়া রাখিল বদনে।
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল।
দশ খণ্ড হয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল।
কত জনে কত কহে সার শুন কই।
এক চাঁদ শত খণ্ড চেয়ে দেখ অই॥
চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে এ কি শুনি কথা।
কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা।
চাঁদ বলে ইহা সয় কি রে আমার—
শোভা যার মুখে রে যায়।
ছি রে কমল তাই হইতে চায়।
এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে।
অভিমানে কমল সলিলমাঝে ভাসে॥
উচ্চপদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে।
বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্ম-শোভা হরে॥
বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু।
করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥
নিরখিয়া যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ॥
অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব।
শত্রুভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্রভাব॥
দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ।
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ।
রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়ত সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥
বাহিরের অন্ধকার গগন-চাঁদে হরে।
মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে।

ভগবতীর নৃত্য।

রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম, উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছো ভবে,
তেমনি করে আবার নাচিতে হবে,
নূপুর দিয়াছি নিগূঢ় বাণী চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি।
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর মা'য়ের ইহ পরকাল॥
বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল।
বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল।
চৌদিকে বেড়িল নব নব বধূজাল।
পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল।
কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥
কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিচ্ছটা।
শশহীন শশাঙ্কসম্পূর্ণ মুখঘটা॥
ভূষণে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল।
ভুজঙ্গ ভূষণে রূপ করে টলমল॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে।
বান্ধা কি ভূষণ ছলে।
প্রভাতে নূতন গান শুন স্নেহযুতা।
উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা॥
শ্রীরাজকিশোর মাতা তুষ্টা সুতাজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন

জয়া বলে আমি সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে
জগদম্বে বিলম্বেও চলিত চিত্তপদ চল মা।
লোহিত চরণতলারুণপরাভব,
নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা
নীলাম্বর নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণী কলনা॥
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহ,
বিহরসি হরশিরসি শশি ললনা॥
কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে,
বাঞ্ছা ফল ফলনা।

ভাগ্যহীন শ্রীকবি রঞ্জন কাতর,
দীনদয়াময়ি সন্তত ছল ছলনা॥

ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও শিববিচ্ছেদ জন্য খেদোক্তি।

জয়াবিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা।
পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা।
মত্ত কোকিল-কূজতি পঞ্চস্বরে।
গুণ্ গুণ্ গুঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে॥
তরু পল্লবশোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠিল চারু কদম্বমূলে॥
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে॥
চারু সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে।
শিবশক্তি শঙ্কর গান করে॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর।
ত্রিপুরাসুরগর্ব্ববিনাশকর॥
জয় বেদবিদাম্বর ভূতপতে।
জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বপতে॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে।
মম চারু নামাবলী গান সুখে॥
সুরশৈবলিনীজলে পূত জটা।
জটালম্বিত চারু সুধাংশুছটা॥
জটা ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ করে।
করে শৃঙ্গবিষাণ শশী শিখরে॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে।
লোকনাথ হে নাথ প্রভু হে॥
ভবভাবিনী ভাবিত ভীমভাবে।
ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে॥

পুষ্পকাননে শিবপার্ব্বতীর মিলন ও কথোপকথন।

প্রেয়সীর খেদগানে, শিবের উচাটন করে প্রাণে।
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করি প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরীপুরী,
নন্দী আন বৃষভে সাজাইয়া॥
কদম্বকুসুম-অণু পুলকে পূর্ণিত তনু,
ঈশান বিষাণ পূরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ়, বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়
ভৈরব বেতাল চলে পাছে।

ধুয়া।

তাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,
বেতাল ধরিছে তাল।
কেহ নাচিছে গাইছে, তুলিছে হাত,
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ।
প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদগদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী, কুলু কুলু উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর।
ভণে রামপ্রসাদ ভাল, সুখদ বসন্তকাল॥

হরগৌরীর সাক্ষাৎ।

উপনীত মন্দাকিনী-তীরে।
নিরখি সুন্দরী-মুখ, মরমে পরম সুখ,
লোচন ভিজিল প্রেমনীরে॥
নন্দী, এ কি রূপমাধুরী, আহা মরি আহা মরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন, হৃদি সরোবর ত্যজি,
প্রবেশিল লাবণ্যজলধি।
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপমাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গ লোচনে মোহিত কি গুণে,
চৈতন্ত নিগূঢ় হরে।
কে রে কুঞ্জরগামিনী, তনু সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ,

কে রে নির্ম্মলবর্ণাভা, মণিভূষণ-শোভা,
ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কামরিপু, জরজর বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের এই কথা।
শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা॥
উভয়তঃ সুসম্ভাষ সঙ্কেত সংবাদ।
উভয়তঃ চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥
আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব।
কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন।
রতনভূষণে কার নাহি বা যতন॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী।
চৈতন্যস্বরূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী॥
নখজ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা॥
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তোমার বিহনে নাহি অন্য প্রয়োজন॥
পুরুষ বিহনে হয় বিধবা প্রকৃতি।
প্রকৃতি বিহনে আমা বিধবা আকৃতি॥
অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ।
নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ॥
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞান ঈশের ঈশত্ব॥
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া।
ঘটে ঘটে আছে যেমন জলে সূর্য্যছায়া॥
বেদে বলে তত্ত্বী যোগী তত্ত্ব কোরে ফেরে।
সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনীতীরে॥
দাক্ষায়ণী দেহত্যাগে দক্ষে অপমান।
শিখরীকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান॥
কর্ম্ম করে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি।
জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী॥
বাল্যলীলা এই মার জনক-ভবনে।
গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে॥

গোষ্ঠলীলারম্ভ।

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে।
শঙ্করী সমান স্থান আর নাহি আছে॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন।
শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন॥

মায়ের গোষ্ঠে গমন।

ভজন।

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাব হে একাম্রবনে।
কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্রকাননে মাতা করিলা প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধমুখে রব॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে যার বেণু॥

ধুয়া।

জগদম্বায়ে রব পূরে বেণু রব পূরে বেণু।
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদরেণু।
রেণু ঢাকে ভানু ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত-মাতঙ্গ হেলায়িত অঙ্গ।
কি প্রেমতরঙ্গ, সো যাকি রঙ্গ,
নেহারে পতঙ্গ॥
হত কোকিল মান, সুমাধুরী তান,
স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মনপ্রাণ
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে,
চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণি-কাঞ্চন ভূষণ।
ত্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভূ যুগল হয় সুরনদী-কূলে।
স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্মফুলে॥
নাভিপদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে।

ঈশ্বর-মোহন ইন্দু বদন কমল।
বিধি কি কজ্জল ছলে রাখিল গরল॥
নিখিলব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাস মায় এই এক ধ্যান॥

ভজন।

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাম্রকাননে জগতজননী ফিরে।
ঘন ঘন হই হই রব করে সঙ্গিনীরে॥
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে।
নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল,
আকুল কুন্তল ব্যাপিল শিরে॥
মহাচিত্ত অরুন্তুদ, কোপে বিধুন্তুদ,
গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে।
বিবুধ-বধু, যোগায় মধু,
তনু সুশীতল ধীর সমীরে॥
ঘন ঝরে শ্রমজল, গলিত কজ্জল,
যেমন কালসাপিনী ধায় নাভিবিবরে,

ধুয়া।

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি।
নব নব তৃণ, তটিনী-জল, সতিল দূরে ধায়ত
কাছে যায় রে সুরভি॥
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে॥
ঊর্দ্ধমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বা রবে ডাকে॥
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে।
সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে॥
সুরভির নব বৎস শোভে উরূপরে।
মন্দাকিনী-ধারা যেন সুমেরু-শিখরে॥
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বার শিরে।
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেম-নীরে॥
কৌতুকে আকাশপথে হরি হর ধাতা।
গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা॥
ভুবনমোহন মায় গোচারণলীলা।
মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা
[illegible]

আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হয়েছ কোন্ গোপালের কন্যা

মা গো তোমার গুণ কে জানে।

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি দশ অবতার।
নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্মস্থূলা।
কে জানে তোমার মর্ম তুমি বিশ্বমূলা॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচরমে সতী।
তব তত্ত্বমূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযুক্ত শিব সদা শক্তিলোপে শব॥
অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা।
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব তাড়ক মহিমা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী।
আধারকমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণি।
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব।
কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদা শিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগমে সার।
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥
পশুবংশ কাস্তি কাস্তি নেত্রে একরায়।
নিরথ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার॥
ভূপে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর।
সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর॥
দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্কালে।
জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম।
সম্পদ-রক্ষার হেতু জপে দুর্গা নাম॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই।

ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়।
তথাচ মহিমা-গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহাব্যাধি এঁরার দুর্গে দুর্গে যদি বলে।
কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে।
দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়।
পুনরাগমনভয় পরবর্গে পায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্লভ নাম নিস্তারের তরী।
কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারী॥
তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে।
ইচ্ছাসুখে বিষপান পাপপথে ভজে॥
বদনকমল বাক্য সুধারস ভর।
সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর
তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু।
সুধারস মাধুরী কি স্মরহরবধু॥
শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী।
কালিকা-বিজয়ী হার চিত্ত-মোহ হরি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে।
তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া।
অকাল-মরণহরা অচল-তনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতম্বিনী।
চিত্তাকাশে প্রকাশ নবীনা কাদম্বিনী॥

ভগবতীর রাসলীলা।

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী।
ঝল মল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখচাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশরাহুভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দূর অরুণ আভা বিষম মানসী।
উভয় গ্রহণে যেন পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতানন্দনচঞ্চু সুনাসিকা ভান।
ভুরু ভুজঙ্গম অভিবিষয়ে পয়াণ॥
ও রূপলাবণ্য জলনিধি-স্থির-জলে।
নয়ন-সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক-মুকুরে কি মাণিক্য-রাগপ্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ-দন্ত-শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা।
মীননিকেতনে কি উড়িছে মীনধ্বজা॥
করিকর ভুজঙ্গ মৃণাল হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান।
সুরতরুবরশাখা এই সে প্রমাণ
হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোমশ্রেণী।
নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু যুগল।
স্নান কর মন রে অনন্ত-জন্মফল।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে।
সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান।
মণিকর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতা কিবা কব কাণ্ড।
কৃপাসিন্ধু মন্থিবার মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চীদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার।
সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার।
ভব স্থানে মনোভব পরাভব হয়ে।
তূণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লয়ে
জঙ্ঘা তূণ পদাঙ্গুলি নখ বলি শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী,
ঝলমল তনু রুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহনমোহিনী।
রাই যে পথে প্রয়াণ করে
কুটিল কটাক্ষশরে।
জিনিল কুসুমশরে।
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ।
তার গন্ধে অলিকুল হইয়া আকুল,

নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে,
কি জানি ফুটে পাছে।
সখীর হৃদয়ে তরাস॥
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
অপরূপ শোভা হলো আর।
এ কি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি,
মদন মদন রাজার।
অলকা কোলে মতিহার,
কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।

যেন রাহুর মুখমাঝে, বসনরাজি রাজে,
চাঁদেরে করেছে আহার॥
আঁখি লোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে,
ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ্‌নেহারই সেই।
চারু অপাঙ্গ কাম-কামান,
নাসা তিলক শর খরশাণ।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান॥

সীতাবিলাপ।

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম,
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক-দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে॥
(সীতার) লোচনে-সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে॥
অভাগিনী ডাকে উঠ না তুরিতো,
শুনিয়া না শুনো এ কোন উচিতো,
কমল-নয়নে চাহ কি চকিতো,
বিদরে পরাণো কর না স্থগিতো,
প্রবোধ দেহ না উঠিয়ে হে॥
ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দুকূল আকুল হয়েছে কটির,
ললাট-ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখি হে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে॥
করে হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কশিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়া হে॥

যখন ছিলাম জনকবাসেতে,
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা-চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা কোথা গেলে চলিয়ে হে॥
ললাট-লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ নাথ কি হলো আ...,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে॥
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার তো নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি ধসিয়ে হে॥
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে॥
রামপ্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল-কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো

আগমনী ও বিজয়া।

রাগিণী—মালসী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল,
বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদমুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী,
বসন না সংবরে।
গদগদ ভাবভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত-মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে,
আনন্দে পাসরে॥

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমাদের অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো।
রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো॥

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার,
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে,
মা বলে এ কি কথা মার গো॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভদিন আর কার গো॥

পিলু-বাহার—যৎ।

গিরি এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্‌বো না॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া
জামাই ব'লে মান্‌বো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

রাগিণী—ললিত।

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার॥
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার॥
তনয়া পরের ধন বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার॥
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥

পদাবলী

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত।

পদাবলী

প্রসাদী সুর—একতালা

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল্ খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে, শমনেরে সঁপে দিলি।
গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি!
ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্র কতকগুলো গালাগালি।
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, ক'রে দিলি মিজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী।
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি গেঁথে রেখেছি হৃদে দক্ষিণাকালী।১।

প্রসাদী সুর—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগ মনোমোহিনী মা এলোকেশী ॥
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব-ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী।
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ কালো, বাঁশী ত্যজে করে অসি।
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল একবয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমাশশী।
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশা-মিশি।
উভয় একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী ॥২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে, সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি।
তারা নাম সারাৎসার, আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, দুর্গা নামের কাচ করেছি।
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, এ কথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা ক'রে ব'সে আছি।৩।

প্রসাদী সুর—একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা।
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ও মা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা।
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে মানবঘরে ফেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হলো গো দুঃখের ভরা।
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন,
ছজনেতে করে সারা ॥৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা-ওয়াশীল দাখিল আছে।
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাব্লেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে ॥
জন্মজন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকি জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল কর্ম্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি খরচ বেশী, তলব কিসে বাজার আছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে।৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব ॥

গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব ।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব ।
আর বব বম্ বম্ ভোলা ব'লে,
নৃত্য ক'রে গাল বাজাব ॥৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা-ঘোরা,
দুঃখে রোদন, সুখে নাচ ॥
রঙের বেলা রাঙে কড়ি, সোনার দরে তা কিনেছ ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক,
মাটির দরে তাই বেচেছ ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ ।
যখন সে রূপে বিরূপ হইবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥ ৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে ।
ভাসিয়ে মানব-তরী কারণজলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে, কেউ করিল দুনো ব্যাপার,
কেহ কেহ বা হারালো মূলে ॥
ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের খোলে ।
ওরে, ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে
শুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা পাঁচে ডেকে পাঁচে দিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে ৮।

প্রসাদী সুর—একতালা ।

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব ।
ও তুই শকার বকার বল্‌তে পারিস্
বল্‌তে নারিস্ দুর্গা শিব ॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা,
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব্ ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন ক'রে বশ করিব ।
ওরে তুমি ভক্তি করিলে পরে উচিতমত সাজাই পাব ॥৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

কালী কালী বল রসনা রে ।
ও মন ষট্‌চক্র রথমধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে ।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তায় রথ চালায় দেশদেশান্তরে ॥
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় ছুটে, দিনেতে দশকুশী মারে ।
সে যে সময়-সির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন ক'রো না রে ।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, কেবল রাখ্‌বে প্রসাদেরে ।
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়,
বক্ত ডাক্‌তে পার দু অক্ষরে ॥১০॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

ভূতের বেগার খাটিব কত ।
তারা বল আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক, হয় আর সুখ নাই মা কদাচিত ।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত
ও মা ষড়রিপু সাহায্যে তায়, হলো ভূতের অনুগত ॥
আসিয়া ভব-সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত ।
ও মা যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত ॥
চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে, ঘুচ্‌লো না সে মুখের তিক্ত ।
কেন তিবক্ প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত ॥১১॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না ।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না ।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না ।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে, তায় কাচ না ॥
খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না ॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না ।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,
ডাক্‌লে আর চেতন পাবে না ॥১২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চ মুখ
উমা তাঁদের মস্তকে রয়।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য-বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয়।
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ-ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা, পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥১৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে।
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ,
কি করে, তার মরণভয়ে ॥১৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারীরে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে।
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর,
বুঝে লও গে ঠারে-ঠোরে ॥১৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী।
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলাখেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো।
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেলো।
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল।
ও মা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া মুক্তি-জলে টেনে ফেলো ॥১৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে।
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ও মা, তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ও মা, তুমি দুঃখ তুমিই সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে।
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে।
ও মা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা-ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥১৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর তোমায় না ডাক্‌ব কালী।
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধ'রে, লেংটা হইয়ে রণ করিলি।
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি, তাও তো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খালি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি ॥১৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত।
জীর্ণ তরী তুফান ভারী বাইতে নারি, ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি।
এনেছিলে, বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব ক'রে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হারি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥১৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ও মা তোর মায়া কে বুঝ্‌তে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল ক'রে
মায়া-ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্‌তে নারে।
ঐ যে এম্নি কালীর কাণ্ড আছে যে,
যেম্নি দেখে তেম্নি করে।

পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক-ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে ॥২০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে রে বামা কার কামিনী।
ব'সে কমলে ঐ একাকিনী ॥
বামা হাস্‌ছে বদনে, নয়ন-কোণে,
নির্গত হয় সৌদামিনী।
এ জনমে এমন কন্তে, মা দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ব'সে, ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী ॥২১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাক রে, ওরে ও মন,
তিনি ভবপারের তরী।
কালী নামটা বড় মিঠা, বল রে দিবা-শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী ব'লে যাব তরি।
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে তরাবেন এ ভব-বারি ॥২২।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব ॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো,
মায়ের নাম ভরসা ক'রে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব।
প্রসাদ বলে উমা আমার, বিদায় দিলেও নাই কো যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥২৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এলোকেশী দিগম্বরা।
কালী পূরাও মোর মনোবাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমার হবে কি না হবে দয়া, ব'লে দে মা ঠিকঠিকানা ॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
ও মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না ॥২৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মরি গো এই মনোদুঃখে।
ও মা মা বিনে দুঃখ বল্‌ব কাকে ॥
এ কি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।
সে কি তোমার সাধের মা, রাখ্‌লে যারে পরম সুখে
ও মা, আমি কত অপরাধী,
নুণ মেলে না আমার শাকে।
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ও মা মায়ের মত কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে ॥২৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

পূর্‌লো নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে ॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবে ভরসা।
অমি বল্‌ব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে পাইনে দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,
ঘট্‌ল আমার উল্টা দশা ॥২৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ভিজিয়ে পড়ে ॥২৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না,
হবে না জননী-জঠরে।
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ-শাস্ত্রে নাইক সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র, জেনেছেন শিব শঙ্করে।
আমার মায়ের নাম গান করি, কত পাপী গেল তরে।
ও মা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী,
দেখাও এবার মা আমারে ॥২৮॥

পিলু বাহার—খং।

মা ব'লে ডাকিস্, মাঁ রে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাক্‌লে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে,
ওরে অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে,কালাশৌচে কাশী যাই॥২৯॥

পিলু-বাহার—খং।

বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল ; (গ্রহণে
কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির ক'রে বল।
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়,
কালী-নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল টল টল।
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব-শিরে গঙ্গা ভাবি, প্রবাহ নির্ম্মল।
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল।
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণীতটে আপন নিকটে দিও স্থল॥৩০॥

মূলতানী—একতালা।

জননি! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয়ভয়চয়বারিণী।
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ-দারা তারা,
ভব-পারাবারতরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীনমূলা,
মূলাধার-অমলকমলবাসিনী।
আগম নিগমাতীত খিল মাতাখিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি ক্রিয়াকারিণী।
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল-কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি॥৩১॥

মূলতানী—একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দ-কাননে।
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা-রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার সনে॥
বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শাস্ত্র কয় উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী-গমনে॥৩২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার।
বসন-ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম,
পতির উপর চরণ ধর।
আপনি লেংটা পতি লেংটা শ্মশানে মশানে চর।
মা গো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর॥৩৩॥

সিন্ধুকাফী—একতালা।

আপন মন ভগ্ন হ'লে মা, পরের কথায় কি হয় তারে।
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হ'লে পরে, সে না দিলে আপনে ভরে॥
যখন দিনে নিরাই করে, শীকারী সব ঘর না ঘরে।
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে॥
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিরাইতে পারে, অঘরে কাঞ্চন ঝরে॥৩৪॥

মূলতানী-ধানশ্রী—একতালা।

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা)
আমার এমি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ॥
কারে দিলে ধন-জন মা! হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেমি হই।
[illegible] আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে দিয়াছিলাম মই॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপাল বুঝি অগ্নি অই।
ও মা, আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হ'লে পাষাণময়ী ॥৩৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা,
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছটা বাদী ॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পুর হতে দূর করে দি ॥
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হয়ে যাই ভবনদী ॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী দা'ী।
এই যোগার্জ্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি ॥
মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমার পুতে, সতীনসুতে,
জোর করে, কার কাছে কাঁদি ॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি ফাঁদে পা দি ॥৩৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী পরা,
পরামৃতফলদায়িনী।
সুদিনে চরণ-ছায়া, বিতর শঙ্করজায়া,
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী ॥
কৃত-পাপ-হীন পুণ্য, বিষয়-ভজনা-শূন্য
তারারূপে তারয় মাং, নিখিলজননী ॥
ত্রাণ হেতু ভবার্ণবে চরণ-তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥৩৭॥

জংলা—একতালা।

অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভবসংসারে এক তরণী।
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মাস্বরূপিণী ॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
আনন্দ-কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম
যদি জপে দেহ অন্তে, শিব ব'লে মানি ॥
কহিছে প্রসাদ দীন, দ্বিবয় সুক্রিয়া-হীন,
নিজ গুণে তিনলোক তারয় তারিণী ॥৩৮॥

জংলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী ॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী ;—
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী।
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনু রেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাবিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি ॥৩৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডাক রে মন কালী ব'লে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুল না মন সময়কালে
এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদপঙ্কজে মজ চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে।
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে
ওরে পারবে না ছাড়াইতে যাইতে,
কাল-ফাঁসি লাগবে গলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, কালের বশে কাজ হারা
ওরে এখন যদি না ভজিলে,
আমসী খাবে আম ফুরালে ॥৪০॥

খট-ভৈরবী—একতালা ।

তোমার স্বাধী কে রে ও মন ।
তুমি কার আশ্রয় বসেছ রে মন ॥
জহুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে ।
। যে যা রে গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যা রে ।
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে ॥
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁত,
যোগে লেগেছে রে ৪১॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা ।

কেন গঙ্গাবাসী হব ।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাইব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব ।
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব ।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব ॥৪২॥

———

গৌরী-পান্ধার—একতালা ।

মা মা ব'লে আর ডাক্‌ব না ।
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা বলিয়ে,মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে; এ দুঃখ সন্তানে,
মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন কঠোর যন্ত্রণা ॥৪৩॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা ।

সামাল্ সামাল্ ডুব্‌ল তরী ।
আমার মন রে ভোলা,গেল বেলা,ভজলে না হরসুন্দরী ॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি ক'রে ভরা কৈলে ভারী ।
সারা দিন কাটালে ঘাটে ব'সে,সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী ॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারী ।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী ॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী ।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন,
যিনি হন ভব-কাণ্ডারী ॥৪৪॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা ।

অসকালে যাব কোথা ।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা ॥
দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গদাতা,
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে রাখ্‌বে রাখ এই কথা ॥৪৫॥

———

ঝংলা—একতালা ।

মোরে তরা ব'লে কেন না ডাকিলাম ।
আমার এ তনু-তরণী ভব-সাগরে ডুবাইলাম ॥
এ ভব-তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম ।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম ॥
বিষম তরঙ্গ-মাঝে চেয়ে না দেখিলাম ।
মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মা গো, আমি কি কাজ করিলাম ।
আমার তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥৪৬॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা ।

পতিতপাবনী তারা ।
ও মা কেবল তোমার নামটী সারা ॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা ॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা ॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই,
গুমার সয় তয় রয় সেইরূপ বর্ণ পারা ॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা,
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এত কাল মলাম ভজে,
দিয়াছি গোলামী খৎ, এখন কি আর আছে চারা ॥
আমি দিলাম যাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ,
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা. সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা ॥৪৭॥

———

সোহিনী—একতালা ।

দেখি মা কেমন ক'রে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা ।
ছেলের হাতের কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥
এমন ছাপান ছাপাইব মা গো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা ।
বৎস-পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥
প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি মা গো
দিতে পার পেলে হাবা ।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা ॥৪৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন করো না দ্বেষাদ্বেষি ।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ-তালাসি ।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ,শিব, রাম,সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী ।
ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী ।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে একবয়সী ।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি ।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥৪৯॥

লগ্নী—আড়খেমটা ।

মা বসন পর,
বসন পর বসন পর, মা গো বসন পর তুমি ।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মা গো কৈলাসে ভবানী ।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী ।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মা গো কে করেছে সেবা ।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত-জবা গো ॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মা গো বাম হস্তে অসি ।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥
অসিতে রুধিরধারা, মা গো গলে মুণ্ডমালা ।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গো ॥
মাথায় সোণার মুকুট, মা গো ঠেকেছে গগনে ।
মা হবে বালকের পারা, উলঙ্গ কেমনে গো ॥
আপনে পাগল পতি পাগল,
মা গো আরও পাগল আছে ।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো ॥৫০॥

জংলা—একতালা ।

মা আমি পাপের আসামী ।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি ॥
পত্তিতের মধ্যে লেখা, যার [illegible] জমি ।
তাই বারে বারে নালিস করি, [illegible] হবে কমী ॥
আমি মোলে এ মহলে, আর [illegible] হামি ।
মা গো এখন ভাল না বাধ [illegible] কুক রামরামি ॥
গঙ্গা যদি গর্ব্বে টানে, লইব [illegible] তুমি ।
কেবল কথা রবে কোথা রব, কে [illegible] রবে তুমি ॥৫১॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মা হওয়া কি মুখের কথা
(কেবল প্রসব ক'রে হয় না [illegible])
যদি না বুঝে সন্তানের ব[illegible]
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা ।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না এল পুত্র গেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতা মাতা ।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা ।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥৫২॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

আমি কি আটাশে ছেলে ।
ভয়ে ভুল্‌ব নাকো চোক রাঙালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙাপদ, শিব ধরে যা হৃৎকমলে ।
ও মা আমার বিষয় চাইতে গেলে,বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে ।
এবার করব নালিশ নাথের আগে
ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকর্দ্দমায় দাঁড়াইলে ।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিলকালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকর্দ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে ।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়,
মাফ ক'র আর কোরো ॥৫৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেনে না আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয় পদের বই যে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি ব'সে, নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাঁপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা।
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জান না সেই পদের মজা॥৫৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা

আমার সনদ দেখে যা রে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
বল গে যা তোর যম রাজারে॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দীবরে॥
সনদ আমার উরস্ পাটে, যেমি সনদ তেমি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দিগম্বরে॥৫৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

তুই যা রে কি করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপিছি॥
এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা,
হারেশ রুজু ভক্তি প্যায়াদা, দুনয়ন দরোয়ান দিয়েছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্বজ্বরহর জোঁচ, গুরুদত্ত পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী ব'লে,
যাত্রা ক'রে ব'সে আছি॥৫৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্ গে যা তোর যম রাজারে, আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি, ভাব্‌লে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে,
সাজা দিতে রাখ্‌বে কেটা॥৫৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

যা রে শমন যা রে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপ-পুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা, নীলাম করি।
শমন দমন শ্রীনাথচরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা
চ'লে যাব কৈলাসপুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥৫৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে।
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে, স্বয়ং থাক্‌তে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে।
হিসাব বাকী থাকে যদি, দিব না রে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে॥
শিব-রাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে, সেই পাট্টাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥৫৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমনভয় রেখেছি॥

কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে, যাত্রা ক'রে বসে আছি॥৬০॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা।

ইথে কি আর আপদ্ আছে।
এই যে তারার জমী আমার দেহ আছে॥
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হ'রে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খুঁটা ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে।
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশ বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥৬১॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন ল'য়ে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না জানিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,
মহাজনকে মজাইলি॥৬২॥

———

পিলু বাহার—খং।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সুসার রে॥
আরজ বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাব কিবে,
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আছা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি,
কাণ নাই বুঝি মার রে॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়েছে কালী,

পিলু-বাহার—খং।

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মারে॥৬৪॥

———

জংলা—একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরো না রে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী ক'রে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়॥৬৫॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে।
আপনে ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে॥
তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে।
মাগীমিন্সে ঝগড়া করে, থোক্তে নার বাসে।
মা গো, তোমার তাতার ভিক্ষা ক'রে ফিরে দেশে দেশে॥
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তেমোর বাপের জোরে।
মা গো, আমার বাপের নাম লইয়ে,
বিরাজে কৈলাসে॥৬৬॥

———

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো আমার কপাল দোষী।
দোষী বটে গো আনন্দময়ী—
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী।

অন্নত্রাণে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি।
জনমি ভারতভূমে, মা! কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার এ কূল ও কূল দুকূল গেল,
অকূল পাথারে ভাসি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাব্‌তে নারি দিবানিশি।
ও মা, যখন শমন জোর করিবে দুর্গা নামে দিব ফাঁসি।
শমের হরণ শত্রুগমন, মনে তখন হাসি খুসী।
সাজাই যখন, করে রোদন,
প্রসাদ নয়নজলে ভাসি ।৬৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরা দে রে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল,
কি কর্‌বে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেটে।
ওরে, এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়া-বড়ী কেটে ।৬৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি কর্‌ব কৃষি।
ওগো, এ ভব-সংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দু দান করিয়ে, ব'সে দেখ রাজমহিষী॥
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মা গো, যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে,
আনন্দ-সাগরে ভাসি॥
হৃদয়মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারিতে মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার,
ও রাঙা চরণে মিশি ।৬৯॥

ঝংল—একতালা।

জয় কালী জয় কালী, ব'লে জেগে থাক রে মন।
তুমি ঘুম যেয়ো না রে ভোলা মন, ঘুমেতে হারাবে ধন॥
নবদ্বার ঘরে, সুখে শয্যা ক'রে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ,
হরে লবে সব রতন ।৭০।

সিন্ধু—ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ও রে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।
ও রে, আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা ।৭১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ও রে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা-মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খুঁটা ধ'রে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খেঁড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর!
মনের মতন মন হবি ।৭২॥

ঝংলা—একতালা।

মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ-নীরে, স্রোতের সেহালার মত।

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে,
দাঁড়াও একবার দ্বিজ মন্দিরে,
দেখে যাই জনমের মত ॥১৩॥

প্রসাদী সুর একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে ব'সে।
মনের আনন্দে আর হরষে ॥
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা, ভাঁটিফল ধরিব শেষে ॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রস রসাভাবে, হা প্রত্যাশে ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥
মন কয় কি, লও যে সুধা, চন্দনাতে মিলে মিশে।
যাবে একই নিশ্বাসে যেন, সূর্য্য হেতে সকল শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠী শুদ্ধ তারাবেশে।
মাগী জানে না যে মন-কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় ক'সে ॥১৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি,
ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বো না গো।
ধনলোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘল্‌ব না গো ॥১৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ছি ছি মন তুই বিষয়-লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খুঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান-খড়্গে বলি দান করিলে কৈবল্য পাবা।
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে, মায়া-সূত্র, ভেদ সূত্র, তারে দূরে হাকায়ে দেবা।
[illegible] সেই মাকে দিবা।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে শ্যামা মায়ে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ।
পরিহরি ধন-মদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক।
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু হয় ক্ষয় ভয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই ক'রে কাল হাঁক ॥১৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
ও রে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তাই জান না ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ও রে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁর,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁর,
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না।
ও যে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ॥১৮॥

পিলু-বাহার—যৎ।

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।
কালী-ভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে ॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু অকিঞ্চন, দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী-পাদপদ্ম কল্প-গাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, বদনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে ॥
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে।
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, প'ড়ে থাক্ পাছে ॥১৯॥

টুরী-জায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাকিবে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা। শিশিরে তার কি করিবে।
দুঃখে দুঃখে জরজর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গা নাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ॥৮০॥

টুরী-জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছোঁও না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে।
শোন রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে।
(ওরে শমন রে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে।
(ওরে শমন রে)
ইহা ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে ॥৮১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি কূপে প'ড়ে আপন খাবে।
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালী নামে মহৌষধি, ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে পান কর পান কর আত্মারামের আত্মা হবে।
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে।
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু-ছায়া,
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে
মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥৮২॥

পিলু-বাহার—যৎ।

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণা-প্রেমে না গলে।
এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালী নাম নাহি বলে।
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে।
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি-দিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবই-গাছে আম্র কি কখন ফলে ॥৮৩॥

মোহিনী-বাহার—একতালা।

আয় দেখি মন তুমি আমি দুজনে বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুর চরণে॥
পদে লুকাইব সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিলে রে।
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করি রে
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলাসা করি রে।
মধুপুরী যাব মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধ'রে ॥৮৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালীপাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয়-বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজি
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজি॥
অহঙ্কারমদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেক্‌বে যখন শিখ্‌বে তখন
কর্ম্মে কালে পাপোষ বাজি।
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চেরের কোঠায় মন টুটায়
যে ভজে সে মত্ত গাঁজি।
কুতুহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥৮৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধুপারে তারে॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার সংসারে।
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে॥

সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ প'ড়ে কারাগারে।
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহ রাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে॥
যা করেছ তারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে॥৮৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হ্যাদে গো জননী শিবে॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে॥
থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে।
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
এ কি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়পদে ডুবে॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি তো মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল,তুমিই বিচারিবে॥৮৭॥

জংলা—একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি,অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
বিষয়বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥৮৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি, দিনের অদিন বেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে অর্পিত যে আঁটা।
পিঞ্জরে পুরেছ, পাখী, আটকে কবুরে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে, কুমার রয়েছে নটা।
পেয়েছ কুমন্ত্রী সঙ্গী, খিজি খিজি চটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা।
প্রসাদ বলে মন জান তো মনে মনে বেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ী, বুঝাইব সেটা॥৮৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে।
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে।
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে,
আমায় নিরংশী করেছে॥৯০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তো ধন বিহনে।
সামান্য ধন দিবে তারা, প'ড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি-পদ্মাসনে।
গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা,যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে।
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা ব'লে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥৯১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ্ ঘটে।
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানী হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।
[illegible] আমার ঘটে।

প্রসাদী সুর—একতালা।

প্রসাদ বলে শমনভয়ে মা, ইচ্ছা তব যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা ব'লে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥৯২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

দীন-দয়াময়ী কি হবে শিবে।
ত্ত নিশ্চিন্তে রয়েছ তোমার পতিত তনয় ডুব্‌ল ভবে।
এ ঘাটে তরণী না'কো কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,
নইলে খালাস কর ভবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ, শুনিয়া না শুন,
পিতৃ-ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা ব'লে
স্মরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥৯৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি দেখ রে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে॥
ভবঘোরে রয়ে রে মন ভাব্‌লিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী-পদ যদি ভবপারে যাবে ॥৯৪॥

খটভৈরবী—পোস্তা।

জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা॥
কেহ যায় মা পালকী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ শালের দেয় দুশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥৯৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

জয়কালী জয়কালী বল।
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে তায় কিবে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা,
যা ভাল তাই করা ভাল ॥৯৬॥

ললিত-বিভাষ—আড়খেমটা।

কালীর নামের গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়ে।
শুন রে শমন তোরে কই, আমি তো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে॥
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে ভুলকো দিয়ে।
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে যেন, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে ॥৯৭॥

ইমন—একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তত্ত্বমসি বিগলিতকেশী॥
সেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি ব'লে তারে ঘুষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার
কালী নামের ফাঁসী ॥৯৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব-সংসারে বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাত'সে ঘুড়ি যাবে উড়ি।

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ঢেলা দিয়া ভাঙ্গে ঢেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক ব'সে, ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজায়ে যাবে,
ভাটিয়া যাবে ভাটায় বেলা॥১০০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দল-পতি সহস্রদলে করে স্থিতি॥
নেঙ্গটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে নাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধ মতি॥১০১॥

জংলা—একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে ব'সে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের গ্রহ,
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,
ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে,
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে,
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,
শমন দমন করবে এসে॥১০২॥

জংলা—একতালা।

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী।
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁকঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥১০৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকী রয়েছে॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদলকমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে ব'সে আছে।
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন ক'রে
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভ্রুকমাঝে
এ চারিস্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে।
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা
হৃদ্‌মন্দিরে বিরাজিছে॥১০৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

তার কি রূপ দেখে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালরূপ হ'ল।
কাল বস্তু অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে পেয়ে হৃদয়পদ্ম করে আলো।
রূপে কালো নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে
অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কাণে মন
গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥১০৫॥

ঝংলা—একতালা ।

আমি কি এমতি রব (মা তারা) ।
আমার কি হবে গো দীন-দয়াময়ী ।
আমি ক্রিয়াহীন, ভজন-বিহীন দীন-হীন অসম্ভব ।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা) ।
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব ।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে, এ কথা কাহারে কব ॥
(মা তারা)
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব ।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা) ।১০৬॥

ঝিঁঝিট—একতালা ।

দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা ।
নীল-কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা ॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না ।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা ।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ীরূপ দেখ না ॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পূরাইতে অধিক বাসনা ।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না ॥১০৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা ।
আছে শ্রীনাথ-দত্ত, পটল-যুক্ত, মধ্যে মধ্যে ঐটী চাবা ।
সৌভাগ্য কর রে দূরে মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা ।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব-রোগে মুক্ত হবা ।১০৮॥

ঝংলা—একতালা ।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে ।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ।
সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে ।
সে যে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পূরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে ।
[illegible] যাঁহার চরণে লুটায়ে ॥

প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে ।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ।১০৯।

ললিত-খাং একতালা ।

তিলেক দাঁড়া ওরে শম ন ভয়ে মাকে ডাকি রে ।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কি না এসেন দেখিবে ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে, তার একটা ভাবনা কি রে ।
তবে তারা নামের কবচ মালা
বৃথা আমি গলায় রাখি রে ॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে ।
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা অন্যে কি জানিতে পারে ।
যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কি রে ॥১১০॥

গাড়া-ভৈরবী—যৎ ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে ।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে ।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যার জন্যে মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে ।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে ব'লে ।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধর্‌বে চুলে ।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী ব'লে
কি করিতে পার্‌বে কালে ।১১১॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন হারালি কাজের গোড়া ।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া ।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া ।
তুই কাঁচমূলে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া ॥
কর্ম্ম-সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া ।
মিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল যোড়া ॥

কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধররে মন্ত্র সোঁড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন পাঁচ পাঁচারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি,
তোমার করবে তোলা পাড়া॥১১২॥

খাম্বাজ—একতালা।

যদি ডুবল না ডুবায়ে বা ওরে মন-নেয়ে।
মন হালি ছেড় না ভরসা বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে॥
মন! চক্ষু দাঁড়ী বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা বাজিকরের মেয়ে॥
মন! শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালী নামের যাও রে সারি গেয়ে॥১১৩॥

ভৈরবী—একতালা।

গেল না গেল না, দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল।
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুখ,
মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল।
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুখের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল॥১১৪॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী;
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস-তালুকে বসত করি।
নাইকো জরিপ-জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটেবন্দি মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥
নাইকো কিছু অন্ত লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা,
জয়দুর্গা নামে জমা আঁটা ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি,

খাম্বাজ—আড়া।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে,
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে।
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি-স্তুতি।
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে দেখ রে॥১১৬

গৌরী—একতালা।

জগত-জননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগত ছাড়া গো তারা॥
দিবা অবসানে রজনী-কালে
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা,
মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া
কোথা গিয়েছিলে এ ধর্ম্ম শিখিতে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা॥১১৭॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে আমাকে দিতেছ ফাঁকি।
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পূরে এনে,
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, অরি সুখে হইলে সুখী
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ,
একবার শ্যামা বল রে দেখি॥১১৮॥

প্রসাদীসুর—একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।

কালের হাতে স'পে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজ-মহিষী।
ওরা কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।
প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধ'রে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥১১৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি নয় পলাতক আসামী।
ও মা কি ভয়, আমায় দেখাও তুমি।
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহা মন্ত্র মোহর কর',
কবচ রাখি শাল জামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি ব'সে,
আসল কসে সারে জমি।

* * *

প্রসাদ বলে খাজানা বাকী, নাইকো রাখি কড়া কাণি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে,
ডুবেও পদে হব হামি ॥১২০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী ॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী।
আমি বিনা মাইনার চাকর,
কেবল চরণধুলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে তো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥১২১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে,
শিব-যুক্তিমতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে ॥১২২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত।
ফণী হয়ে ভেকের ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত।
এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত।
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে রে তোর তেমি মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কর রে মনের মত :
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত ॥১২৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত।

মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীত মা,
আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে চক্ষের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা, মা,
অন্তে থাকি পদানত ॥১২৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে ॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিনমজুরি নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না,
দিন তো আমার খেল ঘেটে ॥
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা,
কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে ॥১২৫॥

জংলা— একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত,
আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোণা ॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন ক'রে,
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি (মন রে আমার) না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ॥১২৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধর্‌ব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌ব এবার যারে তারে
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ
হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্‌ব [illegible]।
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ,
মিছে মরণ দেখায় কারে ॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গায় উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
মার অভয় চরণের জোরে ॥১২৮॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো ব'লে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা
তুমি গো পাষাণের সুতা,
আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
[illegible] জটিলে. গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা ॥১২

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা যাব কি বিমাতা যথা?
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা।
ও মা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড়-মালা আর ঝুলি কাঁথা॥১৩০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা
সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ-উদয়-কাল, ঘুচিল তিমির-জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করিলা শিবা।
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠামূলা,
খেলাধূলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ-হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা।
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্‌লো ভোর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥১৩১॥

ললিত-বিভাস—একতালা।

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি ব'লে, কথায় ক'রে ছলো।
ও মা! মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেলো।
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো, আশা না পূরিলো।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো॥১৩২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ-রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলেম দেশ-বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন ব'লে সবাই রোষে।
যম আসি শিয়রে বসি, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাঁচা,
বিদায় দিবে দণ্ডী-বেশে।
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥১৩৩॥

পিলু-বাহার—যৎ।

ভবের আশা খেলার পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আসা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাঁজুরি পলো।
পবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কাচ্চা বার পেয়ে মা গো পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো।
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
আমার খেলাতে না হলো যশ,
এবার বাজী ভোর হইল॥১৩৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার বাজী ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর ক'রে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো।
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে ব'সে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো।
দুখান তরী শিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রলো।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে
পীলের কিস্তে মাত হইল॥১৩৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হয়ে ধর্ম্ম তনয়-ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেঁইতো শিবের দৈন্যদশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোসা॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, ক'রে পূরাইবে আশা॥
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাষা।
প্রসাদের মন হও যদি মন কর্ম্মে কেন হও রে চাষা॥
ওরে মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা॥১৩৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই ?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে
আমি করি দুখের বড়াই॥১৩৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না যে মন যে ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর-বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে মন,
কোথা রবে খুড় জ্যেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে রে
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে,
ছাড় রে সংসারের লেঠা॥১৩৮॥

বিভাষ—ঝাঁপ।

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কা[illegible]চোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামে[illegible],
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে [illegible] জোর॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মঙ্গল সোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল
রামপ্রসাদ কি চোর॥১৩৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রী জারি॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নীলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি,
তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা-কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
ব'সে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জন, ডিসমিসে তার আশয় ভারি।
ক'রে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী
যেরূপে মা আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল, স্থানের মধ্যে অভয় চরণ
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥১৪০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

অকুর পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা,
তেম্নি দাতা আমায় বলে।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।
জন্মজন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে।
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে,
ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী ব'লে॥১৪১

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুইটার একটা ক'রে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আস্‌বে শমন বাঁধ্‌বে ক'সে,
সেই কালী তার মুখে দিব॥
খাব খাব বলি মা গো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে,
কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীরপতন,
যা হবার তাই ঘটাইব॥১৪২॥

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো, মা গো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে।
স্রোতের সেহালার মত মা গো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে।
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মা গো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী,
তনু-অন্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥১৪৩॥

সোহিনী-বাহার—আড়খেম্‌টা।

ও মা! হর গো তারা, মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মা গো, জন্মিলে থাকে না মনে,
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি ব'লে ওনা ওনা।
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা,
মা গো যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না।
রামপ্রসাদ এই ভণে দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না॥১৪৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া॥
তনয় থাক্‌তে না দেখ্‌লে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা,
মাঝখানে ফাঁড়া।

যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদে বাঁধছে বেড়া ॥১৪৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতি দিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন মা কাঁদি ব'সে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌ব না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম-সাধনা করি ব'সে।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী,
বেঁধে রাখে মায়া-পাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাষে।
আমায় সেই যে কালী, মনের কালী,
হলেম কালী তার বিষয়বশে ॥১৪৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি ॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি।
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে,
কর্‌বে চার ফলের স্থিতি।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন শুন যুকতি।
ওরে, ব'সে মূলে, কালী ব'লে,
গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥১৪৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা,
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া,
উপাসনাভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচের এক কোরে ভাবে,
তার হাতে মা,কোথা বাঁচ।
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে,
মনোময়ী হয়ে নাচ ॥১৪৮॥

মূলতান—একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপ না,
ওরে ওমন, কেন ভুল।
কিঞ্চিত কর না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল।
যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল, ভবপারাবারে চল ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কেন মন ভুল।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ,
বেলা অবসান হইল ॥১৪৯॥

মূলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না;
রসনা! যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে), না আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে,
সচেতনে থেক (মন রে আমার), কালী বলে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥১৫০॥

মূলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।

নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণচাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম, হবে না জঠরে॥১৫১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশেতে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমের ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি॥১৫২॥

গাড়া-ভৈরবী—আড়া।

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নাম্না সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥১৫৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে তোর বুদ্ধি এ কি?
ও তুই সাপধরা জান না শিখিয়ে,
তালাস ক'রে বেড়াস ফাঁকি॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
মন রে, ওঝার ছেলে গরু হইলে
গোসাপে তায় কাটে না কি॥
জাতি-ধর্ম্ম সর্প-খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা,
মন রে, যখন বলবে তাত সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী॥১৫৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালীপদ মরকত আলানে, মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্ম-পাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে॥
সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদি-ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে ব'সে চারি ফল বুঝ না রে দুঃখ চেটে॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়
মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে॥১৫৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী-পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না,
ধরবে শশী হয়ে বামন॥১৫৬॥

মূলতান—একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে, হলি কার নফর॥

মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানীতে শূন্য দেখি,
কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন)॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটী সার।
ওরে মিছে কেন দায়া সুতের
বেগার খেটে মর (ওরে মন)॥১৫৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
মন রে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মন রে ওরে, সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের একরূপ ভাবনা॥
ঘরে আছে মহারত্ন ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
মন রে ওরে, শ্রীনাথদত্ত, কর তত্ত্ব
কলের কপাট খোল না॥
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদি ঘাতী,
মন রে ও রে, জনম-মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মন রে ওরে, সিন্দূর বিধবার ভালে,
মরি কিবা বিবেচনা॥১৫৮॥

গাড়া-ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাবার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী,
কর গো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণতরী, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পূরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার॥
কাল গেল কালী হ'ল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার ভোলা মামা।
ও তুই জানিস না রে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি,
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি,
হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ, কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি,
কালী তারা উমা শ্যামা॥১৬০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব ব'সে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি,
পাবে কাশী দিবানিশি॥১৬১॥

ঝিঁজংলা—একতালা।

রসনে কালী নাম রট রে।
মৃত্যুরূপা নিতম্বিনী ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘট পট রে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামা নামামৃত রস,
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বট রে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপ না কালীর নাম, কি তব উৎকট রে॥
প্রকৃতি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বি অক্ষর কর মনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,
কালী ব'লে কাল কাট রে॥১৬২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

রাপান করিনে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয়-মদ খাইলে॥
ন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁড়া অশু ভাবে যেই জলে।
সে যে অকূল তারণ, কূলের কারণ,
কূল ছেড় না পরের বোলে॥
গুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
র ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে।
ল হ'লে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে,
পতিত হবে কূল ছাড়িলে॥১৬৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী ব'লে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চ'লে॥
সুরা পান করি নে রে সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
দ মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে॥
দখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিদ্ধে কায়া বাড়য়ে রোগ,
ওরে মিছেমিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥১৬৪॥

পিলু-বাহার—যৎ।

রে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে,
ন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু-দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাটী,
পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা,
খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥১৬৫॥

জংলা—একতালা।

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ।
আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মন রে ওরে, মিছে মিছে সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক।
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মন রে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব দুখ সুখ॥
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মন রে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ॥১৬৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাক্‌বে আমার মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভুজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে॥
এ ভব-সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী ব'লে॥
দ্বিজ রামপ্রসাস বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর ব'লে,
কে ধ'রে তুলিবে কূলে॥১৬৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর-কুঠরী,
ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি-রসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বক ধরে।

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি,
বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে ॥১৬৮॥

বসন্ত-বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা।
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন বাঁধ্‌বে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না।
দুর্গানাম মুখে বল একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার,
অনিত্যসংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার ভেবে দেখ না।
গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখ না কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল,
দূর হবে কাল যম-যন্ত্রণা ॥১৬৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ না রে সর্ব্বনেশে ॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্ না রে ব'সে ব'সে ॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে,
ধর্‌বে না আর কাল-বিষে।
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধ রে যতনে ক'সে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয় চরণ পাবার আশে ॥১৭০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।

যেমন শরায় জলে সূর্য্য-ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটি।
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা-সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ও মা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা,
তুমি গো পাষাণের বেটী ॥১৭১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ও মা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ও মা বিনা দানে মথুরা-পারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী।
নাস্তোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম-ভূ[illegible] পরি।
ও মা কোথায় লুকাবে বল, তোমার ক[illegible]র ভাণ্ডারী
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারী।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ সারি ॥১৭২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী কুলাইব।
কালি কোসে কালি বুঝে লব।
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন ক'রে তার রাখি
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদি-পদ্মে নাচাইব
কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা,
সে কটাকে কেটে দিব।
কালী ডেকে কালী হয়ে, কালী ব'লে কাল কাট
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালী দিয়ে চ'লে যাব।
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকা[illegible]

জংলা—একতালা।

একবার ডাক রে কালীতারা বোলে,
জোর ক'রে রসনে।
ও তোর ভয় কি রে শমনে ॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্মকর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে ॥
ভজনের ছিল আশা, সুখ মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা,
দ্বিভাব ভেবে মনে ॥১৭৪॥

বসন্ত-বাহার—আড়া।

ত্যজ মন কুজন-ভুজঙ্গ-সঙ্গ।
কাল-মত্ত-মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক।
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দরসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ।
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হ'লে নিদ্রাভঙ্গ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ।
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এ ত বড় রঙ্গ ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥১৭৫॥

সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ
যদি আন্‌তে পারি হ'রে ॥
জাগা ধরে চুরি করা, ইতে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥
গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে।
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥১৭৬॥

সোহিনী-বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী ভোর গো।
এ মা দিতিস্ দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি সোর।
শুধু সোর করা সারা,
তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো।
এ মা ঘোর মহানিশা,
মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।
আমার এ কুল ও কুল, দুকুল গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো।
এ মা আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম-ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে ঘটানায়,
মরে মন ভুরা চোর গো ॥ ১৭৭ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনে নাহি খেলি।
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চম্পাকলি ধূলা ধূলি।
আমি কালীর নামে মার্‌ব বাড়ি,
ভাঙ্‌ব যমের মাথার খুলি।
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি,
তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি,
গলে দিলি কাঁথা ঝুলি ॥১৭৮॥

জংলা—একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়।
[illegible] অর্থ [illegible] অর্থ প্রাপ্ত উপায়।

ও মা তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি তো দেখায়।
যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
এ মা, তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝ্‌তে হয়॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ও মা, তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা, এ বড় সংশয়॥
প্রমাদে যেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের আশায়॥১৭৯॥

প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মন রে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি,
ডাক কেলে মরে॥১৮১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা॥
ওরে ধিক্ রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার সবাকার ভিটা॥
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কিটা।
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাততালিটা।
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিবদল, ক্রব কর যন্ত্র যেটা॥
প্রসাদ বলে হৃদি ভূমির,
বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর,
দেবত্তরের দাগা চিঠা॥১৮০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেঠা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মানবি কি না মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মা গো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘুটা॥
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন মেলে না,
গায় ছালি আর মাথায় জটা।
ভূতলে আনিয়ে মা গো, কর্‌লে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি,
সাবাস্ আমার বুকের পাটা।
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এবে মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার,
ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা॥১৮২॥

খাম্বাজ—একতালা।

কামিনী যামিনী বরণে রণে, এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বামকরে ধরে আসি,
উল্লাসিতা দানব-নিধনে।
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি.
তাই দেখে পশুপতি পতিত চরণে রণে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয়,
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে॥১৮৩॥

জংলা—একতালা।

ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥
যুগল স্বরস্তু, শম্ভু, যুবতীর উরে।
মন রে ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে পুজিছ তাহারে।
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক,
মন রে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালী,
বাজায় বারে বারে।
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মন রে ওরে এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ,
ধন্য রে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মন রে ওরে, মায়া-ডোরে বঁড়শী গাঁথা স্নেহ বল যারে॥

বেহাগ—একতালা।

ও কে রে মনোমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা, মণিমরকতকান্তি ছটা,
এ কি চিত্ত ছলনা, দৈত্য-দলনা,
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী॥

সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয় নয়নী।
শশিখণ্ড-শিরোমণী, মহেশ-উরসী,
হয়েছ রূপসী একাকিনী।
ললাটফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে বেসরে মণি।
মরি! হেরি এ কি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধা-রস-কূপ বদনখানি।
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর-দরদা,
নিকটে প্রমোদা প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ,
পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে ব্রহ্মময়ীরে
করুণাময়ীরে বল জননী।১৮৪॥

কালেংড়া—ঠুংরী।

হের কার রমণী নাচে যে ভয়ঙ্করা বেশে।
কে রে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে হর-হৃদি-হৃদ পদে দিগবাসে।
কে রে, নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী,
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় ক'রে, বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে ভাসে॥
কে রে নিন্দিত রামকদলীতরু, হেরি উরু
দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে;
অতি রোষবলে, ভুজঙ্গম দলে, নাভি-পদ্মমূলে,
ত্রিবলীর ছলে দংশিল এসে।
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখ-শতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়;
যেন বিকশিত সিতাম্ভোজ বনরোহায়,
কিবা ওষ্ঠশোভা, অতি লোল জিহ্বা হর-মনোলোভা,
যেন আসব-আবেশে শিশু সুধা ভাসে॥
কে রে, কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল;
লম্বিত চুলি ধরায় তাহে ভুরুধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা;
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁতি মুহু দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণকিরণে গজমতি হাসে।
কত ডম্বরা ডম্বরী, নাচিছে ভৈরবী,
হি হি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি,
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবছলে আশুতোষে।১৮৫॥

রামকেলি—আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব-আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে।
কে রে কালীয়-শরীরে রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীল-কমল শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।
কে রে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত,
নখর-নিকর তিমির নাশে,
কে রে রূপের ছটায় তড়িৎঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দিতিসুতচয় সবার হৃদয় থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মা গো! কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে।১৮৬॥

খাম্বাজ—রূপক।

মা! কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত-কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে॥
সদ্য-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার লম্বিত
সুজঘণে কত রাজিত কটিতটে
নর-কর-নিকর কুণপ-শিশু শ্রবণে।
অধর সুললিত, বিম্ব-বিনিন্দিত,
কুন্দ বিকশিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি,
রূপ কি ধরে নয়নে।১৮৭॥

খাম্বাজ—রূপক।

এলো-চিকুর-নিকর, নরকর কটিতটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী॥
শব শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ মসী।

সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুবেশাম্বুকুলা ষোড়শী।
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া,
ভবার্ণব-ভয় নাশি।
জন্মের যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ॥১৮৮॥

বিভাস - তিওট।

এলো চিকুরভার, এ বামা,
মার মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতিরূপ গতি,
রতিপতি মতি মোহ পায়॥
অপযশ কুলে কালী, কুল নাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, এ কি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মত বিদায়।
কাল বলে এত কাল, এড়ালেম এ জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রক্তাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিবপূজায় এই ফল, অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরসায় রব হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়।
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এ জন্ম কর্ম্ম সায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায়।
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায় ॥১৮৯॥

বিভাস – তিওট।

নব-নীল-নীরদ-তনুরুচি কে? ঐ মনোমোহিনী রে॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
কোটি চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃত ভাষ।
অবতংস সে শ্রবণে,কিশোর বিধি অস্থি গলিত কুন্তলপাশ
গলে সুন্দর বরণ, মুহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস॥
বামায় বামকর পর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করিছে মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ ॥১৯০॥

ঝিঁঝিট—জলদ-তেতালা।

আরে ঐ আইল কে রে ঘনবরণী।
কে রে নবীনা নগনা লাজ-বিরহিতা, ভুবন মোহিতা,
এ কি অনুচিতা কুলের কামিনী॥
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ,
লোলিত বসনা গলিত কেশ,
সুর-নর-শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুঙ্কার রবে যে দনুজ-দলনী॥
কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ
করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহ করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি।
কে রে জঘন সুচারু, কদলী-তরু-নিন্দিত,
রুধির অধীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটিবেড়া, নরকর-ছড়া,
কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে,
করতজঙ্গুল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী॥
কে রে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর,
করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ এ কি আর, চণ্ডমুণ্ডহার,
সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে মদন ঝলকে,
মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী ঝলকে,

রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে,
দক্ষে কম্পে সঘনে ধরণী ॥১৯২।

খাম্বাজ – ঢিমা-তেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি বেশে ॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ-উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া, যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারী রে, চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্নবেশে ॥
কারে আর ভজ রে, ও পদে মজ রে,
রূপে আলো করিছে, দিগ্‌দশে।
কি কবি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভণেরে চল কৈলাসে ॥১৯৩॥

খাম্বাজ—ঢিমা-তেতালা।

ওকে ইন্দীবর-নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ,
বসন-বিহীনা কে রে সমরে।
মদন-মথন-উরসী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহর, শমন-সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে ॥
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন-নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে।
সংবর বেশ, কুরু কৃপালেশ,
রক্ষ বিবুধ-নিকরে ॥১৯৪॥

খাম্বাজ - ঢিমা-তেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কাম-রিপু-মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয়দল-তনুশ্যামা।

বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর-নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইল দামা ॥১৯৫॥

খাম্বাজ – ঢিমা-তেতালা।

চল চল জলদ-বরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ উরসী রাজে চরণ।
নখরাজী উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
এ কি! চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করি, সংবরণ কর রণ ॥
মগনা রণমদে, সচলা ধরা পদে, চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ ॥
প্রসাদ দাসে ভাবে, রাহি নিজ বাসে,
চিত্ত যে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব-পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কদাচ না মানে বারণ ॥১৯৬॥

বিভাস—ঢিমা-তেতালা।

মরি! ও রমণী কি রণ করে,
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুরপাশে ॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম-কটা,
প্রবল দনুজ-ঘটা গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা শুভসাজ, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধূ, বদনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন-বিধু মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ দাস, নাম লয়ে যাবা যায়,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥১৯৭॥

বিভাস—ঢিমা-তেতালা।

অকলঙ্ক শশী-মুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ রূপ, রহে ভাব অপরূপ,
শবতনে শতরূপ, রামা রণে কে॥
সিত-পঙ্কজ-দলা, সুহাস মধুর বালা,
প্রাণ বধ্যা তার যশা আলো করিছে।
ত্রিলোক বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কাল কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা দন্ত মূলা,
আলো চুলা গায় ধুলা ভয় করে হে।
কবি রামপ্রসাদ ভাবে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা মা বলিবে কে॥১৯৮॥

বিভাস—ঢিমা-তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়াগতা শবে॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে,
অতনু সতনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণীসঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে॥১৯৯॥

মল্লার—খয়রা।

মোহিনী আশা বালা, ঘের তমোনাশা বামা কে?
ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা, জটকটা ঠেকেছে।
রূপসী শিরসী শশী, ষোড়শী এলোকেশী,
মুখ ঢালা, সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে॥
ক্রত চলে আস্ত টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে,
ডাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে,
কি প্রমাদে ঠেকেছে॥২০০॥

মল্লার—খয়রা।

মহাশিব-শবে আরোহিণী কামিনী
শোভিত শোণিতধারা যেন সৌদামিনী।
এ কি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব ভব-ভামিনী॥
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশীমুখী,
পদনখে শশীরাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপমনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস-রজনী॥২০১॥

মল্লার—খয়রা।

এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা।
নখর-নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তরু মুখ হিমধামা।
নব নব সঙ্গিনী, নবরসরঙ্গিনী,
হাসত ভাবত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজদলে,
ধরাতলে হতরিপু সমা॥
ভৈরব ভূতপ্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজিছে দামামা।
ভবভয়ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মুক্তি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥২০২॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে?
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে॥
বিপরীত এ কি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পূরে।
বম বল প্রবল, সকল হত বল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পরে এ কেমন কামিনী।
লজ্জে গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে॥

তীব্র ভবার্ণব-তারণ হেতু,
ঐ সুনীল চরণ তব করিয়াছি সেতু,
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে ॥২০৩॥

খাম্বাজ—তিওট।

চরুণ-কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে-বিহরে।
অরুণ-কমলদল, বিমল চরণতল,
হিমকর-নিকর রাজিত-নখরে।
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমিরকলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী-অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণ-হর, বরষতি শর খর,
কত কত শত শত রে।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ও পদপঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু,
মামক মানস আশ ধরে ॥২০৪॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥
ললাট-নয়ন বৈশ্বানর বাম বিধু, বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল, নূতন জলধরবরণী ॥
শব শিব শিরে, মন্দাকিনী রাজত,
ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর-নিকর, সুধা-যামিনী ॥
কলয়তি কবিরঞ্জন,করুণাময়ী করুণাং কুরু হরমোহিনী।
গিরিবরকন্যে, নিখিল-শরণ্যে,
মম জীবন-ধন, জননী ॥২০৫॥

খাম্বাজ—তিওট।

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজল ঘন-নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীলকমলকল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মধু মুকুতাফল,
রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে ॥
গলিত চিকুর-ঘটা, নব জলধর-ছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ফুকরয়,
কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে ॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষ পান করি রে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব-বিড়ম্বন,
বিফলে মানবদেহ ধরি রে ॥২০৬॥

ললিত—তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখসুন্দর,
তনুরুচি বিজিত, তরুণ তমাল ॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস, উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল।
নিগম সারিগম, গণ গণ, গণ, মবরব যন্ত্র মণ্ডন তাল।
তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি, ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল।
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি! রক্ষ মম পরকাল
দীন-হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বারয় কাল করাল ॥২০৭॥

ললিত—তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব-ধারা-ধর রুধির-ধারা-নিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে।
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমল পদে
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে ॥২০৮॥

ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ ব
দনুজ-দলনা ললনা, সমরে শবে, বিগলিত ব

ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিণী, নগনা সমান বেশ।
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর-নর-হৃদয়-ত্রাস,
দ্রুত চলত চলত রসে গর গর, নর-কর কটিদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে,
করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব-পারাবার তরাবার ভার,
হরবধূ হর ক্লেশ।২০৯॥

বেহাগ তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক-উরসী।
বিহরে বামা সমর হরে।
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী।
নাসে মুকুতা-ফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
এ কি করে করে করী ধরে বর্ণে পশি,
তনুক্ষীণা স্তনপীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥
নীলকমলদল-জিতাস্য, স্ফুরিত তড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
বা। নব্যা ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী॥
* * *, ক্ষিতি-সুতচয়, সমর প্রচণ্ড,
সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হবে সেটা দুঃখরাশি,
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, এ কি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয়-কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জরা কালে তুচ্ছ বাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত,
শ্রীকান্ত প্রবেশি।২১০।

ছায়নাট—খয়রা।

সমরে কে রে কাল-কামিনী?
কাদম্বিনী, বিড়ম্বিনী, অপরাকুসুমাপরাজিতা বরণি,
কে রণে রমণী।
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস, সেরূপ প্রকাশ,
আশুতোষ-বাসিনী।
ফণী-ফণাভংশ জিনি, শণি দন্ত কুন্দশ্রেণী।
কেশাগ্র ধরণী পরে বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণে সাজ,
না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী।
আ মরি আ মরি চণ্ডমুণ্ডমাল,
করে কপাল এ কি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর, নৃকর-নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিণী॥
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিতবৃন্তে,
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে, মনোদুরন্তে রাখ কৃতান্তদলনী॥
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল, টল টল, ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা,
শিব-উরে শিবা আপনি।
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ,
পরিহরি ভূপ বৃথা বিষাদ।
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ,
বিবাদনাশিনী॥২১১॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিতকেশী।
তমু তমু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা সব্যে বরাভয়,
বামকরে মুণ্ড অসি॥
মরি কিবা অনুরূপ, নিরখ দনুজ-ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জরী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি।
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ,
অসি ভাব বাঁশী।২১২।

ললিত—রূপক ।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী ।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে ঘরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা ।
ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মঞ্জুভা মধুরমুখী, মধুর লালসা ।
সোম-মৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ ঘঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি কীন কর্ম্মনাশা ।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর-ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি-পরিবার সেই, যে ভজে দিবাসা ॥২১৩॥

ললিত—আড়া ।

প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার ।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ।
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বার বার ।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার ।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥২১৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

আমার মনে বাসনা জননি ।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥
মূলে পৃথ্বী, ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী ।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে বেড়ে কুণ্ডলিনী ॥
স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে, ষড়্দলোপর-বাসিনী ।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ।
ত্রিকোণ মণিপূরে, বহ্নি-বীজ-ধারিণী ।
ড, ফ, অন্তে দিগ্‌দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ।
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়্দলবাসিনী ।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু-বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ।
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল পদ্মিনী ।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী শাকিনী ।
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি ।
চন্দ্রবীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥২১৫॥

বিভাস—একতালা ।

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে ।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা ;
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি-পুরে ।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ।
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান ক'রে ধন্য নরে ।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্যবরে ।
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে ।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর-ভিতরে ।
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে ।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ।
অজপা হইলে বোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে ।
ধরা জল বহ্নি বাত, লয় লহ অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হোং স্বরে ।
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে ।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥
উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদতরে ।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব, শিব কর তারে ।
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে ।
আজ্ঞা-চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসোরূপে মিল হংসবরে ॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ-শত-দল শিরোপরে ।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥২১৬॥

বিভাস—একতালা।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগতজননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে।২১৭।

বিভাস—একতালা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল।
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভুত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটা-জাল।
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভুতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল।
যেমন সাধক বটে, তার কি আপদ্ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
[illegible]

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, ব'সে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ ক'রে ঢাল।।২১৮।

ললিত—একতালা।

হর ফিরে মাতিয়া শঙ্কর [illegible] মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া।
মগন হইয়া প্রমথনাথ, থেটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া।
শশধর-কলা ভালে শোভে, নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া॥
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দে'খে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভুতি-ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধরদেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল ত্রিমৃকি ত্রিমৃকি হরিগুণে হর নাচিয়া।
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিল কল কল কল, জটাজুটমাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব-ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম-ডোর,
নিজ গুণে লহ তারিয়া॥২১৯॥

পিলুবাহার—যৎ।

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥
দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করে হে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নট হক ছানা দধি,
[illegible]

কাণ্ডারী যাহার হরি যদি ডুবে সেই তরী,
মিছে ডুবে হইবে হে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল ।
অবসান হলো বেলা, এ কি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয় ।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥২২০॥

পিলুবাহার—যৎ ।

ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে ।
আতর লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী ।
চালন কর মনের সঙ্গে ।
আপন করেছে পণ, চাও হে যৌবন ধন,
হাস ভাস প্রেম-তরঙ্গে ॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজাইয়া মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে ।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
দেয়ে হাত দিচ্ছে এস অঙ্গে ॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় এ কি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে ।
সময় উচিত কও, কোন্‌রূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥২২১॥

মূলতানী—একতালা ।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে ।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ।
দ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে ॥
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥২২২॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে ।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে ।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে সব খেয়ালে ॥
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চ জনে মিলেজুলে ।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চ'লে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে ।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥২২৩॥

মূলতানী—একতালা ।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো ।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট ক'রে বসেছি ঘাটে,
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ও মা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো ॥২২৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

তারা ! তোমার আর কি মনে আছে ।
ও মা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে ॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,
মা গো, ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে ॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মা গো, ও মা দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা,
তুলে দিয়ে গাছে ॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়,
মা গো ও মা আমার দফা হলো রফা,
দক্ষিণা হয়েছে ॥২২৫॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

যাও গো জননি, জানি তোরে ।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদি করে ॥

মা মা ব'লে পাছু পাছু যে জন স্তুতি-ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে।
অয়ে কাবে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলো যদি ধায়,
যে জন হয় শক্ত, তায় ত্রিকাল মুক্ত, জোর-জবরে।
চোকে আঙ্গুল না দিলে পর,
দেখবি না মা বিচার ক'রে॥
ও মা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে।
যে দু-কথা শোনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে,
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা-জোরে।
সাধ রে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে।২২৬।

প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী
শিব ধন্য কাশী ধন্য,
ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী,
বেষ্টিত বরুণা অসি,
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি।
কি মহিমা অন্নপূর্ণার,
কেউ থাকে না উপবাসী।
ও মা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার,
চরণ-ধূলার অভিলাষী।২২৭।

সম্পূর্ণ।